শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

১৮শ অধ্যায়

(গুহ্য-গুহ্যতর-গুহ্যতম তত্ত্ব সমীক্ষা)

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের স্নেহবিগ্রহ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পরিবেশক—

মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার)

কলিকাতা-৭৩

ভিক্ষা :—৪'০০ চারি টাকা মাত্র

প্রকাশক :—
শ্রীঅনির্বান আনন্দ বসু
বরেন্দ্রনগর রাণাঘাট, নদীয়া,

মুদ্রাকর :
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২ কেশবচন্দ্র সেন·ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উপহার

নাম ও ঠিকানা Swami B.V. Narayan
Sri Keshaveji Gaudiya Math
Mathura (U.P.)

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগুরু প্রণাম

ও অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।
নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে ।।
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িণে প্রভবে নমঃ ।।
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ।।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে ।।

সমর্পণ পত্র

১। শ্রীযুত অশোকরঞ্জন লাহিড়ী B.SC. ; B. A. (Cal)

২। ডাঃ শ্রীযুত মোহিতরঞ্জন লাহিড়ী M.B , B.S. ; D.T.M.H. ; D.C.P. ; M.A. M.S. (Vienna).

৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীলরঞ্জন লাহিড়ী B.S.C. (Hons.) ; M.B. B.S. (Cal) M.D. (U. S. A.)

কর্ত্তৃক

পরমপূজনীয়া পরমভক্তিমতী স্বধামগতা মাতৃদেবী

শ্রীযুক্তা শান্তিবালা দেব্যা

এবং

পরমপূজনীয় পরমভাগবত স্বধর্মাচরণরত স্বধামগত পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ লাহিড়ী মহোদয়ের

আত্মার সন্তোষ সম্পাদনার্থ

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণ সরোজে এই গ্রন্থ

সবিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সমর্পিত হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সম্পাদকের সবিনয় নিবেদন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষদ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত বাণী। ইহাতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভজনের কথাই বিবৃত আছে; অন্য দেবদেবীর ভজনের কথা নিরস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে নিহিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বগুহ্যতম উপদেশ অনুধাবণীয়। ইহাতে রসাভাষ দোষ আশঙ্কায় যাহা দেশ-কাল-পাত্র বিধায় বিশ্লেষিত হয় নাই; স্বয়ং-কৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি স্বীকার করিয়া বিপ্রলম্ভরসভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে সেই গোপীভাবে ভজন অর্থাৎ গোপী-আনুগত্যে শ্রীগোপীজনবল্লভের প্রীতিমূলা সেবাই যে অনুশীলনীয়, তাহাই জানাইয়াছেন অতএব সূক্ষ্ম বিচারে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, গোপীগণের আনুগত্যে **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের** যুগল ভজনের কথাই শ্রীকৃষ্ণ সখা-অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন।

আলোচনাচক্রে আলোচিত হয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সেবার কথা উল্লিখিত হয় নাই; কি প্রকারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সেবা শ্রীগীতার গুহ্যতম-জ্ঞান হইতে পারে?

উত্তরে অনুমান করা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতি রাধারাণীর নাম উল্লেখ নাই; শ্রীমতি রাধারাণীই যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র মুখ্য রসমাধুর্য্যের মধ্যমণি সেইরূপ রূপানুগ আচার্য্যগণের পরিপ্রেক্ষিতে রাগানুগা ভক্তিই শ্রীগীতার একমাত্র সর্বগুহ্যতম জ্ঞান। রাগানুগাভক্তি ব্রজের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসেই স্থিত; অন্য কুত্রাপি নহে। মাদৃশ দীন ব্যক্তির ইহাই উপলব্ধি।

শ্রীগীতাশাস্ত্র-মাহাত্ম্যে জানা যায়, "গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-বিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥" অতএব ইহা হইতেই আরাধ্যবস্তু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সেবা লাভ হইবে। অন্য-শাস্ত্রে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগললীলা পল্লবিত-পুষ্পিতভাবে উল্লিখিত থাকিতে পারে কিন্তু গীতাশাস্ত্রে সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল ভজনের কথা যে, অতি সূক্ষ্মরূপে সুগোপ্যভাবে সুরক্ষিত

আছে, ইহা তর্কাতীত বস্তু। এই সুনিশ্চিত ধারণায় পরতত্ত্ব-লীলা অনুসন্ধানের বিষয় হয়।

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধ গীতামৃতং মহৎ॥"

সর্ব-উপষিদ্—গাভী সদৃশ; গোপালনন্দন—দোহনকারী; বৎসঃ—পার্থ; ভোক্তা—সুধীগণ; দুগ্ধ—গীতামৃতম্।

"সুধী" শব্দের অর্থ, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ নিষ্কাষণ করিতেছেন "সুষ্ঠুধ্যানকারী"। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়,—"শ্যামমেব পরং রূপ, পুরী মধুপুরী বরা। বয়ঃ কৈশোরকঃ ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ"॥ অর্থাৎ নন্দ-নন্দন শ্যামসুন্দরের মেঘবর্ণ শ্যামলবরণই শ্রেষ্ঠরূপ; মধুপুরীই শ্রেষ্ঠাপুরী; বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর বয়সের মধ্যে প্রাক্-যৌবন কৈশোর বয়সই ধ্যেয় অর্থাৎ নিরন্তরারাধ্য; চিন্ময়রসভেদ মধ্যে আদ্য অর্থাৎ মধুর শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১০৬ শ্লোক)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায়রামানন্দ সংলাপ হইতেও জানিতে পারা যায়;—

"ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যানই—প্রধান॥"

অতএব গীতামাহাত্ম্যে উল্লিখিত "সুধী"গণই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ যুগল সুষ্ঠুধ্যানকারী।

প্রসঙ্গক্রমে নিরমল দৃষ্টিভঙ্গীতে দর্শনকারির প্রতি অক্ষরেই অন্তর নিহিত বিকশিত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-স্বরূপ দর্শন বর্ণনা করা যাইতেছে।

"মায়াবাদাচার্য্য শ্রীযাদব প্রকাশের ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ খণ্ডের মন্ত্রাংশ "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিনী"র "কপ্যাসং" শব্দের মর্কটের অপান প্রদেশের সহিত তুলনা করিয়া শ্রীপুণ্ডরীক ভগবানের চক্ষুর্দ্বয় বর্ণনা শ্রবণ করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীরামানুজ অত্যন্ত ছাত্রাবস্থায়েই ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণাকুল লোচনে "কপ্যাসং" শব্দের "কং" জলং পিবতীতি "কপিঃ" "সূর্য্যের" এবং 'অস্' ধাতু বিকসনার্থ বলিয়া "আস" শব্দের "বিকসিত" এইরূপ অর্থ সিদ্ধ করিলেন। ইহাতে "কপ্যাসং" শব্দের অর্থ 'সূর্য্য বিকসিতং' হইতেছে। অতএব মন্ত্রাংশের অর্থ

"সেই সুবর্ণ বর্ণ সবিতৃমণ্ডলবর্ত্তী পরম পুরুষের নয়ন যুগল সূর্য্য বিকশিত কমল সদৃশ "কমনীয়" ব্যাখ্যা করিয়া রসহীন শুষ্ক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী মায়াবাদাচার্য্য শ্রীযাদবপ্রকাশের প্রাকৃত জ্ঞান ভূমিকার সঙ্কোচিত দর্শন স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রকার নিরমল দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতি অক্ষরে অক্ষর-বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবস্থান দর্শনই সুষ্ঠুদর্শনকারী অর্থাৎ সুষ্ঠুধ্যানকারী।"

"গীতামৃতম্"—শ্রীহরিভক্তি বিলাস মতে "অমৃত" শব্দের অর্থ "ভগবদ ভক্তিরস।" অতএব অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ কলেবর শ্রীমদ্ভবদ্গীতা-সম্পুটে চরম-উন্নত-উজ্জ্বল রস সুগোপ্যভাবে সংরক্ষিত আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত সম্বন্ধে অবহিত হইলে রসিকভক্তবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীগীতার নিগূঢ় রসতত্ত্ব স্বয়ংই প্রকাশিত হইবে।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্ ॥
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমাপুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥"

অর্থাৎ শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্যবস্তু। শ্রীবৃন্দাবনই হইতেছে তাঁহার ধাম; ব্রজবধূগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন সেই উপাসনাই সর্বোৎকৃষ্ট উপাসনা; শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই অমল-প্রমাণ এবং প্রেমই পরম-পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত, সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পর আদর, অন্যমতে আদর নাই। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য হইতেছে সর্বগুহ্যতম তত্ত্ব—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাস্বাদন।

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ গীঃ ৫।১৮।

"সমদর্শী"—সর্বদেহে শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তি হইতে উদ্ভূত একই স্বরূপ বিশি জীবাত্মা বাস করেন বলিয়া আত্মদর্শীই—"সমদর্শী।"

"সম"—"ময়া লক্ষ্ম্যা সহ বর্ততে ইতি" ভগবান্ অর্থাৎ লক্ষ্মীসহ সর্বজীব হৃদ যিনি পরিদৃষ্ট হন। সেইরূপ অংশ ও স্বরূপ-শক্তিসমন্বিত অত্যদ্ভুত চমৎকার "**লীলা**

কল্লোলবারিধি; তুলনারও তুলনা অতুলনীয় মধুর "প্রেম" মণ্ডিত পরিকর; ত্রিজগন্মানসাকর্ষি "মুরলী" কলকূজিত; অসমানোর্দ্ধ "রূপশ্রী" লাবণ্য-ললিত-ভঙ্গিম চমৎকৃত-চমৎকার বিস্ময় বিমোহিত (রতি-মদন বিমোহিত); চরাচর অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রাসরসিক পূর্ণতম পুরুষ "রসো বৈ সঃ" শ্রীকৃষ্ণ ব্যষ্টিসমষ্টি জীব হৃদয়ে "পরমাত্মা" রূপে অবস্থান করিতেছেন, কেবল তাহাই নহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণ সহিত এবং গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণকারী মুক্তজীবাত্মাগণ সহ নিত্য মহারাস-লীলা করিতেছেন—প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে বিলোকনকারী সাধুগণই—"সমদর্শী"।

বিশুদ্ধ সত্বদর্শনে—"সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে ঝলমল। সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল"॥

নিরমল = মলশূন্য = ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছাদি মলরহিত।

"সর্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশং সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি জড়-উপাধিশূন্য হইয়া বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি-অহঙ্কারাদি দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই ভাব-ভক্তি।

"বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে— ···" শ্লোকের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মুক্ত জীববৃন্দের সহিত জীব হৃদয়ে রাসলীলা ব্যাখ্যা দর্শনে বৈষ্ণব-সাহিত্য জগতে অমূল্য সম্পদ উদ্ঘাটন-কারী পণ্ডিত প্রবর শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় গুহ্য-গুহ্যতর-সর্বগুহ্যতম তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণে শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর "অচিন্ত্যভেদাভেদ" সিদ্ধান্তের অনুকূলে নানা ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর "সারার্থবর্ষিণী" টীকা, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ "গীতাভূষণ" ভাষ্য, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "বিদ্বদ্রঞ্জন" টীকাভাষ্য, শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী মহারাজ "অনুভূষণ" টীকা, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যাস্বামী "মর্মানুবাদ" প্রকাশ দ্বারা ভক্তিমার্গে দিব্যালোক সম্পাত করিয়াছেন। এই সব মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই দীনের উপলব্ধি "অমৃতবর্ষিণী" নাম্নী ভক্তিবিবৃতি এই সঙ্গে সন্নিবেশিত হইল।

শ্রীগীতাশাস্ত্রের "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোক পাঠ করিয়া প্রায় সকলেই বলেন যে "শরণাগতি"ই শ্রীগীতার চরম শিক্ষা—কিন্তু গীতায় অন্যত্র "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" ৪।১১ শ্লোকের "প্রপদ্যন্তে' শব্দ দ্বারা কামনা-বাসনামূলক প্রবৃত্তি বা ভজন বা শরণাগতি বুঝায়; অন্যত্র "দৈবীহ্যষা···। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" ৭।১৪ শ্লোকের "প্রপদ্যন্তে" শব্দেও শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ বুঝায়। অতএব উল্লিখিত "প্রপদ্যন্তে"র সহিত "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" এই সর্বগুহ্যতম চরমশ্লোকে কথিত "শরণং" বা প্রপত্তি শব্দের পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য কোথায় প্রদর্শিত হইতেছে?

সংসার সমুদ্রে পতিত কাম-ক্রোধাদিরূপ হাঙ্গর-কুম্ভীরাদি দ্বারা কবলিত দুর্বাসনা-রূপ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ত্রিতাপদগ্ধ নিরাশ্রিত বদ্ধজীব মুক্তিলাভের জন্য সর্বশক্তিমান্, সর্বাশ্রয়, সর্বকল্যাণকর, মঙ্গলময়, অশোক, অভয়, অমৃতাধার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলে বা আশ্রয় গ্রহণ করিলে "পাপ" কেন আশ্রিত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে? "যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ" যাঁহার নাম শ্রবণ করিলেই জীব নির্মল বা পাপমুক্ত হয়। সেই পরম পবিত্র, সর্বাশ্রয়, সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রিত জীবের "পাপ মুক্তি"র জন্য অভয় প্রদান এবং তাহার শোকনিবারণের জন্য কেনইবা প্রতিজ্ঞা করিতে হইতেছে?

ইহার উত্তরে বলা যায় যে,—শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ভূভার হরণ এবং নিজ প্রেম-মাধুর্য্য লীলা আস্বাদন বাসনায় বর্ণাশ্রমধর্মানুগত নরদেহ গ্রহণ করিয়া, আর্য্যপথ অর্থাৎ স্বামীপুত্রাদি পরিবারবর্গের সেবা পরিবর্জনকারী তাঁহার অতিগোপ্য মধুর কান্তারস-লোলুপ মধুপ সদৃশ গোপীগণের আপাত দৃষ্টিতে সমাজ শৃঙ্খলতা উল্লঙ্ঘনরূপ "প্রতীয়মান পাপ" হইতে মুক্ত করিবার জন্যই আশ্বাস দিতেছেন এবং শোক করিতে নিবারণ করিতেছেন; এই চরম সর্বগুহ্যতম জ্ঞান অতি নিগূঢ়ভাবে নির্দেশ করিতেছেন ইহাই উপলব্ধির বিষয়। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের পূর্ণ প্রকাশ আদর্শ প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য পিতা-মাতা, স্বামী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগরূপ আপাত প্রতীয়মান সর্বপাপকে স্বীকার করা গোপীগণের চরিত্র ব্যতীত অন্য কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় নাই। অতএব শ্রীগীতার চরম এবং সর্বগুহ্যতমতত্ত্ব—

একমাত্র **শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সেবাই** সিদ্ধান্ত সার।

অবশেষে জানাইতেছি, মদীয় সন্ন্যাস গুরু বিশ্ববিশ্রুত জার্মাণ, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ-বিদেশে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সিদ্ধান্ত সম্বলিত শ্রীরূপানুগধারায় শ্রীশ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারক প্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন গোস্বামী মহারাজের বিশেষ স্নেহাশীষপুষ্ট প্রবীন প্রাজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র সিংহ মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক শ্রম-স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বিশেষ বিচারবিশ্লেষণাদি দ্বারা পরিদর্শন এবং সংশোধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুত অশোকরঞ্জন লাহিড়ী B. Sc.; B. A. (Cal); ডাঃ শ্রীযুত মোহিত রঞ্জন লাহিড়ী M.B.,B.S.; D.T.M. & H.; D.C.P.; M.A. M.S. (Vienna) এবং ডাঃ শ্রীযুত সুনীলরঞ্জন লাহিড়ী B.Sc. (Hons.); M,B ,B.S. (Cal); M.D (U S.A) মহোদয়গণ স্বধামগতা মাতৃদেবী শ্রীমত্যা শান্তিবালা দেব্যা এবং স্বধামগত পিতৃদেব শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ লাহিড়ী মহোদয়ের আত্মার সন্তোষ সম্পাদনার্থ পূর্ণানুকূল্য বিধান দ্বারা এই গ্রন্থ প্রকাশ পূর্বক নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ চরণ সরোজে সমর্পণ করিয়া এ দীন ব্যক্তিকে নিত্যকালের জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থ মুদ্রণ-সেবা সৌষ্ঠবকারী নিউ কমলা প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন ঘোষ মহাশয় বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ-প্রকাশের সাহায্য করিয়াছেন, তাহার জন্য ইঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গ্রন্থের গুরুত্ব অনুধাবনে কাগজ এবং মুদ্রণের দুর্মূল্য সত্ত্বেও সাধারণের গ্রহণযোগ্য সঙ্কোচিত মূল্য ধার্য্য করা হইল। বিক্রয় লব্ধ অর্থ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় ব্যয়িত হইবে।

মাদৃশ ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে এই প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র বুঝিয়াও আমার উপলব্ধি সুধীসমাজ সমীপে সংস্থাপনের লোভ সম্বরণ সম্ভবপর হয় নাই তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পরন্তু সুধীগণ শুভাশীষ প্রদান-

পূর্বক আমার অনর্থরাশি বিমোচন করিয়া শ্রীভক্তিরসামৃত বারিধিতে অবগাহনের পরম সৌভাগ্য প্রদানে পরমোপকার সাধন করুন। ইহাই আকাঙ্ক্ষা। ইতি

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তি বারিধিপুরী
শ্রীশ্রীপুরীগৌড়ীয় মঠ, রাণাঘাট।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা
শুক্লা দ্বিতীয়া ; সোমবার
ইং ১৮ই জুলাই ১৯৭৭

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—মাহাত্ম্যম্

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্ ।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জ্জিতঃ ॥১॥
গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ ॥২॥
মলনির্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে ।
সকৃদ্‌গীতাম্ভসি স্নানং সংসার-মলনাশনম্ ॥৩॥
গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥৪॥
ভারতামৃত-সর্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্ ।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৫॥
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৬॥
এবং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব ।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥৭॥

অমর বাণী

(চলার পথে মনে রেখো)

WATCH

Watch = টেঁক ঘড়ি (Time-Piece) = Punctuality ও Regularity কে লক্ষ্য করে।

Punctuality = সময় নিষ্ঠা, Regularity = নিয়ম নিষ্ঠা, সতর্কতা = Vigilence, জাগরণ = Keeping awake, to be on the watch, Watchfulness (জাগ্রদবস্থা) অর্থাৎ "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরাণ্ নিবোধত।"

W = watch for words = (বাক্য বেগ দমন) = বাক্য = বাক্য

A = ,, ,, Actions = (বাহ্য-ইন্দ্রিয় দমন,—দম) = কায়

T = ,, ,, { Thoughts (মনোবেশ দমন) = মন
{ Tongue (জিহ্বাবেগ দমন) = কায়

C = ,, ,, Character (নীতি, ধর্ম, স্বভাব Mental or Moral nature)

H = ,, ,, Heart (হৃদয়, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, পরদুঃখপরতা)
"কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখ দুঃখী সনাতনম্"
i.e. Alertness for the spiritual upliftments.

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগম্,
জিহ্বাবেগং উদর উপস্থ বেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥" (শ্রীরূপ গোস্বামী)

W = for words = বাক্য সংযম, সংযত বাক্য, শ্লীলতাযুক্ত বাক্য। অসদালাপ হইতে বিরত থাকা।

A = ,, Action = সংযত ক্রিয়া = অসৎ কার্য হইতে নিবৃত্তি থাকা

T = ,, { Thought = সংযত চিন্তা = অসৎ চিন্তা হইতে বিরত থাকা।
{ Tongue = রসনা জয় = সাত্ত্বিক আহার—অমেধ্য ভোজন ত্যাগ।

C= ,, Character = সংযত হৃদয়, সংযত চরিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্র, সৎচরিত্রবান্, প্রশান্ত।

H= ,, Heart = প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, পরার্থপরতা, পরদুঃখকাতরতা, উদার হৃদয়তা = নীচক্ষুদ্র স্বার্থপরচিন্তা পরিহার করা।

গোস্বামী কে

(ক) যিনি নিজের সৎ আচরণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন "গোস্বামী" তিনি।

(খ) যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত "তিনিই গোস্বামী"

(গ) যিনি "গো" শব্দে ইন্দ্রিয়গণকে সর্বকারণের কারণ শ্রীগোবিন্দ সেবায় সর্বদা নিযুক্ত রাখেন, তিনিই "গোস্বামী"।

(ঘ) বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ, যিনি দমন করিয়াছেন, তিনিই "গোস্বামী"।

কায়-মন-বাক্যবেগ দমনের ফল—শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ গুণ-লীলা কীর্তন।

H^3

H^3 = Hands, Head (Mind), & Heart.

Hands = হস্ত অর্থাৎ কর্ম।

Head (mind) = মন অর্থাৎ স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন।

Heart = অন্তঃকরণ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, পরার্থপরতা, পরদুঃখকাতরতা।

হস্ত দ্বারা কাজ কর।

মস্তক অর্থাৎ মনের দ্বারা পরাৎপর বস্তুর ধ্যান, ধারণা, স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন কর।

হৃদয়ের দ্বারা প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, পরার্থপরতা, পরদুঃখে দুঃখী হওয়া এবং জীবকে ভালবাস।

পরাক্-বৃত্তি দ্বারা কৃষ্ণবিমুখ হইয়া বহির্মুখ জগতে মায়ার সংসারে জীব ভোগ-প্রমত্ত হইয়া ত্রিতাপ দগ্ধ হইতে থাকে।

প্রত্যঙ্-বৃত্তি দ্বারা অন্তর্মুখ জগতে যোগমায়ার কৃপায় কৃষ্ণসেবাপর বিলাস-বৈচিত্র্য লীলারস জীব আস্বাদন করে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধিপুরী মহারাজ

অভিমত

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বারিধি পুরীমহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮শ অধ্যায় নিহিত সর্ব্বগুহ্যতম নিগূঢ় তত্ত্ব সমীক্ষা ও অমৃতবর্ষিনী টীকা পাঠ করিবার সৌভাগ্য লাভে নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" মহারাজ তাঁহার শ্রীগুরুদত্ত গৌর প্রেমার্ণবে চির নিমগ্ন থাকিয়া উপলব্ধ সত্য ও অমৃত পরিবেশণ দ্বারা ভক্ত-হৃদয় রূপানুগ মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণে রাগানুগা ব্রজরসভাবিত করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। ইহা তাঁহার ধর্ম ও শাস্ত্রে অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভাবগম্ভীর জ্ঞান ও অনুভূতির সুষ্ঠু ব্যঞ্জনা মাত্র। শ্রীগুরু-কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাব্যতীত এই অমৃতের, ব্রজমহিমার বক্তা ও শ্রোতার উদয় সম্ভব নয়। ইহা স্মরণ করিয়া শ্রীমন্ মহারাজকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাইতে প্রাণে আকাঙ্খা জাগিতেছে।

সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দানুভব করুন।

তাং সন ১৩৮৪
২৭শে আষাঢ়
শ্রীএকাদশী

ডাঃ শ্রীনিত্যগোপাল কুণ্ডু
রাণাঘাট, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

১৮শ অধ্যায়

(গুহ্য-গুহ্যতর-সর্বগুহ্যতম-তত্ত্ব সমীক্ষা)

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥ ১॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ, (অর্জ্জুন কহিলেন) মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) হৃষীকেশ! (হে হৃষীকেশ!) কেশিনিসূদন! (হে কেশিনিসূদন্!) সন্ন্যাসস্য (সন্ন্যাসের) ত্যাগস্য চ (ও ত্যাগের) তত্ত্বম্ (তত্ত্বকে) পৃথক্ (পৃথক্‌রূপে) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)।১।

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্‌রূপে জানিতে ইচ্ছা করি।১।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—সন্ন্যাস-জ্ঞান-কর্মাদির ত্রিবিধত্ব মুক্তির নির্ণয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে গুহ্যসারতমা যে ভক্তি এই কথা বলা হইয়াছে।

পূর্বাধ্যায়ে 'মোক্ষকামিগণ কর্মের ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া 'তৎ' এই নাম উচ্চারণ করিয়া নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, গীঃ— ১৭।২৫।—এই ভগবানের বাক্যে 'মোক্ষাকাঙ্ক্ষী'-শব্দে সন্ন্যাসীই কথিত হয়, অন্যে বা যদি অন্যেই হয় অর্থাৎ যদি সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য না করিয়া অন্যকেই লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে 'আত্মবান্ হইয়া সমস্ত ফলত্যাগ পূর্বক বৈদিক কর্ম্ম আচরণ কর' গীঃ১২।১১—তোমার কথিত সেই সর্বকর্মফলত্যাগিগণের সে ত্যাগ কি প্রকার? সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাসই বা কি? এইরূপে বিবেকবান্ জিজ্ঞাসু অর্জ্জুন বলিলেন—'সন্ন্যাসস্য' ইত্যাদি। 'পৃথক্'—যদি "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগ" এই শব্দদ্বয়ের ভিন্ন অর্থ থাকে, তবে সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্ জানিতে ইচ্ছা করি। যদি উহাদের একই অর্থ হয় অর্থাৎ তোমার বা অন্যের মতে তাহারা একার্থক হয় তাহা হইলেও উহা পৃথক্‌ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। হে "হৃষীকেশ"

—তুমিই আমায় বুদ্ধির প্রবর্তক, অতএব এই সন্দেহ তোমারই প্রেরণায় জন্মিয়াছে। 'কেশিনিসূদন'—তুমি যেরূপ কেশিকে নাশ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমার এই সন্দেহও বিনাশ কর, এই ভাব। 'মহাবাহো'—তুমি অতি বলশালী, আমি কিঞ্চিন্মাত্র বল-সম্পন্ন। এই অংশে সাম্যহেতু তোমার সহিত আমার সখ্য সম্বন্ধ, কিন্তু তোমার সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মের সহিত নহে। এই নিমিত্ত তোমার প্রদত্ত কিঞ্চিৎ সখ্যভাবের হেতুই আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইয়াছি ॥১॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার সমুদায় অর্থ ভগবান্ শ্রীহরি এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে উল্লেখপূর্বক ভক্তি ও শরণাগতির রহস্য-তত্ত্ব বলিতেছেন, —"মনে মনে সমস্ত কর্ম ভগবানের উপর সমর্পণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরম সুখেই বাস করেন' ইত্যাদি বাক্যে 'সন্ন্যাস' শব্দের দ্বারা কি বলা হইল। এবং "কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া" ইত্যাদি বাক্যোক্ত 'ত্যাগ' শব্দের দ্বারা শ্রীভগবান্ কি বলিলেন। এই সব বিষয়ে সন্দিগ্ধ অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন —'সন্ন্যাসস্যেতি'। সন্ন্যাস ও ত্যাগ দুইটি শব্দ শৈল ও তরু শব্দের মত বিজাতীয় অর্থযুক্ত? অথবা কুরু-পাণ্ডব শব্দের মত সজাতীয় অর্থযুক্ত? যদি প্রথমটি অর্থাৎ পরস্পর বিজাতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাস ও ত্যাগের পৃথক্ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। যদি দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ সজাতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তাহার ভেদক কি অবান্তর উপাধিমাত্রই ভেদ হইবে। তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি। হে মহাবাহো! শ্রীকৃষ্ণ! হৃষীকেশ! এই সংবোধন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক এই হেতু তুমিই (শ্রীকৃষ্ণই) আমার সন্দেহ উত্থাপন করিতেছ। আর তুমি কেশিনিসূদন! এই জন্য তুমি আমার সন্দেহ কেশিদানবের ন্যায় বিনাশ কর ॥১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—ভক্তিই যে সমস্ত কর্মের মঙ্গলময় চরমফল, ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নির্গুণ-ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্য্যাকার্য্য বিবেক ও

সগুণ নির্গুণ বিচার দ্বারা ভক্তির চরম ফলত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতাশাস্ত্রের এরূপ গূঢ় তাৎপর্য্যই পূর্ব মহাজনগণ কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত সমস্ত উপদেশই সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল, তাহা শ্রবণান্তর অর্জ্জুন মহাশয় সংক্ষেপে উপসংহাররূপ ঐ সমস্ত তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ'— এই দুই শব্দের তাৎপর্য্য পৃথক্‌রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥১॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান্ সর্বকর্ম সমর্পণকে 'সন্ন্যাস' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন; আবার কর্মফলাসক্তি ত্যাগকেও 'ত্যাগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এস্থলে অর্জ্জুন সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, হে ভগবন্! শৈল ও তরু যেমন বিজাতীয়, সেইরূপ 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ, শব্দ কি বিজাতীয় অথবা 'কুরু' ও 'পাণ্ডব' শব্দের ন্যায় সমজাতীয়? যদি বিজাতীয় হয়, তাহা হইলে উভয়ের পার্থক্য জানিতে ইচ্ছা করি; আর যদি সজাতীয় হয়, তাহা হইলে উভয়ের অন্তরে উপাধিমাত্র যে ভেদ আছে, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি। হে মহাবাহো কৃষ্ণ! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! তুমি যখন হৃষীকেশ, তখন বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক বলিয়া, আমার এই সন্দেহ উত্থাপন তুমিই করিতেছ; আবার তুমি কেশিনিসূদন, সুতরাং কেশি নামক দৈত্যের নাশের ন্যায় আমার এই সন্দেহ বিনাশ কর।

শ্রীভগবান শ্রীগীতায় কোন কোন স্থলে 'কর্মসন্ন্যাস' এবং কোন স্থলে "সর্বকর্ম-ফল-ত্যাগ" উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশদ্বয়ের মধ্যে আপাততঃ বিবদমান বিষয়ের সামঞ্জস্য করিবার মানসে শ্রীমদর্জ্জুন "ত্যাগ" ও "সন্ন্যাস" শব্দদ্বয়ের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

'কেশিনিসূদন'—শ্রীভগবান কংস প্রেরিত কেশী-নামক এক মহান্ অশ্বাকৃতি দৈত্যের সহিত যুদ্ধে, সক্রোধ-মুখব্যাদন পূর্বক সমীপাগত সেই অসুরের মুখবিবরে স্বীয় বামহস্ত প্রবেশ করাইয়াছিলেন। কেশী উহা চর্বণ করিতে উদ্যত হইলে

উত্তপ্ত লৌহের তাপ অনুভব করিল এবং ক্রমশঃ ঐ দুরন্ত দানব সাতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল ॥ ১ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—গীতাশাস্ত্রের প্রথম ছয় অধ্যায়ে ভক্তিই যে সমস্ত কর্মের মঙ্গলময় চরম ফলের শিক্ষা তাহা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্য্যাকার্য্য বিবেক, সগুণ ও নির্গুণ বিচারে শুদ্ধা ভক্তিই চরমফল তাহার বিষয় বলা হইয়াছে। অর্জুন পুনরায় সংক্ষেপে সমস্ত জানিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! সন্ন্যাস ও ত্যাগের মধ্যে পার্থক্য কি? ইহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

অমৃতবর্ষিণী—শ্রীঅর্জ্জুন ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে যুদ্ধাভিলাষী আত্মীয় স্বজনকে অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত শোকমোহযুক্ত অবস্থায় শ্রীভগবান কৃষ্ণকে বলিলেন —হে কৃষ্ণ! যুদ্ধাভিলাষী গুরুবর্গ, আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুষ্ক হইতেছে, শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব নিপতিত হইতেছে, ত্বক্ পরিদগ্ধ হইতেছে চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে, সমুপস্থিত দুর্লক্ষণ সমূহ দেখিতেছি। যাঁহাদের লইয়া রাজ্যভোগ তাঁহারা অর্থাৎ আচার্য্যবর্গ পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ. মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র প্রভৃতি সকলে রণস্থলে হত হইলে লাভ কি হইবে? অধিকন্তু কুলক্ষয় হইলে কুলধর্ম নষ্ট হইবে, কুলধর্ম নষ্ট হইলে, কুলস্ত্রীসকল কুলটা হইয়া যাইবে এবং বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হইবে। কুলধর্ম, জাতিধর্ম ও আশ্রমধর্ম বিলুপ্ত হইলে মানব সকল পাপকার্য্যে লিপ্ত থাকিবে। এবংপ্রকার অনুশোচনাময় বাক্য বলিয়া শোকাকুলচিত্তে অর্জ্জুন সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্বক রথোপরি উপবেশন করিলেন।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ অশ্রুপূর্ণাকুললোচন মোহপ্রাপ্ত বিষন্নবদন, কার্পণ্যদোষে অভিভূত অর্জ্জুনের মোহ বিনাশ এবং স্বধর্মে-স্থিত হইবার জন্য শ্রীগীতায় প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্মযোগের মাধ্যমে ভক্তিই চরম ফল, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নির্গুণ ভক্তির স্বরূপ এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, নির্গুণ বিচার দ্বারা ভক্তির চরম ফলত্ব সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বলিলেন। তাহা মোহাবস্থায় শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবানের

মনোভাব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! তুমি বুদ্ধির প্রেরকরূপে প্রেরণা প্রদানপূর্বক অন্তরে সন্দেহ জাগাইয়াছ। হে কেশিনিসূদন! তুমি কেশি নামক দৈত্যের বিনাশের ন্যায় আমার সন্দেহ অসুর দমন কর। আমি 'সন্ন্যাস' ও "ত্যাগ" এই দুই শব্দের তাৎপর্য্য পৃথকরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গুহ্য, গুহ্যতর, এবং সর্বগুহ্যতম বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীঅর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে, যথাজ্ঞানে অবস্থান করিয়াছি, এখন তোমার আদেশ পালন করিব ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, (শ্রীভগবান্ বলিলেন) বিচক্ষণাঃ (নিপুণ) কবয়ঃ (পণ্ডিত সকল) কাম্যানাং কর্মণাং (কাম্যকর্ম সমূহের) ন্যাসং (স্বরূপতঃ ত্যাগকে) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস বলিয়া) বিদুঃ (জানেন) সর্বকর্মফল ত্যাগং (সর্বকর্মফল ত্যাগকে) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বলেন)॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—নিপুণপণ্ডিতগণ কাম্যকর্মসমূহের স্বরূপতঃ ত্যাগকে "সন্ন্যাস" এবং সর্বকর্মের ফলত্যাগকে "ত্যাগ" বলিয়া থাকেন॥ ২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—প্রথমে প্রাচীন মত আশ্রয় করিয়া "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগ" শব্দদ্বয়ের ভিন্ন অর্থ বলিতেছেন—"কাম্যানাম্" ইত্যাদি। 'পুত্র কামনায় যজ্ঞ করিবে,' 'স্বর্গ-কামনায় যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি কামনা দ্বারা বিহিত কাম্যকর্মসমূহের স্বরূপ ত্যাগই 'সন্ন্যাস' জানিবে; কিন্তু কাহারও স্বরূপতঃ ত্যাগ নাই, এই ভাব। নিত্যকর্ম-সমূহেরও ফল—'কর্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়', 'ধর্ম করিলে পাপের অপনোদন হয়,'—এই সব শ্রুতিসকলই প্রতিপাদন করেন। অতএব ফলের অভিসন্ধি রহিত হইয়া সকল কর্মের অনুষ্ঠানই "ত্যাগ"। কিন্তু সন্ন্যাসশব্দে ফলাভিসন্ধি-

রহিত হইয়া সমস্ত নিত্য কর্মের করণ, আর কাম্যকর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ,—এই ভেদ জানিতে হইবে ॥২॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—এইভাবে অর্জ্জুন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'কাম্যানামিতি,' "পুত্রকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে" এবং "স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে।" এই প্রকার কাম্যফলের বোধক বাক্যদ্বারা বিহিত পুত্রেষ্টি ও জ্যোতিষ্টোমাদি কর্মসমূহের ন্যাস অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ 'সন্ন্যাস' বলিয়া জানেন কিন্তু নিত্যকর্ম অগ্নিহোত্রাদির ত্যাগ, সন্ন্যাস নহে। সেই সমস্ত বিষয়ে বিচক্ষণগণ কিন্তু সমস্ত কাম্যকর্ম ও নিত্যকর্মের ফলের ত্যাগই সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন কিন্তু স্বরূপতঃ উহাদের ত্যাগকে সন্ন্যাসরূপ ত্যাগ বলেন না। নিত্যকর্ম-সমূহেরও ফল আছে, যেহেতু শ্রুতিতে আছে—"কর্মের দ্বারা পিতৃলোক (প্রাপ্তি হয়) এবং ধর্মের দ্বারা পাপকে নাশ করিতে পারা যায়"। যদিও "প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনা করিবে" "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে" ইত্যাদিতে "পুত্রকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদির ন্যায় ফল বিশেষ শুনা যায় না, তথাপি "বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি বিধিবাক্য যেমন কিছু ফল সূচনা করে, সেইরূপ নিত্যকর্মেও মানিবে অন্যথা ঐ সমস্ত সৎকার্য্যে কোন ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি আসিবে না, এই আপত্তি দুষ্পরিহর হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই—কাম্যকর্মাদির স্বরূপতঃ ত্যাগ এবং নিত্যকর্মসমূহের ফলত্যাগই 'সন্ন্যাস' শব্দের প্রকৃত অর্থ। সমস্ত কর্মের ফলের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করিয়াই অনুষ্ঠান করাই প্রকৃত "ত্যাগ" শব্দের অর্থ। পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে (এইরূপ যজ্ঞাদিতে) তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা থাকায় অপ্রবৃত্তি-দুষ্পরিহরতা আপত্তি খণ্ডিত হইল ॥২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—কাম্যকর্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মকে নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠান করাই 'সন্ন্যাস'। নিত্য-নৈমিত্তিক ও সর্বপ্রকার কাম্যকর্ম অনুষ্ঠান করিয়াও সর্বকর্মের ফল ত্যাগ করার নামই 'ত্যাগ'। বিচক্ষণ কবিসকল এইরূপ সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য বলিয়াছেন ॥২॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলিতেছেন —কাম্যকর্মাসক্ত ব্যক্তিগণের জন্য বিহিত—'পুত্রকামী পুত্রেষ্টি যাগ করিবে,' 'স্বর্গকামী জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি কর্মসমূহের স্বরূপতঃ ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ 'সন্ন্যাস' বলেন; কিন্তু নিত্যকর্ম-ত্যাগ নহে। আর বিচক্ষণগণ কিন্তু সকল কাম্যকর্মের ও নিত্যকর্মের ফলত্যাগকেই সন্ন্যাস লক্ষণ ত্যাগ বলেন কিন্তু স্বরূপতঃ ত্যাগ বলেন না। নিত্যকর্মের ফল আছেই। কর্মের দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়, ধর্মের দ্বারা পাপের বিনাশ হয়, ইত্যাদি শ্রুতি আছে। যদিও 'অহরহ সন্ধ্যা উপাসনা করিবে', 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদিতে 'পুত্রকামী পুত্রেষ্টি যাগ করিবে' ইত্যাদির ন্যায় ফল বিশেষ শুনা যায় না, তথাপি 'বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদিতে বিধি কিছু ফল দিবেই। অন্যথা পুরুষের প্রবৃত্তির উপপত্তি হয় না। কিঞ্চিৎ ফল-কামনা-দুষ্পরিহারেরও আপত্তি আসে। অতএব কাম্যকর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ, কিন্তু নিত্যকর্মের ফল-ত্যাগ 'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থ বা তাৎপর্য্য। আর সকল কর্মের ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান কেবল 'ত্যাগ' শব্দের অর্থ। পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা থাকায়, অপ্রবৃত্তির দুষ্পরিহরতাই খণ্ডিত হইল।

শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, পণ্ডিতগণের নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম ত্যাগ না করিয়া, কেবল কাম্য-কর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগই 'সন্ন্যাস' এবং বিচক্ষণ বা নিপুণ মানবগণের মতে কাম্য ও নিত্য-নৈমিত্তিক সর্বকর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ না করিয়া কেবল ফলত্যাগই 'ত্যাগ' শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। শাস্ত্রেও বিভিন্ন স্থানে এই উভয় প্রকার অনুশাসন আছে। কিন্তু এ-স্থলে শ্রীভগবানের মত বা তদীয় ভক্ত-ভাগবতগণের মত জানিতে পারিলেই প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, অধিকারীভেদে ও অবস্থাভেদে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। কামিপুরুষগণের পক্ষে কর্মযোগ, কর্মফলবিরক্ত ও কর্মত্যাগিপুরুষগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং ভাগ্যক্রমে মহৎ-কৃপাবলে ভগবৎ কৃপায় শ্রদ্ধাযুক্ত কিন্তু বিষয়-

নির্বেদরহিত হইলেও অত্যাসক্তি নাই, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়। এ-বিষয়ে ভাঃ—১১।২০।৬-৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সাধারণতঃ-প্রথমে বদ্ধজীব কর্মাধিকারে থাকে, সেই অবস্থা হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানাধিকারে আরোহণ করাইবার নিমিত্তই কর্মফল-ত্যাগ ও কর্মসন্ন্যাসের উপদেশ। প্রথমতঃ কাম্যকর্মত্যাগের অভ্যাস করতঃ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহের ফলত্যাগপূর্বক অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানারূঢ় হইলে তাহার কর্মাধিকার বিগত হয়। এবং তখন সকল কর্মই ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। এমন কি, 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যস্যেৎ'-বিচারে জ্ঞানের সিদ্ধিতে জ্ঞানও সম্যক্ পরিত্যক্ত হয়। ভক্তের কিন্তু ভক্তির সিদ্ধিতে কর্মী, জ্ঞানীর ন্যায় ভক্তির ত্যাগ হয় না, পরন্তু সুষ্ঠুভাবে যাজিত হইতেই থাকে। এইজন্য শ্রীভগবান্ শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন,—"তাবৎ কর্মানি কুর্ব্বীত" (১১।২০।৯) ও "জ্ঞান-নিষ্ঠো বিরক্তো বা" (১১।২০।২৮) শ্রীভগবান্ গীতায়ও বলিয়াছেন—"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" (৩।১৭) এবং এই অধ্যায়ে পরেও বলিবেন—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" (১৮।৬৬) ইত্যাদি। বশিষ্ঠের বাক্যেও পাওয়া যায়,—"ন কর্মাণি তজ্যেৎ যোগী কর্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসাবিতি" অর্থাৎ যোগী কর্মত্যাগ করিবে না, কর্মই তাহাকে তাহাকে ত্যাগ করিবে। তবে যে, সর্বত্র সকলকে কর্ম-ত্যাগের উপদেশ না দিয়া কেবল কাম্যকর্ম ত্যাগ বা অন্য সমুদয় কর্মের ফল-ত্যাগ বিহিত হইয়াছে, তাহার কারণ বদ্ধজীব সাধারণতঃ কাম্য-কর্মাসক্ত সুতরাং তাহাদিগকে প্রথমেই কর্মত্যাগ উপদেশ দিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না।

ক্রমপন্থায় ফলত্যাগ অভ্যাস হইলে চিত্তবিশুদ্ধিতে আত্মরতি প্রাপ্ত হইলে কর্মত্যাগ সম্ভব। এইজন্য শ্রীভগবান্ পূর্বেও বলিয়াছেন,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ" গীঃ—৩।২৬, এই শ্লোকের টীকায়ও শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"অজ্ঞজনের পক্ষে ফলত্যাগ মাত্রই "ত্যাগ" শব্দের অর্থ, কর্মত্যাগ নহে।" এতদ্বারা ইহাও জানিতে হইবে যে, নির্গুণ, কেবলা-ভক্তিতে অধিকার হইলে কিন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—সর্বকর্মই ত্যাগরূপ সন্ন্যাস করিতে হয়। এই অধ্যায়ের শেষে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তি পাদ বলিবেন যে, যাদৃচ্ছিক মহৎ কৃপায়

অনন্যভক্তিতে অধিকার লাভ হইলে, নিত্যকর্ম অকরণে কোন পাপ বা প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা তো নাই-ই ; পরন্তু তখন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করিলে মদাজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু পাপ হইয়া থাকে। এস্থলে নিত্যকর্ম বলিতে কর্মমার্গীয় নানা দেবোদ্দেশক সন্ধ্যা-বন্দনাদি বুঝাইতেছে, এবং নৈমিত্তিক-কর্ম অর্থে পিতৃ-দেবযজনাদিরূপ ধর্মকৃত্য বুঝায় ; উহা ত্যাগ করিয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৃষ্ণৈকশরণরূপ অনন্যভক্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন। এস্থলে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-স্মৃতি-সংরক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের সঙ্কলিত 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকার' পাঠে জানিতে পারি যে, অনন্যশরণ শ্রীকৃষ্ণভক্ত যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহাদের পক্ষে পিতৃ-দেবার্চনাদি কর্ম বেদাদি কোন শাস্ত্রে বা লোক ব্যবহারে কোথাও বিহিত হয় নাই ; বরং পিতৃ-দেবার্চনাদি অনুষ্ঠিত হইলে অনন্যশরণ ভক্তগণের সেবা-নামাপরাধ ঘটে। ঐ গ্রন্থে বহু প্রমাণের দ্বারা তিনি ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল-অর্চনের দ্বারা প্রসন্ন হইলে, অন্য কর্মসকলের অকরণে কৃষ্ণসেবী কৃতীর কোন প্রত্যবায় হয় না, পরন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত যাবতীয় মঙ্গল বা কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন।

বর্তমান শ্লোকের তাৎপর্য্য বিচার করিতে গিয়া তিনি 'সন্ন্যাসের' অর্থ-বিচার-প্রসঙ্গে উত্তর গীতার—"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কর্ম ত্রিবিধমুচ্যতে। সন্ন্যাসঃ কর্মণাং ন্যাসো ন্যাসী তদ্ধর্মমাচরন্।"—শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই "নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যভেদে কর্ম তিন প্রকার বলিয়া কথিত হয়। কর্মসকলের ন্যাস বা বর্জনকে 'সন্ন্যাস' কহে, সেই ন্যাস-ধর্ম আচরণকারী "সন্ন্যাসী"।

"ত্যাগ" শব্দের তাৎপর্য্য-বিচারে লিখিয়াছেন—"নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ দ্বারা "সন্ন্যাস" হয় বলিয়া কথিত এবং নিত্যাদি সকল কর্মের অপরিত্যাগে সর্বকর্মের ফল পরিত্যক্ত হইলেই "ত্যাগ" হয়—ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

এস্থলে ইহাও লক্ষিতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণৈকশরণব্যক্তি কি প্রকারে গোবিন্দ-শরণমূলে ফলত্যাগপূর্বক সকল কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ॥ ২ ॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী— শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন— কাম্যকর্ম অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত কৃতকর্মগুলি, প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মকে নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠান করার নামই 'সন্ন্যাস'। এবং নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মসকল অনুষ্ঠান করিয়াও কর্মের ফলত্যাগকেই "ত্যাগ" বলে। অধিকারীভেদে এবং অবস্থাভেদে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথমে বদ্ধজীব কর্মাধিকারে থাকিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম-সমুদয়ের ফলত্যাগপূর্বক অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধিক্রমে আত্মরতিতে জ্ঞানমার্গে আরূঢ় হইয়া কর্মত্যাগের অধিকারী হয়। "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ"। জ্ঞানও পরিত্যক্ত হয়। ভক্তের কিন্তু ভক্তির সিদ্ধিতে কর্মী ও জ্ঞানীর ন্যায় ভক্তির ত্যাগ হয় না। যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে কৃষ্ণ-ভক্ত অনন্যভক্তিতে নিত্য-কর্ম (দেবতার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যা, উপাসনাদি), নৈমিত্তিক-কর্ম (পিতৃ দেবযজনাদি) পরিত্যাগ করিলে কোন পাপ হয় না। বরং ঐ কর্মদ্বয় অনুষ্ঠান করিলে শ্রীকৃষ্ণআজ্ঞার লঙ্ঘনহেতু ভক্তগণের সেবা-নামাপরাধ ঘটে। ॥ ২ ॥

অমৃতবর্ষিনী— শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন— ভোগমূলক কাম্য-কর্মাদি পরিহার করিয়া বর্ণ ও আশ্রমোচিত নিত্য অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনা-উসাসনা ও নৈমিত্তিক-কর্ম বিধিপূর্বক নিষ্কামভাবে আচরণ করার নামই "সন্ন্যাস"। নিত্য-নৈমিত্তিক এবং সকল প্রকার কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও ফল প্রাপ্তির ইচ্ছা রহিত হওয়ার নাম "ত্যাগ"।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে নিমিত্ত করিয়া অধিকারিভেদে এবং অবস্থাভেদে কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন।

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"। (গীতা ৪।১৩)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র গুণের এবং কর্মের বিভাগ দ্বারা আমাকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কামিপুরুষের পক্ষে "কর্মযোগ", কর্মফলবিরক্ত এবং কর্মত্যাগি পুরুষের পক্ষে "জ্ঞানযোগ" এবং মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষের পক্ষে "ভক্তিযোগ" বর্ণিত হইয়াছে। বদ্ধজীব প্রথমাবস্থায় কর্মাধিকারে থাকে।

ভোগমূলক কাম্যকর্মসকলের ত্যাগ অভ্যাস করিতে করিতে ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহের ফলত্যাগ অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানারূঢ় হয়। জ্ঞানারূঢ় হইলে কর্মাধিকার বিদূরিত হয়। জ্ঞানের সিদ্ধিতে জ্ঞানও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ভক্তির সিদ্ধিতে কর্মী, কেবল জ্ঞানীর ন্যায় ভক্তির ত্যাগ হয় না; বরং নবধাভক্তি সুষ্ঠুভাবে পালিত হইতে থাকে। "নেহ যৎ কর্ম-ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥" (ভাঃ ৩।২৬।৫৬) অর্থাৎ ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম ধর্মার্থকামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্মের জন্য সাধিত না হয়, আবার যে ধর্ম নিষ্কাম হইয়া ভোগবাসনার বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার যে বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণ ধারণ বৃথা। (শ্রীমদ্ভাগবত এখানে বহির্মুখ কর্মের নিন্দাই করিলেন।)

"ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাঃ ১।২।৮)

যদি মনুষ্যগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও তাহা শ্রীভগবান্ এবং ভাগবতের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তিরূপা রুচি না হয়, তাহা হইলে স্বধর্মানুষ্ঠান বৃথাশ্রম মাত্র। (এখানে বহির্মুখ ধর্মের নিন্দাই করিলেন)।

ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হি স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১।২।৯)

বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞানপর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্যধর্ম, তাহার ফল ত্রৈবর্গিক অর্থ নহে। আপবর্গিক ধর্মের যে অব্যভিচারী অর্থ তাহার ফলে বিষয়-ভোগ বিহিত হয় নাই।

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ। (ভাঃ ১।২।১০)

বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয় তর্পণ নহে। যতদিন জীবন থাকে, ততদিন কামের

সেবা করা যায়। অতএব ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই জীবের একমাত্র মুখ্য প্রয়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক-ধর্মানুষ্ঠানদ্বারা এ জগতে যে স্বর্গাদিলাভ প্রসিদ্ধি আছে, তাহা প্রয়োজন নহে।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব লহরী)

অনুকূলভাবে কৃষ্ণ বিষয় অনুশীলনই উত্তমা-ভক্তি। এই প্রকার ভক্তিতে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্মদ্বারা আবৃত নহে।

অতএব নিত্য-নৈমিত্তিক এবং কাম্য-কর্মসমূহের ত্যাগরূপ যে "সন্ন্যাস" এবং সর্বকর্মের ফল-ত্যাগরূপ যে "ত্যাগ" ইহার উদ্দেশ্য স্বরূপ বিস্মৃত মনুষ্যকে স্বরূপ জ্ঞান ভক্তি-উন্মুখী করা। "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি। শাণ্ডিল্য সূত্র ॥২॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯॥

অন্বয়—সর্বত্র (প্রাকৃতবস্তু মাত্রে) অসক্তবুদ্ধিঃ (আসক্তিশূন্য বুদ্ধি) জিতাত্মা (সংযত চিত্ত) বিগতস্পৃহঃ (নিস্পৃহ) [জনঃ] সন্ন্যাসেন (স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ দ্বারা) পরমাং (শ্রেষ্ঠ) নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং (নৈষ্কর্মরূপা সিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)। ৪৯॥

অনুবাদ—প্রাকৃত বস্তুমাত্রে আসক্তিশূন্য বুদ্ধি, সংযত চিত্ত ও নিস্পৃহ ব্যক্তি নৈষ্কর্ম্যরূপ পরমা সিদ্ধি লাভ করেন॥ ৪৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—এইরূপ হওয়ার কর্মে দোষাংশ সমূহ—কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাভিসন্ধান-লক্ষণ দোষাংশসমূহ ত্যাগকারী সেই প্রথম সন্ন্যাসীর কালক্রমে সাধনের পরিপাকে বলিতেছেন—'অসক্তবুদ্ধিঃ'—সমস্ত প্রাকৃত বস্তুসমূহে "ন সক্তা" —আসক্তি রহিত বুদ্ধি যাঁহার তিনি, অতএব 'জিতাত্মা—বশীকৃত চিত্ত, "বিগতস্পৃহ —বিগতা—ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অবস্থিত সুখসমূহেও যাঁহার স্পৃহা নাই তিনি; এবং

তাহার পর "সন্ন্যাসেন"—কর্মসমূহের স্বরূপতঃই ত্যাগে নৈষ্কর্ম্যের "পরমাং"—শ্রেষ্ঠা সিদ্ধি 'অধিগচ্ছতি'—প্রাপ্ত হন। যোগের আরূঢ়দশায় তাহার নৈষ্কর্ম্য অতিশয়ভাবে সিদ্ধ হয় ॥ ৪৯ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—এইভাবে যোগের চরমসীমায় আরুরুক্ষু ব্যক্তি একনিষ্ঠ হইয়া জ্ঞানগর্ভ কর্মনিষ্ঠার দ্বারা নিজের আত্মস্বরূপ অনুভব করিয়া তারপর কর্মনিষ্ঠাকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করিবে। ইহাই বলা হইতেছে —"অসক্তেতি"। আত্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুতে আসক্তিশূন্য হইয়া, কারণ স্বীয় আত্মানন্দের আস্বাদনের দ্বারা মনকে বশ করিয়াছে। অতএব আত্মাতিরিক্ত নানাবিধ আনন্দেতে স্পৃহাশূন্য হইবে। যাহারা আত্মানন্দ-আস্বাদনের প্রতিবন্ধক সেই সকল কর্মকে সন্ন্যাসের দ্বারা অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্যাগের দ্বারা নৈষ্কর্ম্যলক্ষণরূপা সিদ্ধিকে যোগরূঢ় হইয়া লাভ করে। ইহাই তৃতীয়াধ্যায়ে আমাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে,—"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদির দ্বারা ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—প্রাকৃত বস্তুতে আসক্তিশূন্যবুদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত ও ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত, সুখাদিতেও নিস্পৃহ হইয়া আরুরুক্ষু ব্যক্তি স্বরূপতঃ কর্ম ত্যাগপূর্বক নৈষ্কর্ম্যরূপা পরমা সিদ্ধি লাভ করে। ॥ ৪৯ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, সনিষ্ঠ আরুরুক্ষু যোগী জ্ঞানগর্ভ কর্ম-নিষ্ঠার দ্বারা নিজস্বরূপ অনুভব করার পর স্বরূপতঃ কর্মনিষ্ঠা ত্যাগ করিবেন। আত্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুতে অসক্তবুদ্ধি, যেহেতু তিনি জিতাত্মা অর্থাৎ স্বীয় আত্মানন্দ আস্বাদনের দ্বারা মনকে বশীকৃত করিয়াছেন অতএব তাঁহার বিষয়স্পৃহা বিগত হইয়াছে; অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত বস্তুসাধ্য নানাবিধ আনন্দে স্পৃহাশূন্য হইয়াছেন। স্বীয় আত্মানন্দ ফলে বিক্ষিপ্ত কর্মসমূহের সন্ন্যাসের দ্বারা অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্যাগের দ্বারা নৈষ্কর্ম্যলক্ষণা পরমাসিদ্ধি প্রাপ্ত হন, তখন তিনি যোগরূঢ় হন। এইরূপই শ্রীগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, "যিনি কিন্তু আত্মাতেই রত" ইত্যাদির দ্বারা ॥ ৪৯ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—কিভাবে কর্ম করিলে দোষাংশকে পরিত্যাগ করিয়া গুণাংশ গ্রহণ করা যায়, তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—প্রাকৃতবস্তুতে আসক্তিশূন্যবুদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত, ব্রহ্মলোক লাভ পর্য্যন্ত সুখাদিতে নিস্পৃহ এইরূপ আরুরুক্ষু সনিষ্ঠজ্ঞানগর্ভনিষ্ঠার দ্বারা স্বরূপ অনুভূত হওয়ার পর কর্মনিষ্ঠ স্বরূপতঃ ত্যাগ দ্বারা উৎকৃষ্ট নৈষ্কর্ম্যরূপ পরমা সিদ্ধি (ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগ্যতারূপ সিদ্ধি) লাভ করেন।। ৪৯ ।।

অমৃতবর্ষিণী—সাত্ত্বিক ত্যাগ দ্বারাই অনাসক্ত বুদ্ধি হওয়া সম্ভব হয় অর্থাৎ আসক্তি ও কর্মফল ত্যাগপূর্বক কর্মবুদ্ধিতে নিত্যকর্মের ক্রিয়াকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে; সত্ত্বগুণসম্পন্ন, অচঞ্চলবুদ্ধি, সংশয়রহিত সাত্ত্বিক ত্যাগী, দুঃখপ্রদকর্মে দ্বেষ করেন না, সুখদায়ক কর্মেও আসক্ত হন না এবংপ্রকার অনাসক্ত বুদ্ধি; নিরহঙ্কার অর্থাৎ বহু সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়াও দম্ভহীন এবং নিস্পৃহ অর্থাৎ উত্তম অধম বস্তুতে আকাঙ্ক্ষারহিত হওয়ার নাম নিস্পৃহ; যম অর্থাৎ শম-দম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহারাদি অর্থাৎ যোগ কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা নৈষ্কর্ম্যরূপ পরমা সিদ্ধি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগ্যতারূপ সিদ্ধি লাভ করেন।। ৪৯ ।।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যে প্রকারে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) আপ্নোতি (লাভ করেন) যা (যাহা) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরানিষ্ঠা (শ্রেষ্ঠগতি) তথা (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই) নিবোধ (শ্রবণ কর)।। ৫০ ।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত জীব যে প্রকারে জ্ঞানের পরনিষ্ঠা-রূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর।। ৫০ ।।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—এবং তাহার পর যে প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়—ব্রহ্মের অনুভব হয়, এই অর্থ। যে সমস্ত যোগে অজ্ঞানের 'নিষ্ঠাপরা'—পরম অন্ত এই অর্থ।

নিষ্ঠা অর্থে নিষ্পত্তি, নাশ, অন্ত—অমরকোষ। অবিদ্যা-উপরত অর্থাৎ নিবৃত্তপ্রায় হইলে বিদ্যারও উপরমের আরম্ভে যে প্রকারে জ্ঞানের সন্ন্যাস বলিয়া ব্রহ্ম অনুভব করেন তাহা বুঝিয়া লও; এই অর্থ ॥ ৫০ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—'সিদ্ধিমিতি'। বিহিত-কর্মের দ্বারা হরিকে আরাধনা করিয়া হরির প্রসাদ-জনিত সর্বকর্ম-ত্যাগপর্য্যন্ত আত্মধ্যান-নিষ্ঠাকে লাভ করিয়া যেই প্রকারে স্থিত হইয়া ব্রহ্মলাভ করা যায়—অর্থাৎ যাহাতে আটটিগুণ আবির্ভূত হয়, এই প্রকার স্বরূপ অনুভব করে, তাহা সংক্ষেপে আমি বলিতেছি। আমার নিকট জানিয়া লও। জ্ঞানের যাহা পরানিষ্ঠা অর্থাৎ পরেশ-বিষয়ক জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা তোমাকে আমি বলিতেছি—তাহাও শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করতঃ—জীব যেরূপে জ্ঞানের পরানিষ্ঠারূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাহা সংক্ষেপতঃ বলিতেছি ॥ ৫০ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্, সিদ্ধি-প্রাপ্তির পর যেরূপ ব্রহ্মলাভ ঘটে, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছেন। স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম বিহিত-কর্মের দ্বারা শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়া মানব তাঁহার অনুগ্রহে সর্বকর্ম-ত্যাগাত্মক আত্মধ্যাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়; এবং যে প্রকারে অবস্থিত হইলে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আবির্ভাবিত গুণাষ্টক স্বরূপ অনুভব করে, তাহাই সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণপূর্বক অবগত হও। জ্ঞানের যা পরানিষ্ঠা অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞাননিষ্ঠা, তোমাকে আমি বলিতেছি, তুমি তাহাও অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম-সিদ্ধি লাভ করতঃ যে প্রকারে ব্রহ্মে অনুভব লাভ করা যায় এবং ব্রহ্মানুভূতিই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

অমৃতবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জুনকে ১৭শ অধ্যায়ে শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগে শ্রদ্ধা, প্রকৃতি, আহার, যজ্ঞ, তপস্যা (কায়িক, বাচিক, মানসিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক তপস্যা), দান প্রভৃতি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে বর্ণনার দ্বারা

সাত্ত্বিকেরই শ্রেষ্ঠত্ব বা উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। "ওঁ তৎ সৎ" ব্রহ্ম নির্দেশক নাম-তত্ত্ব বর্ণনা করেন। সাত্ত্বিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী "ওঁ তৎ সৎ" এই বিষ্ণুনামোচ্চারণ মুখেই যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন ইত্যাদি নিগূঢ়তত্ত্ব-বাণী বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে উদ্ধব সংবাদে—দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম, কারক, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি, নিষ্ঠা প্রভৃতি সকল ভাবই ত্রিগুণময়। দৃষ্ট, শ্রুত এবং চিন্তিত যে সকল ভাব, প্রকৃতি ও পুরুষে অবস্থিত আছে, সমস্তই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিগুণাত্মক। নির্গুণতাই সংসার হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়।

ত্রিগুণ জয় সম্বন্ধেও শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন—

"এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসোগুণকর্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্যগুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে" ॥ ভাঃ ১১।২৫।৩২

হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি বিশেষ নিষ্ঠার অনুশীলনে হৃদয়-জাত যাবতীয় গুণসমূহকে স্বীয় অধিকারে অর্থাৎ ভক্তিযোগের দ্বারা জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি মন্নিষ্ঠ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন।

জ্ঞান-কর্মাদি ব্যবধান-রহিত যে ভক্তি তাহাই নির্গুণা। "আমার আশ্রিত নির্গুণ" (ভাঃ ১১।২৫।২৬), "মদ্বিষয়ক সুখ নির্গুণ" (ভাঃ ১১।২৫।২৯) "আমার শ্রদ্ধা নির্গুণা" (ভাঃ ১১।২৫।২৭)।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ ভেদে 'ত্যাগ' তিন প্রকার। কর্মসিদ্ধির পক্ষে পাঁচটী কারণ "অধিষ্ঠান"—(দেহ), "কর্তা"—চিৎ ও জড়ের গ্রন্থি (অহঙ্কার), "করণং"—(চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল); "পৃথক্ চেষ্টা" (প্রাণ ও অপানাদির শারীরিক ও মানসিক উদ্যম পৃথক্ ব্যাপারসমূহ), "দৈবং"—(সকলের প্রেরক ও অন্তর্য্যামী) প্রভৃতি ব্যতীত কোন কর্মই অনুষ্ঠিত হয় না।

জ্ঞান, কর্ম, কর্তার সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক গুণ-ভেদে অভিমান তিন প্রকার কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের জ্ঞান, কর্ম ও কর্তৃত্বাভিমান ত্রিগুণাতীত।

বুদ্ধি ও ধৃতি—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার।

সুখ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার।

সত্ত্ব, রজঃ ও তম ভেদে তিন প্রকার গুণের দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম নিরূপণ হইয়াছে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে স্বভাবজ দৃষ্টাদৃষ্ট সকল কর্ম দোষযুক্ত হইলেও পরিত্যাজ্য নহে।

অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত, সেই প্রকার সকল কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত। (গীঃ ১৮।৪৮)

প্রাকৃত বস্তুতে আসক্তি-শূন্যবুদ্ধি, জিতাত্মা, ব্রহ্মলোক লাভ প্রভৃতি সুখাদিতে স্পৃহাশূন্য আরুরুক্ষু ব্যক্তি আত্মানন্দ আস্বাদনের প্রতিবন্ধক কর্মসকলের সন্ন্যাসের দ্বারা অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা যোগারূঢ় হইয়া নৈষ্কর্ম্যরূপা পরমসিদ্ধিকে লাভ করে। (গীঃ ১৮।৪৯) ইত্যাদি।

জ্ঞানোপদেশ প্রদানের পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করিয়া জীব যেপ্রকারে জ্ঞানের পরনিষ্ঠারূপ ব্রহ্মকে লাভ করে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর॥ (গীঃ ১৮।৫০) ।৫০॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১॥
বিবিক্তসেবী লঘবাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩॥

অন্বয়—বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (সাত্ত্বিকী বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) ধৃত্যা (ধৃতির

দ্বারা) আত্মানম্ (মনকে) নিয়ম্য চ (নিয়মিত করিয়া) শব্দাদীন্ (শব্দ প্রভৃতি) বিষয়ান্ (বিষয় সমূহকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) রাগদ্বেষৌ (রাগ ও দ্বেষ) ব্যুদস্য চ (বিদূরিত করিয়া) বিবিক্তসেবী (নির্জনবাসী) লঘ্বাশী (মিতাহারী) যতবাক্কায়মানসঃ (কায়, বাক্য ও মন সংযত করিয়া) নিত্যং (নিত্য) ধ্যানযোগ-পরঃ (ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ যোগযুক্ত হইয়া) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য সম্যক্ আশ্রয় করিয়া) অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং (বল), দর্পং (দর্প) কামম্ (কামনা) ক্রোধং (ক্রোধ) পরিগ্রহং (দানাদি গ্রহণ) বিমুচ্য (ত্যাগ পূর্বক) নির্মমঃ (মমত বিহীন হইয়া) শান্তঃ (পরম উপশম প্রাপ্ত ব্যক্তি) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রাহ্মনানুভব নিমিত্ত) কল্পতে (সমর্থ হন) ॥ ৫১—৫৩ ॥

অনুবাদ—বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া মনকে ধৃতির-দ্বারা নিয়মিত করিয়া শব্দাদি-বিষয় পরিত্যাগপূর্বক বিগত রাগ-দ্বেষ, বিবিক্তসেবী, লঘুভোজী, সংযত কায়-বাক্য-মানস, ধ্যানযোগ ও বৈরাগ্যের আশ্রিত এবং অহঙ্কার, বল,দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগপূর্বক নির্মম ও উপশম প্রাপ্ত পুরুষ ব্রহ্ম-অনুভবের যোগ্য হন।

৫১—৫৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—'বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া'—সাত্ত্বিকী বুদ্ধিদ্বারা, 'ধৃত্যা'—সাত্ত্বিকী ধৈর্য্যদ্বারা, 'আত্মানম্'—মনকে, 'নিয়ম্য'—সংযত করিয়া, 'ধ্যানেন'—ভগবানের চিন্তার দ্বারাই যে শ্রেষ্ঠযোগ তৎপরায়ণ, অর্থাৎ তাহাই আশ্রয় করিয়া, 'বলং'—কামের রাগযুক্ত, কিন্তু সামর্থ্য নহে ; অহঙ্কারাদি পরিত্যাগপূর্বক—ইহাই অবিদ্যার উপরম, 'শান্তঃ'—সত্ত্বগুণের ও উপশান্তিযুক্ত—ইহা কৃতজ্ঞানসন্ন্যাস, এই অর্থ—'জ্ঞানও আমাকে সংন্যস্ত করিবে'—এই একাদশ স্কন্ধের (ভাঃ ১১।২৯।১), উক্তি—অজ্ঞান ও জ্ঞানের উপরম ব্যতীত ব্রহ্মের অনুভব অস্বীকৃত হয়, এইভাব। 'ব্রহ্মভূয়ায়'—ব্রহ্মের অনুভবে 'কল্পতে'—সমর্থ হন। ॥ ৫১—৫৩ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—সেই বিষয় বলা হইতেছে—"বুদ্ধ্যোতি" সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং সাত্ত্বিক ধৃতির দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অর্থাৎ সমাধির যোগ্য করিয়া শব্দাদি বিষয়গুলিকে পরিত্যাগপূর্বক অর্থাৎ তাহাদিগকে বশীকৃত করিয়া

রাগদ্বেষ ও তাহাদের হেতুকে দূরীকরণ করিয়া অর্থাৎ দূর হইতে পরিহার করিয়া, নির্জনে অবস্থান করিয়া অর্থাৎ বিবিক্তসেবী হইয়া, পরিমিতাহারী হইবে এবং বাক্ প্রভৃতিকে ধ্যেয় ঈশ্বরাভিমুখী করিবে। সেই নিত্য ধ্যান-যোগপরায়ণ অর্থাৎ হরি-চিন্তনে রত হইতে হইবে। আত্মাভিন্ন বস্তুমাত্র—বিষয়ে বৈরাগ্য লইয়া, অহঙ্কার—দেহাভিমান, বল সেই অভিমানের বৃদ্ধিজনক বাসনা, তজ্জনিত গর্ব। প্রারব্ধ-শেষবশতঃ লব্ধ ভোগ্যবস্তুসমূহে কামনা অর্থাৎ অভিলাষ। অন্যকর্তৃক সেই ভোগ্যবস্তুগুলি অপহৃত হইলে তাহাতে ক্রোধ। পরিগ্রহ—সেইগুলি আঁকড়াইয়া থাকা। এইসব অহঙ্কারাদি বিমোচন করিয়া মমতাশূন্য হইবে। এইরূপ হইলে গুণাষ্টকবিশিষ্ট-আত্মরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ হয় তাহা অনুভব করে। শান্ত অর্থাৎ তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করা ॥ ৫১—৫৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া মনকে ধৃতি-দ্বারা নিয়মিত করতঃ শব্দাদিবিষয়সকল পরিত্যাগপূর্বক বিগত-রাগদ্বেষ, বিবিক্তসেবী, লঘুভোজী, সংযতকায়, বাঙ্মানস, ধ্যানযোগ ও বৈরাগ্যের আশ্রিত এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, ও পরিগ্রহ হইতে পরিমুক্ত, নির্মম ও শান্ত পুরুষ—অষ্টগুণস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভব সমর্থ হন। ॥ ৫১—৫৩ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—জীবের জ্ঞানের পরা নিষ্ঠারূপ ব্রহ্মলাভের প্রকার বলিতেছেন। বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইয়া এবং তাদৃশ ধৃতির দ্বারা মনকে নিয়মিত অর্থাৎ সমাধিযোগ্য করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ পরিত্যাগ পূর্বক অর্থাৎ তাহাদের নিকটে থাকিলেও বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করতঃ নির্জ্জনে বাসপূর্বক, পরিমিত আহারী হইয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে ধ্যেয়-বস্তুর অভিমুখী যিনি করিতে পারেন, তিনি নিত্য ধ্যানযোগপর অর্থাৎ সর্বদা হরিচিন্তনপর হইয়া আত্মেতর বস্তু বিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করতঃ দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার, বাসনারূপ বল এবং তদ্রূপ দর্প, প্রারব্ধ শেষ বলিয়া উপাগত ভোগ্য-বিষয়ে যে কাম অর্থাৎ অভিলাষ এবং সেগুলি অন্যের দ্বারা অপহৃত হইলে যে

ক্রোধ, পরিগ্রহমূলক কর্ম ইত্যাদি বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ মমতাশূন্য হইয়া অষ্টগুণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ লাভের যোগ্য হন অর্থাৎ ব্রহ্মানুভব করেন।

এস্থলে লক্ষিতব্য বিষয় এই যে যাঁহারা শ্রীগীতার উপদিষ্ট ব্রহ্মানুভবের যোগ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কিন্তু পূর্বোল্লিখিত সাধনা অবশ্যই করণীয়। কেবলমাত্র 'সোঽহং' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার অভিমান করিলেই জীবের ব্রহ্মভূত হইবার অধিকার হয় না।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্মেও পাই—"উক্ত প্রকার পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত থাকিয়া, এবং সাত্ত্বিক ধৃতি দ্বারা অর্থাৎ সেই বুদ্ধিকে নিয়ম্য অর্থাৎ নিশ্চল করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহকে পরিত্যাগপূর্বক এবং সেই বিষয়সমূহে রাগ ও দ্বেষ পরিহার করতঃ। 'বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইয়া' ইত্যাদি বাক্যসমূহের তৃতীয় শ্লোকস্থ 'ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য হন' এই বাক্যের সহিত অন্বয়। আরও পাওয়া যায়, বিবিক্তসেবী অর্থে পবিত্র স্থানে বাসকারী, মিতভোজী, এই উপায় সমূহের দ্বারা বাক্য, মন সংযত করিয়া সর্বদা ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্ম সংস্পর্শ-রূপ যে যোগ, সেই যোগপর হইয়া এবং ধ্যান যাহাতে অবিচ্ছিন্ন থাকে, সেই হেতু পুনঃ পুনঃ দৃঢ় বৈরাগ্যকে সমাশ্রয় করতঃ তারপর আমি বিরক্ত ইত্যাদি অহঙ্কার, বল অর্থাৎ দুরাগ্রহ দর্প অর্থাৎ যোগবলে বিপথে গমনের প্রবৃত্তি, প্রারব্ধবশে অপ্রাপ্য মার্গেও বিষয়গুলিতে যে কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ বিশেষভাবে ত্যাগ করিয়া বলপূর্বক উপস্থিত বিষয়েও মমতা শূন্য হইয়া পরম উপশম লাভ করিয়া 'ব্রহ্মভূয়' অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থানের যোগ্য হইয়া থাকেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঋষভ দেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্ত সেবয়া প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাভিজয়েন সধ্র্যক্।
সচ্ছ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ শশ্বদসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্॥"
সর্বত্র মদ্ভাববিচক্ষণেন জ্ঞানেন বিজ্ঞান বিরাজিতেন।
যোগেন ধৃত্যুদ্যমসত্ত্বযুক্তো লিঙ্গং ব্যপোহেৎ কুশলোঽহমাখ্যম্॥"

(৫।৫।১২-১৩)॥ ৫১—৫৩॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—সাত্ত্বিকী বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিকী ধৃতিদ্বারা মনকে সংযত করিয়া শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া রাগ-দ্বেষ বিসর্জ্জন পূর্বক পবিত্র নির্জ্জন নিবাসী, মিতাহারী হইয়া যিনি কায়মনোবাক্যে ইষ্টবস্তুতে অভিনিবেশপূর্বক সর্বদা ভগবদ্ চিন্তাপরায়ণ এবং বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক দেহাত্মাভিমান, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, দানাদি গ্রহণ ও পরিত্যাগপূর্বক স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতাশূন্য নির্মম, শান্ত অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞানের উপরতি বিশিষ্ট হন। সেই মানবই ব্রহ্মানুভবে সমর্থ হয় ॥ ৫১-৫৩ ॥

অমৃতবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগ" শব্দের পার্থক্য সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার পর, সংক্ষেপে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন এবং যাহা জ্ঞানের চরমগতি বা প্রাপ্তি তাহা বলিতেছেন। ইতঃপূর্বেই প্রকৃতি, আহার, যজ্ঞ, কায়িক-বাচিক-মানসিক তপস্যা, দান প্রভৃতির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ বর্ণনার পর সাত্ত্বিকেরই শ্রেষ্ঠত্ব ও উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। "ওঁ তৎসৎ" ব্রহ্মনির্দ্দেশক নাম-তত্ত্বও বলিয়াছেন। ১৮।৬৩ শ্লোকে "গুহ্যাদ্ গুহ্যতর ময়া" এবং পরে সর্বগুহ্যতমের বাক্যও উল্লেখ করেন। 'গুহ্য' 'গুহ্যতর' এবং 'গুহ্যতম' শব্দের দ্বারা কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন ?

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।১১ শ্লোকে "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ব্রহ্মপ্রতীতি অসম্যক্, পরমাত্মপ্রতীতি আংশিক ও ভগবৎ প্রতীতি পূর্ণ॥

ইদানীং গীতায় ১৮।৫১-৫৩ শ্লোকে "ব্রহ্মভূয়ায়" উল্লেখ করায় "ব্রাহ্মপ্রতীতি" গুহ্য কথাই বুঝাইতেছেন ॥ ৫১—৫৩ ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়—ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত) ন শোচতি

(শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষাও করেন না) সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) সমঃ (সমদর্শী) [হইয়া] পরাম্ (প্রেমলক্ষণযুক্ত) মদ্ভক্তিং (আমার ভক্তি) লভতে (লাভ করেন) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন বস্তুর জন্য শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরা অর্থাৎ প্রেমলক্ষণযুক্ত মদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তাহার পর উপাধির অপগম হইলে "ব্রহ্মভূত,"—চৈতন্য আবরণ রহিত হওয়ায় ব্রহ্মরূপ এই অর্থ গুণসমূহের মালিন্য অপগম হওয়ায়। 'প্রসন্নাত্মা'—প্রসন্ন যে আত্মা তিনি, তারপর পূর্বদশায় অবস্থিতের ন্যায় নষ্ট বিষয়ের জন্য শোক এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না,—দেহাদিতে অভিমান না থাকায় এই ভাব। 'সর্বেষু ভূতেষু'—ভদ্র ও অভদ্র সকল ভূতেই বালকের ন্যায় 'সমঃ'—বাহ্য অনুসন্ধান না থাকায় এই ভাব। তারপর ইন্ধন রহিত অগ্নির ন্যায় জ্ঞানের শান্তি হইলেও জ্ঞানের অন্তর্ভূত শ্রবণ কীর্তনাদিরূপ আমার অনশ্বরা ভক্তি লাভ করেন। ভক্তি আমার স্বরূপশক্তিবৃত্তি এবং মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া অবিদ্যা ও বিদ্যার অপগমেও তাহার অপগম হয় না। অতএব 'পরাং'—জ্ঞান হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নিষ্কাম কর্ম ও জ্ঞানাদি শূন্যা—কেবলা, এই অর্থ। 'লভতে,—পূর্বে মোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানবৈরাগ্যাদিতে আংশিকভাবে অবস্থিত ভক্তির, সর্বভূতে অবস্থিত অন্তর্য্যামীর ন্যায় স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল না, এই ভাব। অতএব 'কুরুতে' এই শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 'লভতে' এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে;—মাষমুদ্গাদিতে মিলিত কাঞ্চন মণিকা যেরূপ তাহাদের নাশেও অনশ্বর বলিয়া পৃথগ্ভাবে কেবলারূপে লাভ করা যায়, তদ্রূপ। তখন সম্পূর্ণ প্রেমভক্তি লাভের প্রায় সম্ভাবনা থাকে, আর তাহার ফল সাযুজ্যও নহে। এই জন্য 'পরা'—শব্দ দ্বারা প্রেমলক্ষণা ভক্তি বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ৫৪ ॥

শ্রীবলদেব—তাঁহার ব্রহ্ম-জ্ঞানের পর লাভের বিষয় বলা হইতেছে—'ব্রহ্মেতি'—অষ্টগুণ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারী। 'প্রসন্নাত্মা'—অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ-কর্ম-

কর্মফল ও আশয়াদির (বাসনা প্রভৃতির) অপগমহেতু অতিশয় স্বচ্ছ। "নদীগুলি স্বচ্ছজলবিশিষ্ট" ইত্যাদিতে অতিবৈমল্য 'প্রসন্ন' শব্দার্থ। তিনি এবম্ভূত হইয়া আমি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর প্রতি শোক করেন না, অন্য কোন বস্তুকে কামনা করেন না। আমা ভিন্ন অন্য উচ্চ ও নীচ প্রাণীতে 'সমান বুদ্ধি'; অর্থাৎ সবই হেয়—এই বোধে সেই সব আত্মাতিরিক্ত বস্তু গুলিকে লোষ্ট্র ও কাষ্ঠের মত তিনি মনে করেন। এই রকম হইলে পরম—শ্রেষ্ঠা আমার ভক্তি লাভ করিতে থাকে অর্থাৎ 'নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা', যাহা জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা, এইরূপ আমার অনুভূতি স্বরূপ ও আমার দর্শনের সমানাকার সাধ্যা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অষ্টগুণিত স্ব-স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন; এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপ, সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না; এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তিলাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—ব্রহ্মানুভবী ব্যক্তির ব্রহ্মানুভবের পর কি ফল লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন। ব্রহ্মভূত অর্থে অষ্টগুণযুক্ত স্ব-স্বরূপের সাক্ষাৎকার। প্রসন্নাত্মা অর্থে ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, ও আশয় সমূহের নাশহেতু অতিশয় স্বচ্ছ। নদীর যেমন প্রসন্ন সলিল, সেইরূপ—প্রসন্ন শব্দের অর্থ অতিশয় বিমল। এইরূপ ব্যক্তি আমাব্যতীত অন্য কাহারও জন্য শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। আমা-ব্যতীত অন্য সমস্ত উচ্চাবচ সকল ভূতে সমভাব। হেয় ও উপাদেয় দর্শনের বিশেষ না থাকায় লোষ্ট্র ও কাষ্ঠের ন্যায় তাহাদিগকে মনে করিয়া থাকেন। এইরূপ আমাতে পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। নিষ্ঠা অর্থাৎ জ্ঞানেরও যাহা পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা, এই পূর্বোক্ত মদনুভবলক্ষণ অর্থাৎ আমার দর্শনজনিত সমানাকারূপা সাধ্যা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

বর্তমান শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভানন্তর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিবার জন্য যে পরাভক্তির প্রয়োজন, তাহাই কথিত হইতেছে। এস্থলে 'ব্রহ্মভূতঃ'—শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"ব্রহ্মে অবস্থিত"। শ্রীমদ্বলদেব বলেন,—"সাক্ষাৎকৃত

অষ্টগুণযুক্ত স্ব-স্বরূপ"। শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—"অপরিচ্ছিন্ন, জ্ঞানৈকাকারমৎ, শেষতৈকস্বভাব, আত্মস্বরূপের আবির্ভাব।" শ্রীমন্ মধ্ব বলেন—"ব্রহ্মণিভূতং"। এমন কি শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছে,—"ব্রহ্মপ্রাপ্ত" এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও পাওয়া যায়,—"যতো মনঃ স্থিতিবিষ্ণৌ ব্রহ্মভাবঃ উদাহৃতঃ।"

"ব্রহ্মভূতঃ"-শব্দে কুত্রাপি 'ব্রহ্মে'র সহিত 'জীবে'র সর্বতোভাবে সমতা উক্ত হয় নাই, তবে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমস্যাদি' প্রাদেশিক বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য কেবল চিজ্জাতীয়ত্বে সাদৃশ্যই, কিন্তু সর্বাংশে নহে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে লিখিয়াছেন,—"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি প্রাদেশিক বেদবাক্যদ্বারা জীবের পরব্রহ্মত্ব কখনই সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বই একমাত্রই পরব্রহ্ম। চিত্তত্ত্ববিশেষ বলিয়া জীবকে বস্তুতঃ ব্রহ্ম বলা যায়।

সকল শাস্ত্রেই জীবের অণুত্ব এবং শ্রীভগবানের বিভুত্ব; এবং মায়াবশ্যত্ব এও শ্রীভগবানের মায়াধীশত্ব কথিত হইয়াছে।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।
হেন-জীব ঈশ্বরসহ কহত অভেদ।"
"গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে।
হেন জীবে 'অভেদ' কর ঈশ্বরের সনে॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল পৃথু মহারাজ প্রসঙ্গে "ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাজ স্বং কলেবরম্" শ্লোকে "ব্রহ্মভূত"-শব্দের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন, "অচিদ্বৃত্তি-রহিত ভগবদনুসন্ধান পর"। এবং শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন, "শুদ্ধ চিদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়া।"

বর্তমান শ্লোকেও শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ 'ব্রহ্মভূতঃ' শব্দে বলিয়াছেন, উপাধির অপগমে অনাবৃত চৈতন্য হেতু ব্রহ্মরূপ, যেহেতু গুণমালিন্য দূরীভূত হইয়াছে।"

ব্রহ্মভূত ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই,—"জীবের আত্মা ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-আশয় সমূহের বিগমে অতি স্বচ্ছ অর্থাৎ প্রসন্নসলিল নদীর ন্যায় অতি বিমল বলিয়া এবম্বিধ অবস্থায় তিনি মদ্ব্যতীত কোন পার্থিব বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা বা বিনাশে শোক করেন না, তিনি উচ্চনীচ-সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন।" এস্থলেও দেখা যায় সর্বভূতেই তিনি সমদর্শন করেন, শ্রীভগবানের সহিত নিজের বা অপরের সমতা দর্শন না করিয়া, নিজ প্রভু শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়াই থাকেন। ব্রহ্মভূত হইলেই যদি জীব শ্রীভগবানের সহিত সমতা লাভ করিত, তাহা হইলে আর পরাভক্তি লাভের কথা থাকিত না। সেব্য ও সেবকভাব সম্বন্ধ হইতেই ভক্তির কার্য্য দেখা যায়।

এক্ষণে পরাভক্তির বিষয় আলোচনা করা যাক্। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ এই "পরাভক্তি'কে জ্ঞান হইতে অন্য—শ্রেষ্ঠ, নিষ্কাম-কর্ম্মজ্ঞানাদি উদ্ধরিত অর্থাৎ কেবলা ভক্তি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভুও—"মদনুভব লক্ষণাং মদ্বীক্ষণং সমানাকারাং সাধ্যাং ভক্তিং"কে লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীধরস্বামিপাদ—"সর্বভূতে মদ্ভাবনালক্ষণযুক্ত পরাভক্তি"কে উদ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যও বলেন,—"সর্বেশ্বর; নিখিল জগদুদ্ভবস্থিতিপ্রলয় লীলা-শীল, সমস্ত হেয় গন্ধশূন্য, অসমোর্দ্ধ, কল্যাণগুণৈকাধার, লাবণ্যামৃতসাগর, শ্রীমৎ পদ্মপলাশলোচন, নিজ প্রভু আমাতে, অত্যন্ত প্রিয়ানুভবরূপা পরাভক্তি লাভ করেন।"

কেবলাদ্বৈতবাদের আচার্য্য শ্রীশঙ্কর, আনন্দগিরি ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি সকলেই জ্ঞানলক্ষণা ভক্তিকেই 'পরাভক্তি' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, ব্রহ্মভূত হইবার পর এই ভক্তির কথা উল্লিখিত থাকায়, উহা যে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনভূতা ভক্তি নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞান অবশেষ থাকে বলিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানী

এই পরাভক্তি লাভ করিতে পারিলে, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন। ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের জন্য যে ভক্তি প্রয়োজন, তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িনী ভক্তি কিন্তু বিশেষ বা পৃথক্। ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই 'পরা' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। এস্থলে 'কুরুতে না বলিয়া যে 'লভতে' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, উহারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ ভগবদ্ভক্তের যাদৃচ্ছিক কৃপাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান লঘুকৃৎ হইলে এই পরাভক্তি লাভের সম্ভাবনা। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই যে, যখন শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নির্ণয়-প্রসঙ্গে 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সর্বসাধ্যসার' বলিয়া এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহ বাহ্য আগে কহ আর' বলিয়াছিলেন। এস্থলে ইহাকে বাহ্য বলিবার তাৎপর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"কর্ম্মোন্নত জীবোপলব্ধিতে 'অস্মিতা'—ব্রহ্মাণ্ডের অতীত বিরজা নদীতে, তথায় গুণত্রয়ের প্রাবল্যের অভাব (সাম্য বা অব্যক্তাবস্থামাত্র) আছে। অন্তরঙ্গা শক্তি-প্রকটিতা বৈকুণ্ঠ ও বহিরঙ্গা শক্তি-প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ড, এতদুভয়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক ও বিরজা-নদী। ঐ স্থানদ্বয়—জড়বিরক্ত ও জড়-নির্ব্বিশেষ জীবোপলব্ধির আশ্রয়; সুতরাং বৈকুণ্ঠ না হওয়ায় তদ্বহির্ভূত বলিয়া বাহ্য। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সর্বধর্মত্যক্ত সাধকের অনুভূতিতে বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের অনুভূতি না থাকায় তাদৃশ সাধ্যবৃত্তি জড়ভোগত্যক্ত হইলেও অচিৎ-নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদক, এজন্য উহাও বাহ্য। রামানন্দ তখন সেই ভাবকে বাহ্য সাধ্যভাব জানিয়া জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই যে তদুন্নত সাধ্য, তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিলেন!"

"এই অবস্থায়ও অস্মিতা ও তদ্বৃত্তি শুদ্ধ বৈকুণ্ঠস্থ বা বৈকুণ্ঠোদ্দিষ্ট নহে বলিয়া ইহাও বাহ্য। জড়বাধ্যতা না থাকিলেই অথবা জড়াতিরিক্ত নির্মল অনুভবপরতাতে বাস্তব সত্যবস্তুর স্বতন্ত্র ও বিশেষ উপলব্ধি না হওয়ায়, নিজানুভূতি ও নিজ মনোবৃত্তি —বহির্মুখিনী। বাস্তবিক পক্ষে, উহাও শুদ্ধজীবের সাধ্য নহে। নির্বিশেষত্ব-

কল্পনায় সচ্চিদানন্দবিশেষসমূহ সুপ্ত থাকে। তৎপূর্বে কাল্পনিক বিচারময় বাক্যসমূহও নির্বিশেষ ধ্যানমাত্র-তাৎপর্য্য বিশিষ্ট, সুতরাং তাদৃশ ভগবৎসেবা-বৃত্তিরহিত কাল্পনিক নির্বিশেষপর মুক্ত অবস্থাও বাহ্য।" ॥ ৫৪ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি ফলে নির্গুণতাক্রমে ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত অর্থাৎ স্ব-স্বরূপাবস্থাপ্রাপ্ত জীবের লক্ষণ বলিতেছেন—জীবের সাধনাদ্বারা উপাধি অপগমে জীব অনাবৃত চৈতন্য স্বরূপে অবস্থিত হয় অর্থাৎ জীবের আত্মা ক্লেশ-কর্ম বিপাক-আশয়সমূহের বিগমে অতি স্বচ্ছ প্রসন্ন সলিলসম্পন্ন নদীর ন্যায় বিমল স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি হয়। এবম্বিধ অবস্থায় নির্মলচিত্ত শুদ্ধজীব মধ্যাতীত কোন অপ্রাপ্ত পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। লব্ধ পার্থিব বস্তু নাশের জন্যও শোক করেন না। ভদ্রাভদ্র সকল প্রাণীতে বালকবৎ আসক্তি ও দ্বেষাদি জনিত চিত্ত বিক্ষেপের অভাববশতঃ সমদর্শী হইয়া আমাতে শুদ্ধজ্ঞানের অন্তর্ভূত শ্রবণ কীর্তনাদিরূপ অবিনশ্বর উত্তমা বিশুদ্ধ পরাভক্তি অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা নির্গুণা ভক্তি (যাহার ফল পঞ্চবিধ সাযুজ্যাদি মুক্তি নহে ব্রজে পঞ্চবিধ মুখ্য শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি রসে নিরন্তর পরমানন্দপূর্ণ চিন্ময় সেবাপ্রাপ্তি) লাভ করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যে ভক্তি সে ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা যায় না, এইজন্য 'পরা অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা নির্গুণা ভক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় ॥ ৫৪॥

অমৃতবর্ষিণী—"ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত বিশুদ্ধ প্রসন্নাত্মা অর্থাৎ নির্মলচিত্ত ব্যক্তি কোন কিছুরির জন্য শোকও করেন বা কোন কিছুরির জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরা অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ করেন।"

বিভিন্ন আচার্য্যগণ বিভিন্ন দৃষ্টি—ভক্তি-সুনির্মলা দর্শনে ব্রহ্মভাবোপলব্ধির ফল কি ব্যক্ত করিতেছেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন,—"তাহার পর উপাধির অপগম হইলে 'ব্রহ্মভূত'—চৈতন্য আবরণরহিত হওয়ায় ব্রহ্মরূপ এই অর্থ, গুণসমূহের মালিন্য অপগম হওয়া।"

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলিতেছেন,—'ব্রহ্মভূতঃ'—"সাক্ষাৎকৃত অষ্টগুণযুক্ত স্বস্বরূপ" অর্থাৎ অষ্টগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী।

শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—"ব্রহ্মভূতঃ"—ব্রহ্মে অবস্থিত।

শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—"ব্রহ্মভূতঃ"—"অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানৈকাকারমং, শেষতৈক-স্বভাব, আত্মস্বরূপের আবির্ভাব"।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলেন,—"ব্রহ্মণিভূত"। শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন,—"ব্রহ্মপ্রাপ্ত", ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাওয়া যায়—"স্বতো মনঃ স্থিতিবিষ্ণৌ ব্রহ্মভাবঃ উদাহৃতঃ"। "ব্রহ্মভূতঃ" শব্দে কোথাও 'ব্রহ্মে'র সহিত 'জীবে'র সর্বতোভাবে সমতা বলা হয় নাই।

শ্রীপৃথু মহারাজ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে "ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাজ স্বং কলেবরম্" শ্লোকের "ব্রহ্মভূত"-শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"অচিদ্বৃত্তিরহিত ভগবদনুসন্ধানপর" এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—"শুদ্ধ চিদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়া।"

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"প্রসন্নাত্মা" শব্দে—প্রসন্ন যে আত্মা তিনি, তারপর পূর্বদশায় অবস্থিতের ন্যায় নষ্ট বিষয়ের জন্য শোক এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না—দেহাদিতে অভিমান না থাকায়, এই ভাব।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, "প্রসন্নাত্মা"—অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ-কর্ম-বিপাক-কর্মফল-আশয়াদির (বাসনা প্রভৃতির) অপগমহেতু অতিশয় স্বচ্ছ। "নদীগুলি স্বচ্ছজলবিশিষ্ট ইত্যাদিতে অতি বৈমল্য "প্রসন্ন" শব্দার্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে "স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।" শ্লোকে "সুপ্রসীদতি" বাক্যে আত্মার সুপ্রসন্নতাই প্রকাশ পায়, অধোক্ষজ ভগবানে পরাভক্তিই আত্মার সুপ্রসন্নতা সম্পাদন করে।

অঙ্কশাস্ত্রে পাই—ক=খ, খ=গ অতএব ক=গ। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি"=অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।" "স বৈ পুংসাং

পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে"="সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।" অতএব "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা···মদ্ভক্তি লভতে পরাম্—স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো···· যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" সুতরাং "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা · মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" বাক্যের "পরাম্" শব্দের দ্বারা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসাত্মক কৃষ্ণ-ভক্তিকেই উদ্দেশ করে। "ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" বাক্যে—শোক ও কামনার অতিরিক্ত "অহৈতুক্যপ্রতিহতা"॥

"সমঃ" শব্দে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—ভদ্র ও অভদ্র সকলভূতেই বালকের ন্যায় "সমঃ"—বাহ্য অনুসন্ধান না থাকায়, এইভাব। তারপর ইন্ধনরহিত অগ্নির ন্যায় জ্ঞানের শান্তি হইলেও জ্ঞানের অন্তর্ভূত শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ আমার অনশ্বরা ভক্তি লাভ করেন। ভক্তি আমার স্বরূপশক্তিবৃত্তি এবং মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া অবিদ্যা ও বিদ্যার অপগমেও তাহার অপগম হয় না। অতএব 'পরাং'—জ্ঞান হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিষ্কামকর্ম ও জ্ঞানাদিশূন্যা —কেবলা, এই অর্থ।

"সমঃ" শব্দে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, আমি ভিন্ন অন্য উচ্চ ও নীচ প্রাণীতে 'সমান বুদ্ধি", অর্থাৎ সবাই হেয়—এইবোধে সেই সব আত্মাতিরিক্ত বস্তুগুলিকে লোষ্ট্র ও কাষ্ঠের মত তিনি মনে করেন।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ·· পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" গীতা ৫।১৮ শ্লোকের শ্রীহরিপাদ গোস্বামীর মর্ম্মানুবাদ—"সমদর্শী"—সবদেহে শ্রীভগবানের তটস্থশক্তিজাত একই স্বরূপবিশিষ্ট জীবাত্মা বাস করেন বলিয়া আত্মদর্শীই সমদর্শী। "সর্বজীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান—এই জ্ঞানে জীবকে আদর ও পরিচর্য্যা করা কর্তব্য।

"সম"—"ময়া লক্ষ্ম্যা সহ বর্তত ইতি" ভগবান্ অর্থাৎ লক্ষ্মীসহ সর্বজীব হৃদয়ে যিনি পরিদৃষ্ট হন। সেই রূপ, অংশ ও স্বরূপশক্তিসমন্বিত সর্বাদ্ভুত চমৎকার **লীলা**কল্লোলবারিধি, অতুল্য মধুর **প্রেম**-মণ্ডিত প্রিয়মণ্ডল, ত্রিজগন্মানসাকর্ষি **মুরলী**কলকূজিত, অসমানোর্দ্ধ **রূপশ্রী** বিস্মাপিত চরাচর অখিল-রসামৃতমূর্তি (রসো বৈ সঃ) পূর্ণতমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ জীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন,

শুধু তাহাই নহে; শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপী সহিত এবং গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণকারী মুক্তজীবাত্মাগণের সহিত নিত্যমহারাসলীলা করিতেছেন—প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে বিলোকনকারী সাধুগণই—"সমদর্শী"।

"পরাভক্তি" সম্বন্ধে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, "পরাং—জ্ঞান হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নিষ্কাম কর্ম ও জ্ঞানাদিশূণ্যা—কেবলা, এই অর্থ।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—"ঈদৃশঃ সন্ পরাং মদ্ভক্তিং লভতে"—"নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা" ইত্যুক্তাং মদনুভবলক্ষণাং মদ্বীক্ষণসমানাকারাং সাধ্যাং ভক্তিং বিন্দতীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ এইরকম হইলে পরমশ্রেষ্ঠা আমার ভক্তি লাভ করিতে থাকেন অর্থাৎ "নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা", যাহা জ্ঞানের চরমনিষ্ঠা এইরূপ আমার অনুভূতি স্বরূপ ও আমার দর্শনের সমানাধিকার সাধ্যাভক্তি লাভ করেন।

শ্রীধরস্বামিপাদ—"সর্বভূতে মদ্ভাবনালক্ষণযুক্ত পরাভক্তি" কে লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য বলেন—"সর্বেশ্বর, নিখিল জগদুদ্ভব স্থিতিপ্রলয় লীলাশীল, সমস্ত হেয় গন্ধশূন্য, অসমোর্দ্ধ. কল্যাণ-গুণৈকাধার, লাবণ্যমৃতসাগর, শ্রীমৎ পদ্মপলাশলোচন, নিজপ্রভু আমাতে, অত্যন্ত প্রিয়ানুভবরূপা পরাভক্তি লাভ করেন।"

শ্রীশঙ্কর, আনন্দগিরি ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদের আচার্য্যবর্গ সকলেই জ্ঞানলক্ষণা ভক্তিকেই 'পরাভক্তি' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

উপসংহারে বলিতে পারা যায়, এই শ্লোকের উদ্দেশ্য অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধির ফলস্বরূপ শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছে।

॥ ৫৪ ॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়—[সঃ—তিনি] ভক্ত্যা (সেই ভক্তির দ্বারা) যাবান্ (আমার যেরূপ বিভুত্ব বা ব্যাপকতা) যঃ চ অস্মি (ও যাহা আমার স্বরূপ) মাং (আমাকে)

তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে অর্থাৎ সেইরূপ তাত্ত্বিকভাবে) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) তদনন্তরং (তাহার পরে অর্থাৎ জ্ঞান উপরমে) ততঃ (সেই প্রেমভক্তি প্রভাবে) মাং (আমার নিত্যলীলায়) বিশতে (প্রবেশ করেন)॥ ৫৫॥

অনুবাদ—তিনি সেই পরাভক্তি দ্বারা আমার যেরূপ বিভুত্ব বা ব্যাপকতা এবং আমার যাহা স্বরূপ, সেইরূপ যথার্থস্বরূপে বা তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। বস্তুতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া সেই প্রেমভক্তিবলে আমার নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন॥ ৫৫॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—আচ্ছা, সেই লব্ধ ভক্তি-দ্বারা তখন তাঁহার কি ফল হয়? তদুত্তরে অর্থান্তর ন্যায় দ্বারা দেখাইতেছেন—'ভক্ত্যা' ইত্যাদি। আমার যেরূপ বিভুতা বা ব্যাপকতা এবং যাহা আমার স্বরূপ সেই তদ্‌পদার্থ আমাকে জ্ঞানী বা নানাবিধ ভক্ত কেবলা ভক্তি দ্বারাই তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হন। যেরূপ আমি বলিয়াছি—'কেবলা ভক্তি দ্বারাই আমি লভ্য' ভাঃ—১১।১৪।২১—যখন এইরূপ, তখন সেইভাবে প্রস্তুত সেই জ্ঞানী সেই ভক্তির দ্বারাই বিদ্যার উপরম হইলেই ভবিষ্যৎকালে আমাকে জানিয়া আমাতে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ আমার সাযুজ্যসুখ অনুভব করে, কারণ আমি মায়াতীত আর অবিদ্যা মায়া বলিয়া আমি বিদ্যাদ্বারাই জ্ঞাতব্য এইভাব। নারদ-পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে,—জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য, তপঃ, এবং কেশবে ভক্তি এই পঞ্চ পর্বই বিদ্যা। ভক্তি বিদ্যারই বৃত্তিবিশেষ। ইহা আবার হ্লাদিনী শক্তিবৃত্তি ভক্তিরই কোন অংশ বিদ্যা বিষয়ের সাফল্যের নিমিত্ত বিদ্যাতে প্রবিষ্ট, কখনও বা কর্মযোগের সাফল্যের নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। সেই ভক্তি বিনা কর্ম, যোগ ও জ্ঞানাদি কেবল শ্রমমাত্রেই পর্যবসিত হয়। যেহেতু বস্তুতঃ নির্গুণাভক্তি সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যার বৃত্তি-বিশেষ হইতে পারে না, অতএব অজ্ঞানের নিবর্তনকারিণী বলিয়া বিদ্যার কারণ, কিন্তু তৎপদার্থরূপ ভগবন্নিরূপণ ভক্তিরই কার্য্য। আরও গীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—'সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়' (১৪।১৭) অতএব সত্ত্ব হইতে যে জ্ঞান জন্মে তাহা সত্ত্বই, সেই সত্ত্বই যেরূপ বিদ্যা শব্দের অভিহিতা, তদ্রূপ ভক্তি হইতে উত্থিত যে জ্ঞান তাহা ভক্তিই। সেই ভক্তি

কোন কোন স্থলে ভক্তি-শব্দে, কোথাওবা জ্ঞান-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানকেও দুইপ্রকার বলিয়া জানা আবশ্যক। এস্থলে প্রথম (সত্ত্বজ) জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় (ভক্তিরূপ) জ্ঞান-দ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়দৃষ্টে জানা যায়। এস্থলে কেহ কেহ ভক্তিবিহীন কেবল জ্ঞানমাত্র অবলম্বন করিয়াই সাযুজ্য প্রার্থী হন। সেই জ্ঞানাভিমানিগণ ফলে কেবল ক্লেশই প্রাপ্ত হন বলিয়া অতিবিগীত অর্থাৎ অতিশয় নিন্দিত। 'অন্য কেহ কেহ ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লভ্য নহে' জানিয়া ভক্তিমিশ্রজ্ঞানে অভ্যাস করিতে করিতে মনে করেন ভগবান্ মায়োপাধি এবং ভগবদ্বপুঃ গুণময়। সেই জ্ঞানিগণ যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা বিমুক্তিমানী বলিয়া বিগীত অর্থাৎ নিন্দিত। যেরূপ কথিত হইয়াছে—ভাঃ ১১।৫।২ "পুরুষ বা ভগবানের মুখ-বাহু-উরু-পাদ হইতে গুণানুসারে চারি আশ্রমের সহিত বিপ্রাদি চারিবর্ণ পৃথক পৃথক্ উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহারা এইরূপ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু ঈশ্বর পুরুষকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার ভজন করে না, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। ইহার অর্থ—যাহারা ভজন করে না এবং যাহারা ভজন করিলেও অবজ্ঞা করে, তাহারা সন্ন্যাসী হইলেও বিনষ্টবিদ্য হইয়া অধঃপতিত হয়। আরও কথিত হইয়াছে যে,—ভাঃ ১০।২।৩২ যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" হে অরবিন্দাক্ষ! (কমলনয়ন ভগবান!), যাঁহারা বিমুক্তমানী হইয়া অর্থাৎ আমি মুক্ত হইয়াছি এইরূপ মনে করিয়া আপনাতে ভক্তিশূণ্য হওয়ায়, অবিশুদ্ধবুদ্ধি হওয়ার ফলে বহুক্লেশে অনাসক্তিরূপ পরমপদ লাভ করিয়াও ভবদীয় পাদপদ্মের অনাদর করার ফলে অধঃপতিত হয়। (এখানে "অন্যে" বলিতে 'মাধবের' ভক্ত ভিন্ন অন্য বুঝিতে হইবে।)

এস্থলে 'অঙ্ঘ্রি'-পদ ভক্তিদ্বারাই প্রযুক্ত বলিয়া বক্তব্য।

'অনাদৃতযুষ্মদজ্ঘ্রয়ঃ'—ভগবদ্দেহকে গুণময় জ্ঞান করাই দেহের অনাদর। পূর্বেও কথিত হইয়াছে—গীঃ ৯।১১ "মানবদেহ প্রাপ্ত আমাকে মূঢ়গণ অবজ্ঞা করে।"

বস্তুতঃ সেই মানুষী তনু সচ্চিদানন্দময়ই। ভগবানের দুস্তর্ক্য (তর্কাতীত) কৃপাশক্তির প্রভাবেই সেই তনু পরিদৃষ্ট হয়। যাহা নারায়ণাধ্যাত্মবচনে কথিত হইয়াছে যে,—'শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্তস্বরূপ হইলেও কেবল তাঁহারই শক্তি-প্রভাবে তিনি লক্ষিত হন।' সেই শক্তি ব্যতীত এই পরমানন্দস্বরূপ প্রভুকে দর্শন করিতে কে সমর্থ হয়?' এইরূপে ভগবত্তনুর সচ্চিদানন্দময়ত্ব সিদ্ধ হইলেও—'শ্রীবৃন্দাবনস্থ সুরপাদপতলাসীন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ'। 'শব্দব্রহ্ম বপু ধারণ করেন'—ভাঃ ৩।২১।৮ ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিনির্দ্দিষ্ট সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও কেবল 'মায়া প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর মায়ী'—এই (শ্বেতাশ্বতর ৪।১০) শ্রুতি দর্শন করিয়াই তাহারা ভগবানকেও মায়োপাধি বলিয়া মনে করে, কিন্তু—'এই জন্যই সনাতন বিষ্ণুকে মায়াময় বলা যায়'—এই মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিত শ্রুতি-অনুসারে তিনি স্বরূপভূতা মায়াখ্যা নিত্যশক্তিদ্বারা সংযুক্ত। 'মায়ান্ত' এস্থলে মায়া-শব্দে তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিই অভিহিত, কিন্তু তাঁহার অস্বরূপভূতা ত্রিগুণময়ী শক্তি নহে—সেই শ্রুতির এই অর্থ তাহারা মনে করে না। অথবা 'মায়াকে প্রকৃতি অর্থাৎ দুর্গা এবং মায়ীকে মহেশ্বর অর্থাৎ শম্ভু বলিয়া জানিবে'—এই অর্থও স্বীকার করে না; এজন্যই ভগবানের নিকট অপরাধী বলিয়া জীবন্মুক্ত-দশা প্রাপ্ত হইয়াও অধঃপতিত হইয়া থাকে। বাসনা-ভাষ্যগ্রন্থ-ধৃত পরিশিষ্টবচনে কথিত হইয়াছে যে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও যদি কোনরূপে অচিন্তনীয় মহাশক্তিশালী ভগবানের নিকট অপরাধী হন, তাহাহইলে তাঁহাদিগকেও পুনরায় বাসনাযুক্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হয়।' এই সকল ব্যক্তির অধঃপাতের কারণ এই যে, তাঁহারা মনে করেন, ফলপ্রাপ্তি হইলে আর সাধনের প্রয়োজন নাই, সুতরাং জ্ঞানসন্ন্যাসকালে জ্ঞানকে এবং জ্ঞানের সহিত গুণীভূতা ভক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি বোধ করিয়া থাকেন। শ্রীবিগ্রহের

নিকট অপরাধ হওয়ায় জ্ঞানের সহিত ভক্তিও অন্তর্হিতা হন, তাহারা পুনরায় আর ভক্তিলাভ করিতে পারে না। ভক্তি ব্যতীত তৎপদার্থের অনুভব হয় না। তখন তাহাদের সমাধি বৃথা এবং তাহাদিগকে মিথ্যা জীবন্মুক্তাভিমানী বলিয়া জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে ভাঃ—১০।২।৩২ শ্লোকে—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" ইত্যাদি। ইহার অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে)।

যাঁহারা ভক্তিমিশ্র-জ্ঞান-অভ্যাস করিতে করিতে ভগবানের মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দময়ীই জ্ঞান করিয়া ক্রমে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপরম হইলে পরাভক্তি লাভ করেন না, এরূপ জীবন্মুক্ত দ্বিবিধ—তাঁহাদের কেহ কেহ সাযুজ্য লাভের নিমিত্ত ভক্তি করিয়া থাকেন এবং সেই ভক্তিদ্বারা তৎপদার্থকে অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া তাহাতে সাযুজ্য লাভ করেন। ইহারা সংগীত (সম্মাননীয়) অপর কেহ কেহ প্রচুর ভাগ্যবান্, তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে শান্ত মহাভাগবতগণের সঙ্গ-প্রভাবে মুক্তি-বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া শুকাদির ন্যায় ভক্তিরসের মাধুর্য্যাস্বাদেই নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা কিন্তু পরম-সংগীত (পরম আদরনীয়ই)। যেরূপ ভাগবতে (১।৭।১০) কথিত হইয়াছে—"হরি এরূপ গুণসম্পন্ন যে তাঁহার আকর্ষণীশক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া) অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য আত্মারাম মুনিগণও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী (কোনও ফলপ্রাপ্তির আশাশূন্য হইয়া) ভক্তি করিয়া থাকেন"।

অতএব এইরূপ চতুর্বিধ জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানিদ্বয় বিগীত (অবজ্ঞাত ও নিন্দনীয়) হইয়া অধঃপতিত, আর দ্বিবিধ সংগীত (আদরণীয়) হইয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—তাহার পর কি হয়, তাহাই বলা হইতেছে—'ভক্ত্যেতি'। স্বরূপতঃ ও গুণতঃ যে আমি এবং যত প্রকার বিভূতি আছে, তৎসমুদয়রূপে যে আমি অবস্থান করিতেছি, সেই আমাকে পরম—উৎকৃষ্ট মদ্ভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ অনুভব করে। তারপর আমার পরাভক্তি হইতে পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত আমাকে তত্ত্বতঃ অর্থাৎ যথাযথরূপে জানিয়া অর্থাৎ অনুভব করিয়া, তারপর সেই কারণেই আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ আমার সহিত যুক্ত হইয়া

থাকে। যেমন, 'পুরং প্রবিশতি' বলিলে পুরসংযোগই প্রতীত হয় কিন্তু পুরস্বরূপত্ব লাভ বুঝায় না, সেইরূপ এখানে যথাযথভাবে আমার সহিত সংযুক্ত হয়, ইহাই 'প্রবেশ' শব্দের অর্থ। আমাকে (ঈশ্বরকে) যথাযথভাবে জানিতে হইলে ও আমার সহিত মিলিত হইতে হইলে, ভক্তিই তাহাতে কারণ বলা হইয়াছে; যথা—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ" ইত্যাদি পূর্বোক্তি হইতে, তদনন্তর অর্থাৎ আমার স্বরূপগুণ ও বিভূতির যথাযথভাবে অনুভব করিবার পরবর্ত্তীকালে, ইহাই অর্থ। অথবা পরাভক্তির দ্বারা আমাকে যথাযথভাবে জানিয়া তারপর সেই ভক্তিকে গ্রহণ করিয়াই আমাতে প্রবেশ করিয়া থাকে। 'ততঃ' এই পদে পঞ্চমী বিভক্তি ল্যব্‌লোপে কর্মকারকে জ্ঞাতব্য অতএব ততঃ পদের অর্থ—সেই ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াই আমাতে প্রবেশ করে। মোক্ষ হইলেও তাহাতে ভক্তি থাকে, একথা সূত্রকার বলিতেছেন। যথা—"আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্' ইহার অর্থ 'আপ্রায়ণাৎ,' মুক্তির পরে 'তত্রাপি' সেই মুক্তিতেও ভক্তি অনুসরণ করে। ইহা 'দৃষ্টম্' শ্রুতিতে দেখা গিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন—ভক্তিদ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হইলে ভক্তির আস্বাদ বর্দ্ধিত হয় যেমন শর্করাদ্বারা পিত্তনাশ হইলে শর্করার আস্বাদ বাড়ে, সেইরূপ। এইপ্রকারে সনিষ্ঠদিগের সাধ্য ও সাধনপদ্ধতি বলা হইল॥ ৫৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—আমি যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব, নির্গুণ-ভক্তি উদিত হইলে জীব তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারে; আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে;—ইহাই মৎসম্বন্ধি-গুহ্যজ্ঞান এবং ইহাকেই নিষ্কাম কর্মযোগ-দ্বারা বর্ণীদিগের সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলে। ইহারও চরমফল—নির্গুণ ভক্তি বা প্রেম "বিশতে মাম্" এই শব্দের প্রয়োগ-দ্বারা শুষ্ক আত্মবিনাশরূপ দুর্বুদ্ধিকে বুঝিতে হয় না। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরম চিত্তত্বরূপ আমার স্বরূপ-লাভকেই 'বিশতে মাম্' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। সেই স্বরূপ-লাভকে বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম বলিলেও হয়॥ ৫৫॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—তারপর কি হয়, তাহাও বলিতেছেন, স্বরূপতঃ

ও গুণতঃ আমি যাহা এবং আমার বিভূতিও যাহা সেইরূপ মৎস্বরূপ পরাভক্তির দ্বারা তত্ত্বের সহিত জানেন অর্থাৎ অনুভব করেন। তারপর মৎপর ভক্তির ফলে পূর্বোক্ত লক্ষণ আমাকে তত্ত্বতো অর্থাৎ যাথাত্ম্যরূপে জানিয়া অর্থাৎ অনুভব করিয়া তারপর সেই কারণেই আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ আমার সহিত যুক্ত হয়, দৃষ্টান্তস্থলে যেমন বলা যায়, পুরে প্রবেশ করিতেছে, তাহার দ্বারা পুরের সহিত সংযোগই বুঝায় কিন্তু পুরাত্মকত্ব বুঝায় না। এস্থলে তত্ত্বতো অভিজ্ঞান এবং প্রবেশের ভক্তিই হেতু বলা হইল, বুঝিতে হইবে। "অনন্যা ভক্তির দ্বারাই সমর্থ" ইত্যাদি পূর্বের উক্তি পাওয়া যায়। তদনন্তর শব্দের অর্থ আমার স্বরূপ, গুণ ও বিভূতির তাত্ত্বিক অনুভবের পরবর্তীকালেই। অথবা পরাভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তারপর সেই ভক্তি লইয়াই আমাতে প্রবেশ করে; মোক্ষেও ভক্তি থাকে, ইহাই ব্রহ্মসূত্রকারও বলিয়াছেন,—"আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি"—(বেঃ সূ ৪।১।১২) মোক্ষের পূর্বে ও মোক্ষের পরেও ভক্তি অনুবর্তন করে। ভক্তির দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে সেই মুক্ত পুরুষের ভক্তির আস্বাদ বৃদ্ধি প্রায় হয়। রহস্যবিদ্‌গণ বলেন, যেমন মিশ্রি সেবনের দ্বারা পিত্ত নষ্ট হইলে মিশ্রির আস্বাদ পাওয়া যায়, সেইরূপ ভক্তির দ্বারা অবিদ্যা বিনাশ হইলে, ভক্তিরসের প্রকৃত আস্বাদ অনুভব হয়। এই প্রকারে সনিষ্ঠগণের সাধন ও সাধ্য-পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে।

বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ 'পরাভক্তি' অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা কেবলাভক্তি লাভের ফল বর্ণন করিতেছেন। ব্রহ্মভূত ব্যক্তি যাদৃচ্ছিক মহৎ কৃপায় পরাভক্তি লাভ করিলে অর্থাৎ মোক্ষবাঞ্ছা তিরোহিত হইয়া জ্ঞানশূন্যা অর্থাৎ নির্গুণা কেবলা ভক্তি লাভ করিতে পারিলে, স্বরূপ-সিদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া, বস্তুসিদ্ধিতে তাঁহার লীলায় প্রবেশ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" (১।৭।১০)

আত্মারাম পুরুষগণের মধ্যে মধ্যে যাঁহারা বহুভাগ্যবান্ তাঁহারা শ্রীভগবান্

ও তদীয় ভক্তগণের যদি অহৈতুকী কৃপা লাভ করেন, যথা সনকাদির প্রতি শ্রীভগবৎকৃপা এবং শ্রীশুকের প্রতি শ্রীব্যাসকৃপা, তাহাহইলে তাঁহারাও শ্রীহরির গুণাকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি অনুষ্ঠানপূর্বক ভক্তিরস-মাধুর্য্য আস্বাদেই নিমগ্ন হন।

শ্রীভগবান্ যে একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই লভ্য, তাহা শ্রীগীতায় ১১।৫৪, ৮।১৪ ও ৯।২২ শ্লোকে এবং বহুস্থানে কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ১১।১৪।২১ শ্লোকে ও বহুস্থানে ইহা পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রশ্নক্রমে শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু যখন 'জ্ঞানশূন্যাভক্তি সাধ্যসার' বলিয়াছেন, তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিলেন 'এহো হয়, আগে কহো আর'। এস্থলেও শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোক উল্লেখ করিয়াছিলেন।

সকল সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ যে তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে না, সে-বিষয়ে শ্রীগীতায়—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু" (৭।৩) শ্লোক এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্" (৬।১৪।৫) এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "কোটীমুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত" (ম ১৯।১৪৮) প্রভৃতি শ্লোকে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্মেও পাই,—"স্বরূপতঃ ও গুণতঃ আমি যাহা এবং বিভূতিগত আমি যাহা, সেই আমাকে পরাভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ অনুভব হইয়া থাকে। তারপর মৎপরভক্তি-বশতঃ পূর্বোক্ত লক্ষণ আমাকে তত্ত্বতঃ যথাত্মভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া তদনন্তর সেই হেতু আমাতে প্রবেপ করে অর্থাৎ আমার সহিত যুক্ত হয়। এস্থলে 'পুরং প্রবিশতি' অর্থাৎ পুরে প্রবেশ করিতেছে, একথা বলিলে যেমন পুর সংযোগই বুঝায়, পুরাত্মকত্ব বুঝায় না। এখানে তত্ত্বতঃ অভিজ্ঞানে, প্রবেশে ভক্তিই হেতু বুঝিতে হইবে। "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া" প্রভৃতি শ্রীভগবানের পূর্বোক্তি হইতেও পাওয়া যায়। এই শ্লোকের "তদনন্তরম্" বাক্যে শ্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ ও বিভূতি তাত্ত্বিকভাবে অনুভব করার পরবর্ত্তী কালে বুঝায়, অথবা পরাভক্তির দ্বারা তাঁহাকে তত্ত্বতঃ

পরিজ্ঞাত হইয়া, তারপর সেই ভক্তিকে লইয়াই 'মাম্ বিশতে' শ্রীভগবানে প্রবেশ করে। মোক্ষের পরও ভক্তির অবস্থিতি থাকে; যেমন ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন —"আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" (৪।১।১২)।

"আপ্রায়ণাদামোক্ষাত্তত্রাপি মোক্ষে চ ভক্তিরনুবর্ণতে" প্রভৃতি শ্রুতির বাক্যেও সূত্রার্থ দৃষ্ট হয় যে, আপ্রায়ণ অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত এবং মোক্ষ হইলেও ভক্তি অনুবর্তন করে। ভক্তির দ্বারা অবিদ্যা-বিনষ্ট ব্যক্তিগণের ভক্তি স্বাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যেমন শর্করার দ্বারা পিত্তনষ্ট-ব্যক্তিগণের শর্করার আস্বাদ হয়। ইহার দ্বারা সনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সাধন-সাধ্য-পদ্ধতি উক্ত হইল॥"

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য প্রবর শ্রীল চক্রবর্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "যাবন্নৃকায়" (৭।১৫।৪৫) শ্লোকের টীকায় কিরূপে এই শ্লোকদ্বয়ের সাযুজ্যপর ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন? সেই সন্দেহ নিরসনকল্পে শ্রীমদ্ভাগবতের "পুরুষোহণ্ডং বিনির্ভিদ্য" (২।১০।১০) শ্লোকের তৎকৃত সারার্থদর্শিনী টীকায় পাই,—

"এই ভাগবত শাস্ত্রের যে কেবলমাত্র ভগবানকেই প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি, তাহা নহে, তাঁহার নির্বিশেষ-স্বরূপ ও তদংশভূত ব্রহ্ম-পরমাত্মাকেও (প্রকাশের প্রবৃত্তি)। যেমন শাস্ত্রের আরম্ভেই কথিত হইয়াছে (১।২।১১) 'সেই তত্ত্ব বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।' সুতরাং ব্রহ্ম-পরমাত্মোপাসকগণের অধ্যাত্মাদি কথার অর্থাৎ আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ কথন উপযুক্ত। অধিকন্তু এই শাস্ত্রমহিমা-দ্বারা ব্রহ্ম-পরমাত্মোপাসকগণেরও ভক্তি প্রবর্তিত হয়। পরে ফলদশায়ও (১।৭।১০) 'আত্মারাম মুনিসকলও শ্রীহরির সেবা করিয়া থাকেন'—ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রায় ভক্তিই শ্রেষ্ঠরূপে বর্তমান। অতএব শুদ্ধভক্তগণ কর্তৃক তাঁহার তৎসাধন এবং তৎফল, কটাক্ষণীয় নহে কিন্তু অনুমোদনীয়। তাহা হইলে যে প্রকার ব্রহ্মত্ব-পরমাত্মত্ব-মৎস্য-কূর্মাদি অনেক অবতারত্বধর্ম-জ্ঞানবৈরাগ্য-রূপগুণলীলা-মাধুর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ববিধ ভক্তগণ-কর্তৃক সেবিত হন, সেই প্রকারই তৎস্বরূপভূত এই গ্রন্থও ব্রহ্ম-পরমাত্ম-মৎস্য-কূর্মাদি অবতারসমূহের অবতারী তত্তৎ সর্বমূলভূত শ্রীকৃষ্ণ

তদীয় গুণলীলামাধুর্য্যৈশ্বর্য্য তৎপ্রাপ্তি সাধন ভক্তি-প্রেম-ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি অখিল তত্ত্ব প্রদর্শক।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত শ্লোকদ্বয়ের যে জ্ঞানপর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য ইহাও যে, অসার জ্ঞানিগণ যে কেবল-জ্ঞানের অযথা অহঙ্কার করেন, তাহা যে কিছুই নয় অর্থাৎ সেই জ্ঞান জ্ঞানই নহে এবং ভক্তি ব্যতিরেকে সেই জ্ঞানের ফলে মুক্তি লাভ হইতে পারে না, তাহাই জানাইতেছেন। তাঁহার টীকার মর্ম্মে পাই যে, জ্ঞান দ্বিবিধ—কেবল ও ভক্তিসহিত। ভক্তির অভাবে কেবল-জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ হইতে পারে না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রেয়ঃ স্বতিং ভক্তিমুদস্য" (১০।১৪।৩) শ্লোকে পাওয়া যায়। ভক্তি-সহিত জ্ঞান আবার দ্বিবিধ। (১) শ্রীভগবদাকারে মায়িক-বুদ্ধিযুক্ত ভক্তি-সহিত। (২) শ্রীভগবদাকারে সচ্চিদানন্দময়ী বুদ্ধিযুক্ত ভক্তিসহিত। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথম জ্ঞানবান্ মুক্ত হন না, কিন্তু মুক্তাভিমানীই। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" (১০।২।৩২) এবং শ্রীগীতায়ও পাওয়া যায়,—"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ," "মোঘাশা মোঘকর্ম্মণো মোঘজ্ঞানা" (৯।১১-১২) দ্বিতীয় জ্ঞানবান্ অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরামেও অনুপরতা জ্ঞানশাবল্যরহিতা ভক্তিবলে ব্রহ্মসাজুয্য প্রাপ্ত হন। ইহাদের বিষয়েই বর্ত্তমান শ্লোকদ্বয় কথিত হইয়াছে বলিয়া যে শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারও তাৎপর্য্যে পাই, যাহারা কিন্তু ভক্তিমিশ্রজ্ঞানাভ্যাসী, শ্রীভগবন্মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দময়ীই জানেন, ক্রমে অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরামে পরাভক্তি লাভ করেন না, সেই জীবন্মুক্ত সকল দ্বিবিধ—এক প্রকার সাযুজ্যার্থী, দ্বিতীয় প্রকার যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপা-প্রাপ্ত ত্যক্তমুমুক্ষু ভক্তিবান্। অতএব এতদ্বারা প্রকৃত জ্ঞানী কে? এবং তাঁহার প্রার্থিত সাযুজ্যাদি ফল কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহাই জানাইতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মজ্ঞানীকেও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভক্তিমহিমাই আকৃষ্ট করিবার অপূর্ব কৌশল ও প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—সেবাভক্তির দ্বারা কি ফল হয় তাহাই বলিতেছেন—

জীবের নির্গুণাভক্তি (প্রেমভক্তি) উদয় হইলে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ আমি যাহা এবং এবং বিভূতিগত আমি যাহা, তাহা সেই পরাভক্তি দ্বারাই আমাকে তত্ত্বতঃ অনুভব করিয়া থাকে। তদনন্তর মৎ পরাভক্তি বশতঃ যাথাত্ম্যভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া প্রেমভক্তি বলে আমার নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হয় ॥ ৫৫ ॥

অমৃতবর্ষিনী—"যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ", যাবান্—আমার যে বিভুত্ব বা ব্যাপকতা অর্থাৎ আমি যে সর্বব্যাপী ; যশ্চাস্মি—আমার যে স্বরূপ অর্থাৎ আমি যে সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি ; তত্ত্বতঃ—বস্তুজ্ঞান বা স্বরূপজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। "বস্তু-শব্দে ঈশ্বর, জীব, ও মায়া এই তিনটি তত্ত্বকে বুঝিতে হয়। এই তিনটি বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ-জ্ঞানকে শুদ্ধ-জ্ঞান বা তত্ত্ব-জ্ঞান বা বস্তু-জ্ঞান বলে। ঈশ্বর ও জীবে সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও মায়ায় সম্বন্ধ, জীব ও মায়ায় সম্বন্ধ, জীব ও জীবে সম্বন্ধ এবং মায়া ও মায়ায় সম্বন্ধ—এই পঞ্চ-জ্ঞানই সম্বন্ধ-জ্ঞান। নিত্যধর্ম এবং সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক জ্ঞান উদয় হইলে তত্ত্বতঃ—

"ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ॥
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম্" ॥ (ব্রহ্ম-সংহিতা)

(রসো বৈ সঃ) পুরুষকে জানা হয়।

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ। ৭।৩

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ আত্মজ্ঞান লাভার্থ যত্ন করেন। বহু যত্নশীল সিদ্ধদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আমার ভগবৎস্বরূপের তত্ত্বতঃ অবগত হন। "পরাভক্তি"—সাধনভক্তি এবং সাধ্যভক্তি ভেদে দ্বিবিধ। সাধনভক্তি দুই প্রকার বৈধী ও রাগানুগা। বৈধীভক্তি—শাস্ত্র আজ্ঞা স্বীকার করিয়া যাঁহারা ভজন করেন তাঁহারাই বৈধভক্ত। রাগানুগা ভক্তি—ব্রজবাসী ভক্তগণের স্বাভাবিক রাগস্বরূপা ভক্তিই—রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগানুগা ভক্তির প্রকৃতি—শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না করিয়া ব্রজবাসীগণের ভাবের অনুগত হইয়া কৃষ্ণ প্রীতি সম্পাদনই রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগাভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের চরণে "প্রীতি"র উদয়। ইহাই সাধন ভক্তি। সাধ্য-

ভক্তি দুই প্রকার—প্রীতির অঙ্কুরে 'রতি' এবং 'ভাব'। কৃষ্ণে আসক্তি হইতে "প্রীত্যঙ্কুর" জন্মে। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি পর্য্যন্ত অভিধেয় সাধনভক্তি, রতি বা ভাবভক্তি। আসক্তিহইতে "প্রীত্যঙ্কুর" জন্মে। সেই রতি গাঢ় হইলে প্রয়োজনাত্মক "প্রেমভক্তি" জন্মে। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে-সদারুচি, কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তি ও কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি এই নয় প্রকার অনুভাবই প্রীত্যঙ্কুর। এই প্রীত্যঙ্কুর গাঢ় হইলে প্রয়োজনাত্মক প্রেমভক্তি হয়। প্রেমভক্তি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব হয়। পরাভক্তির অন্য নাই। কৃষ্ণে গাঢ়তৃষ্ণা ও আবিষ্টতাই পরাভক্তি।

শ্রেষ্ঠাভক্তি অর্থাৎ পরাভক্তি দ্বারা জীব স্বরূপসিদ্ধিতে আমাকে স্বরূপতঃ এবং গুণগত প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের সহিত জানিতে পারে। আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব বস্তুসিদ্ধিতে আমার নিত্যলীলায় প্রবেশ করে অর্থাৎ জীব নিত্যস্বরূপবৃত্তিতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুরাদি পঞ্চবিধ রসে অধিকারানুসারে নিত্যলীলায় প্রবেশ করে। ইহাই আমার **গুহ্যজ্ঞান** এবং চারিবর্ণীদিগের **সন্ন্যাসাশ্রম** গ্রহণ রূপই-"**ব্রহ্মপ্রাপ্তি**"। "বিশতে মাম্" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা—"অহং ব্রহ্মাস্মি" এই শুষ্ক আত্মবিনাশরূপ অনিষ্টকর কেবল-জ্ঞানকে বুঝায় না। জীবের জড় হইতে স্বরূপমুক্তি হইলে পরমচিত্তত্বস্বরূপ—আমার স্বরূপ লাভকেই'বিশতে মাম্" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অধিকতর নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করে। সেই স্বরূপ-লাভ বিশুদ্ধ-ভগবৎ-প্রেম নামে কথিত হয়। স্ব-স্বরূপে বিশেষভাবে অবস্থানের নামই মুক্তি—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"—এই বাক্যে অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপাবস্থিতিই প্রয়োজনীয়। নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বই আমিই জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্মরূপ-প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস অর্থাৎ ভগবানের অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতিতে জানিতে পারা যায়—"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।" সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই

ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। "অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বকৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান তিন তাঁর রূপ" (চৈঃ চঃ আঃ ২।৬৫)

কৃষ্ণের "অনন্ত গুণ, চৌষট্টি প্রধান। এক একগুণ শুনি জুড়ায় ভক্ত কান॥" ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিভাগ লহরীতে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের ৬৪ প্রকার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫০টী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সর্বজীবে আছে, কিন্তু অগাধ বারিধিরূপে কৃষ্ণে বর্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আরও ৫টী মহাগুণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণে এবং আংশিকরূপে শিবাদি দেবতায় বর্তমান—(১) সর্বদা স্বরূপ সম্প্রাপ্ত, (২) সর্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন (৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূত স্বরূপ, (৫) অখিলসিদ্ধি-বশকারী, অতএব সর্বসিদ্ধি নিষেবিত॥

"পরব্যোম নারায়ণাদিতে আরও ৫টী গুণ বর্তমান। তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণ-ভাবে বর্তমান কিন্তু শিবাদি দেবতা কিংবা জীবে নাই—(১) অবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, (২) কোটি ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব, (৩) সকল অবতার বীজত্ব, (৪) হতারিগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব; এই ৫টী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্তমান।

"এই ৬০টি গুণের অতিরিক্ত আরও ৪টী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে; তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই—(১) সর্বলোকের অদ্ভুত চমৎকারিণী "লীলা" কল্লোল বারিধি; (২) শৃঙ্গার রসের অতুল্য "প্রেম" দ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠ মণ্ডল (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষি "বেণু" বাদন, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এই প্রকার অপরূপ "রূপ" লাবণ্য যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে এবম্বিধ সৌন্দর্য্যশালী। লীলা-মাধুর্য্য, প্রেম-মাধুর্য্য, রূপ-মাধুর্য্য ও বেণু-মাধুর্য্য—এই চারিটী গুণ নিজস্বভাবে স্বত্ব সংরক্ষিত আছে। এমন কি তাঁহার কোন বিলাস মূর্ত্তিতেও নাই।

এই সমুদয়ই এই নির্গুণ সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহাই **গুহ্যজ্ঞান**॥ ৫৫॥

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬॥

অন্বয়—সদা (সর্বদা) সর্বকর্মাণি (সকল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম) কুর্বাণঃ অপি (করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমার একান্ত আশ্রিত ভক্ত) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) শাশ্বতম্ (নিত্য) অব্যয়ং (অব্যয়) পদম্ (পরব্যোমধাম) অবাপ্নোতি (লাভ করেন) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—আমার একান্ত আশ্রিত ভক্ত সর্বদা নিত্য-নৈমিত্তিক সকল কর্ম করিয়াও আমার অনুগ্রহে নিত্য অব্যয় পরব্যোম ধাম লাভ করেন ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—"অতএব এইরূপে জ্ঞানী যথাক্রমেই কর্মফলের ত্যাগ, কর্মত্যাগ এবং জ্ঞানত্যাগের ফলে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, ইহা বলা হইল; কিন্তু আমার ভক্ত আমাকে যেরূপ প্রাপ্ত হন, তাহাও শ্রবণ কর, তাহাই বলিতেছেন—'সর্ব' ইত্যাদি। 'মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—আমাকে বিশেষতঃ অপকর্ষযুক্ত সকাম হইয়াও যিনি আশ্রয় করেন তিনিও, নিষ্কাম ভক্তের কথা আর কি বলিব? এই অর্থ। 'সর্বকর্মাণ্যপি'—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য, পুত্র-কন্যাদিপোষণলক্ষণ ব্যবহারিক সকল প্রকার কর্ম করিয়াও, কর্ম-যোগ-জ্ঞান, অন্য দেবতার উপাসনা এবং অন্যকামত্যাগী অনন্যভক্তের কথা কি বলিব!' এই অর্থ। এস্থলে আশ্রয় করে অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে সেবা করে—আঙ্ এই উপসর্গ দ্বারা সেবারই প্রাধান্য। 'কর্মাণ্যপি' অপি-শব্দ কর্মের অপকর্ষবোধক বলিয়া কর্মের গুণীভূতত্ব। অতএব ইনি কর্মমিশ্রভক্তিমান্, কিন্তু ভক্তিমিশ্রকর্মবান্ নহেন—ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে কথিত কর্মে অতিশয় ব্যাপ্ত নহে। "শাশ্বতং মৎপদম্'—মদীয় ধাম বৈকুণ্ঠ-মথুরা-দ্বারকা-অযোধ্যাদি প্রাপ্ত হন। আচ্ছা, *মহাপ্রলয়ে সেই ধাম কিরূপে থাকিবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অব্যয়ং'—মহাপ্রলয়ে* আমার ধামের কিছুও ব্যয় হয় না, আমার অতর্কপ্রভাবেই, এই ভাব। যদি প্রশ্ন হয় যে, জ্ঞানী অনেক জন্মের অনেক তপস্যাদির ক্লেশসহকারে সকল বিষয়ের উপরামেই নৈষ্কর্ম্য হইলে যে সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন, সেই তোমার নিত্যধাম ভক্তগণ কর্মানুষ্ঠানপরায়ণ এবং কামনাযুক্ত হইয়াও কেবলমাত্র তোমার আশ্রয়মাত্র লইয়াই

কিরূপে লাভ করিয়া থাকেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—আমার প্রসাদেই। আমার প্রসন্নতার প্রভাব অতর্ক্য বলিয়াই জানিবে, এই ভাব ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—অনন্তর পরিনিষ্ঠিতদিগের বিষয় বলা হইয়াছে—'সর্বেতি' সার্দ্ধ দুইটী শ্লোক-দ্বারা। যে আমাকে ঐকান্তিকভাবে আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-ধর্মবিহিত সমস্ত কার্য্যগুলি যথাযথভাবে করিতে করিতে 'অপি' শব্দানুসারে গৌণকালে নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান বুঝাইতেছে ; কারণ আমার প্রতি একাগ্রতা যাহার আছে তাহার পক্ষে মুখ্যকালের অভাব। এই রকমই বলিয়াছেন—সূত্রকার—সূত্রার্থ যথা 'সর্বথাপি' স্বধর্মানুরোধ না করিয়াই পরিনিষ্ঠিতসাধক ভগবদ্ধর্মগুলি অনুষ্ঠান করিবে ; স্বধর্মপালন গৌণকালে অর্থাৎ সায়ংকালে প্রথমে ভগবানের আরাত্রিক ও সেবা করিবার পর সন্ধ্যোপাসন যেমন হয় হইবে। প্রমাণ "তত্র বা উভয়লিঙ্গাৎ" শ্রুতি-বাক্য ও স্মৃতি-বাক্য উভয় হইতেই তাহা বুঝাইতেছে। (সর্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ, ৩।৪।৩৪ ইতি) এতাদৃশ গুণযুক্ত হইয়া সেই ভক্ত আমার অনুগ্রহ হেতু নিত্য অব্যয় অপরিণামি-জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ পরমব্যোমাখ্য আমার পদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—আমার একান্ত ভক্ত সর্বদা সমস্ত কর্ম করিয়াও আমার প্রসাদে নিত্য অব্যয়পদরূপ পরব্যোম লাভ করেন। ॥ ৫৬ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—অনন্তর পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণের কথা বলিতেছেন। আমাকে বিশেষরূপে আশ্রয়পূর্বক আমার ঐকান্তিক ভক্ত নিজ বিহিত-কর্মগুলি যথাযোগ্যভাবে করিয়াও আমার অনুগ্রহ লাভ করেন। 'অপি' শব্দ হইতে গৌণকালেও যেহেতু আমার একান্তী ভক্তের মুখ্যকালের প্রয়োজন হয় না; সূত্রকারও এইরূপ বলিয়াছেন যে,—'সর্বথাপি উভয়লিঙ্গাৎ' (ব্রঃ সূঃ) ঈদৃশ সেই একান্তী ভক্ত আমার অতিশয় অনুগ্রহবশে নিত্য, অব্যয়, অপরিণামী জ্ঞানানন্দস্বরূপ পরব্যোমাখ্য-পদ লাভ করিয়া থাকেন।

আমার অনন্যভক্ত কিন্তু সর্বকর্ম অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্যকর্মাদি (বিশ্বনাথ) স্ববিহিত কর্মাদি (বলদেব) করিয়াও কোনকর্মে লিপ্ত বা কোন কর্মফলে আবদ্ধ

না হইয়া আমার প্রসাদে অর্থাৎ অনুগ্রহেই অব্যয় নিত্য বৈকুণ্ঠাদিধাম প্রাপ্ত হন। এস্থলে অনন্যভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের অত্যন্ত অনুগ্রহের কথাই লক্ষিত হইতেছে। যেমন পূর্বে পাওয়া গিয়াছে—"অপি চেৎ সুদুরাচারঃ ভজতে মামনন্যভাক্" (৯।৩০)

জ্ঞানিগণকে কিন্তু মদর্পিত নিষ্কামকর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞান-লাভ করতঃ মদ্ভক্তি-লাভের অধিকারী হইতে হয়, আর মদেকান্তী ভক্ত অনন্যভক্তি আশ্রয়ের ফলে, যে কোন অবস্থা হইতেই আমার অচিন্ত্য-প্রসাদে উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে ॥৫৬॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—শাস্ত্রবিহিত স্বস্বঅধিকারের নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা জ্ঞান এবং জ্ঞানদ্বারা শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়; ইহাই বেদবিহিত নিয়ম। অতএব আমার ভক্ত সর্বদা সর্বকর্ম অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য-কর্মাদি স্ববিহিত কর্মাদি করিয়াও কোন কর্মফলে আবদ্ধ না হইয়া আমাতে আমাতে পরমেশ্বর-বোধে সমর্পণহেতু আমার অনুগ্রহে চরম অব্যয় নিত্য ও অবিনাশী বৈকুণ্ঠাদি ধাম প্রাপ্ত হইয়া নির্গুণভক্তি দ্বারা আমার নিত্যলীলায় পরিকর হইয়া থাকেন ॥৫৬॥

অমৃতবর্ষিনী—শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক স্বাধিকারোচিত-কর্ম সাধনদ্বারা লভ্য-সিদ্ধির কথা উপসংহারে বলিতেছেন—আমার অনন্যভক্ত বর্ণাশ্রমোচিত সমস্ত কর্ম করিয়াও আমার প্রসাদে নিত্য অব্যয়পদরূপ বৈকুণ্ঠ, মথুরা, দ্বারকা, অযোধ্যাদি ধামপ্রাপ্তি হন ॥৫৬॥

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥

অন্বয়—চেতসা (কর্তৃত্বাভিমানরহিত অন্তঃকরণে) সর্ব কর্মাণি (সকল কর্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) মৎপরঃ (আমাকে পরমগতি নিশ্চয় করিয়া) বুদ্ধিযোগম্ (ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযোগকে) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) সততং (নিরন্তর) মচ্চিত্তঃ (আমাগত চিত্ত) ভব (হও) ॥৫৭॥

অনুবাদ—সকল কর্ম সর্বান্তঃকরণে আমাতে সমর্পণ করিয়া আমাকেই একমাত্র পরমগতি নিশ্চয় করিয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি-যোগ আশ্রয় করিয়া নিরন্তর সর্বকর্মানুষ্ঠানকালেও আমার চিন্তা-পরায়ণ হও ॥৫৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—আচ্ছা, তাহা হইলে তুমি আমার প্রতি নিশ্চয় করিয়া কিরূপ আজ্ঞা প্রদান করিতেছ? আমি কি অনন্যভক্ত হইব? অথবা এইমাত্র কথিত লক্ষণবিশিষ্ট সকাম ভক্ত হইব? তদুত্তরে বলিতেছেন—তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ অনন্য ভক্ত হইতে পারিবে না, অথচ সর্বভক্তের অপকৃষ্ট সকাম ভক্ত হইও না, কিন্তু তুমি উভয়ের মধ্যম ভক্ত হও, তাই বলিতেছেন—'চেতসা' ইত্যাদি। 'সর্বকর্মাণি'—নিজের আশ্রমধর্ম এবং ব্যবহারিক কর্মসমূহ 'ময়ি সংন্যস্য' —আমাতে সমর্পণ করিয়া 'মৎপরঃ'—আমিই পর—প্রাপ্য পুরুষার্থ যাহার সেই নিষ্কামভক্ত, এই অর্থ। যেরূপ পূর্বে বলিয়াছি—গীঃ ৯।২৭ 'যৎ করোষি' ইত্যাদি।

'বুদ্ধিযোগং'—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা 'যোগং'—সতত মদ্গত চিত্ত হও, কর্ম-সমূহের অনুষ্ঠানকালে এবং অন্য সময়েও আমাকে স্মরণ কর ॥৫৭॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—হে অর্জুন! তুমি সেইরকম বলিয়াই স্বধর্ম-বিহিত কর্মগুলি কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য মনে প্রভু—স্বামীরূপে স্থিত আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপর—অর্থাৎ আমিই একমাত্র পরমপুরুষার্থ এই বুদ্ধিতে বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় করিয়া আমাকেই সর্বদা অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানকালেও মদ্গতচিত্ত হও। ইহা তোমাকে পূর্বেও বলা হইয়াছে 'যৎ করোষি', ইত্যাদির দ্বারা—আমাতে অর্পণ করিয়াই সমস্ত কর্মগুলি কর কিন্তু প্রথমে কর্ম করিয়া পরে অর্পণ করিবে না ॥৫৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—তুমি কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্বক আমাতে সমস্ত কর্মফল অর্পণ করতঃ শুদ্ধভক্তি সহকারে বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সমস্ত ভক্তিপর কর্মসাধন-দ্বারা সর্বদা আমার 'একান্ত ভক্ত' হয় ॥৫৭॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—শ্রীভগবান্ এক্ষণে অর্জুনকে বলিতেছেন যে, তুমি তাদৃশ বলিয়াই সমস্ত বিহিত কর্ম কর্তৃত্বাভিমানশূন্য চিত্তের দ্বারা স্বামী অর্থাৎ

প্রভু আমাতে সমর্পণ পূর্বক মৎপর অর্থাৎ আমিই একমাত্র পুরুষার্থ বিচারে আমাতেই বুদ্ধিযোগাশ্রয়করতঃ কর্মানুষ্ঠানকালে সর্বদা মচ্চিত্ত হয়। ইহা তোমাকে 'যৎ করোষি' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্বেও বলিয়াছি, মূলকথা—নিজেকে অর্পণ করিয়াই কার্য্যসমূহ করিবে কিন্তু কার্য্য করিয়া তাহার অর্পণ নহে।

শ্রীল শ্রীধরস্বামি পাদের টীকার মর্মেও পাই,—"যেহেতু এইরকম সেইহেতু সমস্ত কর্ম চিত্তের দ্বারা আমাতে সমর্পণ পূর্বক মৎপর অর্থাৎ 'আমিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন যাঁহার' এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সতত অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানকালেও 'ব্রহ্মার্পণ' 'ব্রহ্মহবিঃ' ইত্যাদি ন্যায়ে আমাতেই চিত্ত যাঁহার, তদ্রূপ হয়।"॥ ৫৭॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার কি নিশ্চিত আজ্ঞা? আমি কি অনন্য ভক্ত হইব? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—তোমার সর্বোৎকৃষ্ট কেবলা অনন্য ভক্তিতে অধিকার নাই কিংবা নিকৃষ্ট ভক্তিতেও নাই। মধ্যমভক্ত নিষ্কাম কর্মজ্ঞানমিশ্র প্রধানীভূতা ভক্তিতে তোমার অধিকার॥ অতএব সর্বান্তকরণে স্ব-আশ্রমধর্মে সমস্ত কর্ম ও ব্যবহারিক কর্মসমূহ নিষ্কামভাবে আমাতে অর্পণপূর্বক এবং আমাতেই পরমগতি স্থির করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে সর্বদাই আমার শরণ পরায়ণ হও ॥৫৭॥

অমৃতবর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ অব্যয়পদরূপ পরব্যোম প্রদানের পর এই শ্লোকে চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য সাধন-বিধান বলিতেছেন—আমাতে অর্পণ করিয়াই সমস্ত কর্ম কর, কর্ম করিয়া অর্পণ করিবে না। শ্রীরায় রামানন্দ-সংলাপে 'যৎ করোষি' ইত্যাদি উদ্ধৃত বচনে কর্তৃত্বাভিমান থাকায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু "এহো বাহ্য" বলিয়াছিলেন। কর্তৃত্বাভিমানশূন্য চিত্তের দ্বারা সকল কর্ম আমাতে সমর্পণ' "মৎপর" অর্থাৎ আমিই একমাত্র পুরুষার্থ এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযোগ সর্বক্ষণ মৎ-স্মরণ পরায়ণের কথা কৃষ্ণ বলিয়াছেন। ভক্তিমিশ্রা কর্ম জ্ঞানাদির উপদেশ দিয়াছিলেন, কর্মজ্ঞানাদি-মিশ্র ভক্তির কথা বলেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের নিকট হইতে জানিতে পারা যায়, "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥" (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব-সিদ্ধি হয়,—ইহাই শাস্ত্রের উত্তম তাৎপর্য্য। (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)।

এই শ্লোকের অন্বয়ে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বলিতেছেন —বিষ্ণোঃ শ্রবণং (নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময় শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ), বিষ্ণোঃ কীর্তনং (নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময় শব্দানাং উচ্চারণং), বিষ্ণোঃ স্মরণং (নাম রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময় কৃষ্ণস্য যৎ কিঞ্চিন্মনসানুসন্ধানং), বিষ্ণোঃ পাদসেবনং (কালদেশাদ্যুচিত পরিচর্য্যা), বিষ্ণোঃ অর্চনং (পূজনং) বিষ্ণোঃ বন্দনং (নমস্কারঃ), বিষ্ণোঃ দাস্যং (তদ্দাসোঽস্মীত্যভিমানঃ) বিষ্ণোঃ সখ্যং (বন্ধুভাবেন তৎহিতাশংসনং), বিষ্ণৌ আত্মনিবেদনম্ (দেহাদি শুদ্ধাত্ম-পর্যন্তস্য সর্বতোভাবেন তস্মৈ এবার্পনম্ ইতি) নবলক্ষণা (নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা) পুংসা (মানবেন আদৌ) অর্পিতা (সতী বিষ্ণৌ ভগবতি শ্রীহরৌ) অদ্ধা (সাক্ষাদেব, ন তু জ্ঞানকর্মাদের্ব্যধানেন) ভক্তি (পশ্চাৎ) ক্রিয়েত (ন তু আদৌ কৃতা সতী, পশ্চাদপ্যেত, ন তু কর্মাদ্যর্পণরূপ-পরম্পরা ইয়ং ভক্তিঃ; ভগবত্তো-ষণার্থৈবেয়মিতি ভাব্যং, ন তু ধর্মার্থকামমোক্ষার্থমিতি, এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়েত, তদা তেন কর্ত্রা শুদ্ধহরিভজনমেব সর্বশাস্ত্রাধ্যয়নফলমিতি মত্বা) তৎ অধীতং, তৎ (এব) উত্তমং মন্যে। অর্থাৎ প্রথমেই অর্পিতা আত্মনিবেদন করিয়া নববিধাভক্তি যাজনকারী উত্তম ভক্ত॥

"মচ্চিত্তঃ সততং ভব" অব্যর্থকালের কথাই বলিতেছেন। সততং শব্দের অর্থ নিরন্তর—কর্মজ্ঞানাদি ব্যবধান রহিত, অনন্যভাব, অব্যর্থকাল। "অনন্য শ্চিন্তয়ন্তো মাং" গীঃ ৯।২২, "অনন্যাঃ" ইত্যাদি। যাঁহাদের আমা ব্যতীত অন্য

কাম্য ভজনযোগ্য অপর দেবতা নাই; তাঁহারা অনন্যা। (শ্রীধর স্বামিপাদ) গী: ১২।৬ শ্লোকেও বলিয়াছেন "যাঁহারা সকল কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া **অনন্যভক্তিযোগেই** আমার ধ্যানপূর্বক উপাসনা করে। হে পার্থ! সেই সকল আবিষ্টচিত্ত ভক্তগণকে মৃত্যুস্বরূপ সংসার সাগর হইতে অচিরে উদ্ধার করি।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র পার্থকে উপদেশদানকালে **পুনঃ পুনঃ অনন্য, অনন্যচেতাঃ, অনন্যভাক্, অনন্যমনাঃ, অনন্যযোগ, অনন্যা** শব্দ প্রয়োগ দ্বারাই জানাইতেছেন—তিনিব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করার প্রয়োজন নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের নিত্যকল্যাণকর ভজনের মধ্যে অনন্যাভক্তি এবং অব্যর্থকালের কথাই বলিতেছেন—

"প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ। ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাই আর"॥ কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে। **অহর্নিশ চিন্ত** কৃষ্ণ বলহ বদনে"॥

"রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥"

ইহাতে অব্যর্থকালের কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

"শ্রদ্ধাশব্দে কহে বিশ্বাস, সুদৃঢ় নিশ্চয়। **কৃষ্ণে ভক্তি** কৈলে সর্বকর্মকৃত হয়।" এখানে অনন্যাভক্তির কথাই বলেন।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ, বর্ণ ও আশ্রমোচিত নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যসকল করিয়াও ঐকান্তিকী ভক্তি যাজনের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে উপদেশ করিতেছেন।

শরণাগতি বা আত্মনিবেদন সম্বন্ধে শাস্ত্র এইরূপ বলেন—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ"॥

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি।

সপার্ষদ স্বীয়ধাম সহ অবতরি ॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ॥
দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন ॥
ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি প্রতিকূল ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার ॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।
তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥"
(শরণাগতি—শ্রীভক্তিবিনোদ) ॥ ৫৭ ॥

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়—মচ্চিত্তঃ (আমার ধ্যানপর হইয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) সর্বদুর্গাণি (সকল দুস্তর বাধা) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে)। অথ চেৎ (আর যদি) ত্বং (তুমি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশতঃ) ন শ্রোষ্যসি (শ্রবণ না কর), [তাহা হইলে] বিনঙ্ক্ষ্যসি (বিনাশ প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—আমার ধ্যানপর হইলে আমার অনুগ্রহে সকল দুস্তর বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি অহঙ্কারবশতঃ আমার কথা না শুন, তাহা হইলে সংসাররূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥ ৫৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—তাহার পর কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—"মচ্চিত্তঃ" ইত্যাদি।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—এই প্রকারে মদ্গতচিত্ত তুমি আমার অনুগ্রহেই সমস্ত দুস্তর সংসারদুঃখকে অতিক্রম করিতে পারিবে। সেই বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা নাই। কারণ আমি ভক্তবন্ধু এইজন্য সেই সব দুঃখগুলি

আমি নষ্ট করিয়া দিব; এবং নিজেকে দান করিব। এই প্রকার পরিনিষ্ঠিতদের সাধন ও সাধ্যপদ্ধতি বলা হইল। তারপর তুমি কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ক জ্ঞানের অহঙ্কারবশতঃ যদি আমার উক্ত বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে স্বীয় স্বার্থ হইতে বিভ্রষ্ট হইবে। ইহার কারণ, আমি ভিন্ন কোন প্রাণীর কর্তব্যাকর্তব্যের বিজ্ঞাতা অথবা প্রকৃষ্টরূপে শাসনকর্তা আর কেহ নাই ॥৫৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—এরূপ মচ্চিত্ত হইলে সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ জীবন-যাত্রার সমস্ত প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইবে; তাহা না করিয়া দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার-দ্বারা 'নিজেই কর্তা' বলিয়া আপনাকে মনে করত যদি আমার মত (উপদেশ) আশ্রয় না কর, তাহা হইলে তুমি সংসাররূপ বিনাশই লাভ করিবে ॥৫৮॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—শ্রীভগবান্ আরও বলিতেছেন যে, হে অর্জুন! তুমি যদি এরূপ মচ্চিত্তবিশিষ্ট হও, তাহা হইলে আমার অনুগ্রহেই দুস্তর সমস্ত দুঃখরাশি উত্তীর্ণ হইবে। সে-বিষয় তোমার চিন্তা নাই। আমি ভক্তের বন্ধু সুতরাং সেগুলি সব আমি দূর করিব এবং আমাকেও প্রদান করিব। এইভাবে পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণের সাধন ও সাধ্য পদ্ধতি কথিত হইল। তারপর আরও বলিলেন যে, যদি অহঙ্কারবশতঃ অর্থাৎ কৃত্যাকৃত্যবিষয়ক জ্ঞানাভিমানবশতঃ মৎকথিত উপদেশ শ্রবণ না কর, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ নিজ স্বার্থ হইতে বিভ্রষ্ট হইবে। কোন প্রাণীর কর্তব্য ও অকর্তব্যের বিষয় বিজ্ঞাতা বা প্রশাসন কর্তা আমি ভিন্ন অন্য কেহ নাই। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ স্পষ্টই আমাদিগকে জানাইলেন যে, আমরা যদি তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য না করি তাহাহইলে আমাদিগকে সংসারে নিপতিত থাকিয়া নানাবিধ জ্বালাযন্ত্রণা, বিপদ, ক্লেশ, ভোগ করিতেই হইবে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপদের টীকার মর্মেও পাই,—

"তারপর যাহা হইবে, তাহা শ্রবণ কর। আমাতে যুক্তমনা হইয়া (হইলে) আমার অনুগ্রহে সমস্ত সাংসারিক দুঃখ উত্তীর্ণ হইবে। বিপক্ষে দোষ বলিতেছেন

—আর যদি তুমি জ্ঞাতৃত্বের অহঙ্কারে আমার কথিত উপদেশ শ্রবণ না কর, তাহা হইলে বিনষ্ট হইবে অর্থাৎ পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে" ॥৫৮॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—সর্বক্ষণ ভগবৎ স্মরণের ফল কি? এবং বিস্মরণেই বা কি দোষ তাহাই বলিতেছেন—সর্বদা মদ্গত চিত্ত হইলে আমারই অনুগ্রহে জীবন যাত্রার সমস্ত প্রতিবন্ধক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। আর তাহা না করিয়া যদি দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কারে আপনাকে কর্তা বলিয়া মনে কর তবে আমার পরমধাম প্রাপ্ত না হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ সংসারে চিরকালই ডুবিয়া থাকিবে ॥৫৮॥

অমৃতবর্ষিনী—শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবন্ধুবিচারে অর্জুনকে উপদেশ এবং শাসণ বাণী সমকালেই বলিতেছেন—তুমি যদি মচ্চিত্ত হইয়া আমার উপদেশমত কার্য্য কর তাহাহইলে দুস্তর সমস্ত দুঃখরাশি উত্তীর্ণ হইয়া পরমব্যোমপদ লাভ করিবে। আর যদি দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া কর্তৃত্বাভিমানে আমার উপদেশ উল্লঙ্ঘন কর তাহা হইলে কাম-ক্রোধাদিরূপ নক্র-মকরাদি দ্বারা কবলিকৃত ও দুর্বাসনারূপ নিগড়ে নিগড়িত হইয়া সংসার দুঃখজলধিতে নিমজ্জিত হইবে। কারণ আমি ব্যতীত কোন প্রাণীর বা জীবের কর্তব্যাকর্তব্যের বিজ্ঞাতা বা শাসনকর্তা কেহ নাই। বিশেষ করিয়া আমি সদ্গুরুরূপে তোমাকে তোমার নিত্য কল্যাণকর যাবতীয় সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক আত্মতত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিতেছি। যদি সামান্য মনুষ্য বুদ্ধিতে আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন কর তাহা হইলে মঙ্গল হইবে না। অতএব আমার বাক্য তোমার সর্বতোভাবে পালনীয় ইহাই উদ্দেশ্য ॥৫৮॥

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯॥

অন্বয়—অহঙ্কারম্ (নিজের স্বতন্ত্র বিচাররূপ অহঙ্কারকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি যৎ (ইহা যে) [তুমি] মন্যসে (মনে করিতেছ) তে (তোমার) ব্যবসায়ঃ (সঙ্কল্প) মিথ্যা এব (মিথ্যাই হইবে);

(কারণ) প্রকৃতিঃ (রজোগুণরূপিণী আমার মায়া) ত্বাং (তোমাকে) [যুদ্ধে] নিযোক্ষ্যতি (নিযুক্ত করিবে) ॥১৯॥

অনুবাদ—নিজের স্বতন্ত্র বিচাররূপ অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া তুমি যুদ্ধ করিব না বলিয়া যদি সঙ্কল্প কর, তাহাহইলে সেই সঙ্কল্প মিথ্যাই হইবে। কারণ প্রকৃতি অর্থাৎ রজোগুণরূপিণী আমার মায়া তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে ॥১৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—"আচ্ছা, আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই আমার পরধর্ম। সেই যুদ্ধে বন্ধুবধজনিত পাপে ভীত হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে তর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন—'যদহম্' ইত্যাদি। 'প্রকৃতিঃ'—স্বভাব। এখন তুমি আমার কথা মানিতেছ না, কিন্তু যখন মহাবীর তোমার স্বাভাবিক যুদ্ধের উৎসাহ দুর্বার হইয়া উদ্ভূত হইবে, তখন তুমি নিজেই যুধ্যমান ভীষ্মাদি গুরুজনকে হত্যা করিয়া আমাকে হাসাইবে, এই ভাব" ॥১৯॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—যদিও ক্ষত্রিয়েরই যুদ্ধ করাই ধর্ম তথাপি যুদ্ধে গুরু-বিপ্রাদির বধজনিত পাপে ভীত আমার (অর্জ্জুনের), যুদ্ধে প্রবৃত্তি নাই—এইরূপ কর্তব্যাকর্তব্যরূপ বিজ্ঞতার অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া "আমি যুদ্ধ করিব না" ইহা যদি তুমি মনে কর, তবে তোমার এই নিশ্চয় মিথ্যা অর্থাৎ ভবিষ্যতে নিস্ফল হইবে, কারণ—প্রকৃতি অর্থাৎ আমার মায়া রজোগুণরূপে পরিণতা হইয়া আমার বাক্য অবহেলনকারী তোমাকে গুর্বাদিবধনিমিত্তক যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবেই ॥১৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—যদি সেই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া 'যুদ্ধ করিব না' মনে কর, তাহা হইলে তুমি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইবে; কেন না তোমার ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি তোমাকে অবশ্য যুদ্ধকার্যে প্রবৃত্ত করাইবে ॥১৯॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—শ্রীভগবন্ এক্ষণে পুনরায় বলিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন! যদি তুমি মনে কর যে, যদিও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধই তথাপি গুরু-বিপ্রাদি বধজনিত পাপের ভয়ে আমার তাহাতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, এইরূপ কৃত্যাকৃত্য-বিষয়ে বিজ্ঞাতার অভিমানে 'আমি যুদ্ধ করিব না' ইহা বলো, তাহা হইলে তোমার এই নিশ্চয়তা বুদ্ধি—নিষ্ফল হইবে। কারণ প্রকৃতি—আমার মায়া

রজোগুণের দ্বারা আমার বাক্য-অবহেলাকারী তোমাকে গুর্বাদিবধ-নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবেই।

এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ অহঙ্কারাশ্রিত স্বতন্ত্র বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের পরিণামও জানাইলেন ॥৫৯॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—যদি তোমার স্বতন্ত্র বিচারমূলে অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব বধ-পাপে ভীত হইয়া যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ কর তাহা হইলে তোমার সঙ্কল্প মিথ্যা হইবে। কারণ তোমার পূর্ব সংস্কারজাত ক্ষত্রিয় রজোগুণজাত স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে উদ্বোধিত ও উৎসাহিত করিবে এবং তুমি স্বয়ংই যুধ্যমান হইয়া ভীষ্মাদি গুরুজনদিগকে হত্যা করিবে নিজেও আমাকর্তৃক হত হইবে ॥৫৯॥

অমৃতবর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! আত্মীয়-স্বজন-গুরুজন প্রভৃতির বধভয়ে নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধিবলে অহঙ্কারবশতঃ 'যুদ্ধ করিব না' বলিয়া যদি সঙ্কল্প করিয়া থাকো, তাহা হইলে তোমার সঙ্কল্পে স্থির থাকিতে পারিবে না, কারণ রজোগুণরূপিনী আমার মায়া তোমার ক্ষত্রিয়-ধর্মোচিত রজোগুণে উদ্বোধিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে। স্বভাবজাত কর্ম করিতেই হইবে। অতএব আমার বাক্য উল্লঙ্ঘনজনিত অপরাধ বা পাপকার্য্যে লিপ্ত হইও না। নিজের কৃতসঙ্কল্পও রক্ষা করিতে পারিবে না, ভঙ্গ হইবেই ॥৫৯॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) মোহাৎ (মোহহেতু) যৎ (যাহা) কর্তুং (করিবার নিমিত্ত) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) স্বেন কর্মণা (স্বকর্মদ্বারা) নিবদ্ধঃ [সন্] (নিবদ্ধ হইয়া) অবশঃ অপি (অবশ হইয়াই) তৎ (তাহা) করিষ্যসি (করিবে) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! মোহবশতঃ তুমি যে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, স্বভাবজাত স্বকর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তুমিই অবশ হইয়া সেই কার্য্য করিবে ॥ ৬০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—কথিত অর্থ বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন— স্বভাবঃ —ক্ষত্রিয়ত্বের হেতু পূর্বসংস্কার, তাহা হইতে জাত স্বীয় কর্ম শৌর্য্যাদি দ্বারা 'নিবদ্ধ' —যন্ত্রিতঃ ॥ ৬০ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—যুক্তিদ্বারা উক্ত অর্থের সঙ্গতি করিতেছেন,— 'স্বভাববেতি'। যদি তুমি মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান বশে আমাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়াও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ কর্ম ও আমার মায়ায় প্রভাবিত শৌর্য্যের দ্বারা নিবদ্ধ অর্থাৎ অবশ হইয়াও তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—মোহপ্রযুক্ত তুমি এখন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, কিন্তু স্বভবজাত স্বকর্মদ্বারা তুমিই অবশ হইয়া পরে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৬০ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—শ্রীভগবান্ এক্ষণে পূর্বোক্ত বাক্যকে উপপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন। যদি তুমি মোহবশতঃ অজ্ঞানে আমার উপদিষ্ট যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাও করো, তাহা হইলে স্বভাবজাত স্বীয় শৌর্য্যরূপ কর্মের ফলে আমার মায়ার দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া অবশেও তাহা করিবে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপদের টীকার মর্মেও পাই,—

"স্বভাব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব—লাভের হেতু পূর্ব কর্মের সংস্কার, তাহা হইতে জাত স্বীয় পূর্বোক্ত শৌর্য্যাদি কর্মের দ্বারা নিবদ্ধ অর্থাৎ যন্ত্রিত হইয়া তুমি মোহবশতঃ যুদ্ধ-লক্ষণ যে কর্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, তাহা অবশ হইয়া করিবেই ॥৬০॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—হে কৌন্তেয়! অজ্ঞানবশতঃ তুমি যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, ক্ষত্রিয়ত্বের কারণ স্বরূপ পূর্বজন্মের সংস্কারজাত শৌর্য্যাদিকর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া অবশভাবে সেইকর্ম তোমাকেই করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

অমৃতবর্ষিণী—হে কৌন্তেয়! তুমি ইচ্ছা কর বা না কর, তোমার বর্ণগত স্বভাবের কার্য্য করিতেই হইবে। জীব কর্মাধীন, কর্মানুসারে তাহাকে প্রকৃতি

কার্য্য করাইবেই। কিছু করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও প্রকৃতির নিয়মানুসারে অবশেও করিবে ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) ঈশ্বরঃ (অন্তর্যামী ভগবান বা পরমাত্মা যন্ত্রারূঢ়ানি [ইব] (যন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম পুত্তলের ন্যায়) সর্বভূতানি (সকল প্রাণীকে) মায়য়া (মায়ার দ্বারা) ভ্রাময়ন্ (বিবিধ কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া) সর্ব্বভূতানাং (সকল জীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয় মধ্যে) তিষ্ঠতি (বিরাজ করিতেছেন) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! অন্তর্যামী ভগবান সকল জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুতুলের ন্যায় পরিচালিত অর্থাৎ নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া সর্বপ্রাণীর হৃদয় দেশে বিরাজ করিতেছেন ॥৬১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—দুইটি শ্লোকে স্বভাববাদিদিগের মত বলিয়া নিজের মত বলিতেছেন—'ঈশ্বরঃ—' নারায়ণ সর্বভূতের অন্তর্য্যামী—'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর, যাঁহাকে পৃথিবী জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পরিচালনা করেন' বৃঃ ৩।৭।৩ 'যাহা কিছু সমস্ত জগৎ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, যাহা কিছু অন্তর ও বহি তৎ সমস্তকেই ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত রহিয়াছেন'—ইত্যাদি শ্রুতিপাদিত ঈশ্বর—অন্তর্য্যামী হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। কি করিতে করিতে? সকল ভূতকে নিজশক্তি মায়া-দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ সেই সেই কর্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়া, যেরূপ সূত্রসঞ্চারাদিদ্বারা যন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুত্তলীকে সূত্রধার ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপই মায়াও সকল ভূতকে বিশেষভাবে ভ্রমণ করাইতেছে। অথবা 'যন্ত্রারূঢ়ানি'—শরীরে আরূঢ় জীব সকল, এই অর্থ ॥ ৬১ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বিজ্ঞাতৃত্বাদিরূপ অভিমানীর ন্যায় বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে ত্যাগের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া প্রকারান্তরে

উপদেশ দিতেছেন—'ঈশ্বরঃ' ইত্যাদি দুইটী শ্লোক-দ্বারা। হে অর্জ্জুন! তুমি যদি নিজেকে জ্ঞানী মনে কর, তাহা হইলে অন্তর্য্যামী উপনিষদের উক্তি হইতে জ্ঞাত আছ যে, ঈশ্বর ব্রহ্মাদি-স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া স্বীয় শক্তি মায়ার দ্বারা প্রাণীগণকে পরিচালনা করিতে থাকেন সর্বভূতগণকে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতেছেন—'যন্ত্রেতি'। যেই কর্ম্মের অনুরূপ মায়ার দ্বারা নির্মিত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাত্মক যন্ত্র—তাহাতে আরূঢ় প্রাণিগণ। রূপকের দ্বারা উপমা এখানে অভিব্যক্ত করা হইতেছে। যেমন সূত্রধার কাষ্ঠযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুত্তলিকাগুলিকে পরিভ্রমণ করায়, সেই রকম ॥ ৬১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—সর্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপ আমিই অবস্থিত; পরমাত্মাই সর্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে-যে কর্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলদান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব-নিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। ঈশ্বর-প্রেরণা-দ্বারাই পূর্বকর্মানুসারে তোমার প্রবৃত্তি সহজে কার্য্য করিতে থাকিবে ॥ ৬১ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—অর্জ্জুনকে বিজ্ঞাতৃত্বের অভিমানীর ন্যায় লক্ষ্য করিয়া অত্যাজ্য বলিয়া অন্য প্রকারে উপদেশ দিতেছেন। হে অর্জ্জুন! যদি তুমি তোমাকে বিজ্ঞ মনে কর, তাহা হইলে আমি অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণে তোমা-দ্বারা জ্ঞাত যে ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থান করিতেছি, আমি আমার নিজশক্তি মায়া-দ্বারা সর্বভূতকে ভ্রমণ করাইয়া থাকি; তাহাই বিশেষভাবে বলিতেছেন,—'যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায়' অর্থাৎ কর্মানুসারে মায়ানির্মিত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ-লক্ষণ যন্ত্রতে আরূঢ় করাইয়া, এখানে একটি রূপক উপমা দিতেছেন,—যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম পুত্তলিকাকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, সেইরূপ। অর্থাৎ যন্ত্রে যেমন কাষ্ঠ-নির্মিত পুতুল বিশেষ স্থাপন করিয়া, তদ্রূপ মায়াবিরচিত সূত্রের দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ ঘুরাইয়া থাকে।

শ্রীভগবান সর্বান্তর্যামী, ইহা তিনি পূর্বে "সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো" (১৫।১৫) শ্লোকেও বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রুতিতেও পাওয়া যায়;—"একো দেবঃ

সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী, চেতাঃ, কেবলো নির্গুণশ্চ" (শ্বেতাশ্বতর) "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি" "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" "অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্বং"।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"সর্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ" (৪।৮।৪) তিনিই সর্বনিয়ন্তা। তাঁহার নিয়ন্ত্রিত্বেই মায়াযন্ত্রে আরূঢ় জীবসকল সংসারে ভ্রামিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, শ্রীভগবান্ যখন সর্বনিয়ন্তা ও সকলের প্রেরক তখন আমাদের পাপাদি যাবতীয় কার্য্যে তাঁহারই প্রেরণা বুঝিতে হইবে, যেহেতু, জীব অস্বতন্ত্র। তাহা ঠিক নহে। এস্থলে বিচার্য্য বিচার এই যে, জীব স্ব-স্ব কর্মানুসারেই ঈশ্বরেচ্ছায় মায়ার দ্বারা ভ্রামিত হয়। ঈশ্বর কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বকর্তৃত্বে বদ্ধজীবকে ভগবৎ কর্তৃক সেরূপ পরিচালিত হইতে চায়ও না এবং সে ভাগ্য পায়ও না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব—অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥" (মধ্য ২০।১১৭)

শ্রীমদ্ভাগবতের "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ" (২।৮।৫) শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—"তত্রান্তর্য্যামী সদা স্থিতোঽপ্যুদাসীন এব।" শ্রুত্যুক্ত "দ্বাসুপর্ণা" শ্লোকেও পাই, জীব সুখ-দুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করেন; আর শ্রীভগবান্ সাক্ষীস্বরূপ দর্শন করেন। কিন্তু তিনি তদীয় ভক্তগণ পক্ষে সেরূপ উদাসীন না থাকিয়া নিজ সেবায় আকর্ষণপূর্বক সর্বদা প্রভুত্বই করেন। "যথা মহান্তি ভূতানি"—ভাঃ—২।৫।৩৪ শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকাও দ্রষ্টব্য।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্মেও পাই,—

"অতএব পূর্বে দুইটি শ্লোকে সাংখ্যাদি মতে প্রকৃতির পরতন্ত্রতার কথাও স্বভাব-পরতন্ত্রতার কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে নিজের মত বলিতেছেন,—সকল ভূতের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বর অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন,—কি করিয়া? সমস্ত ভূতগণকে নিজশক্তি মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ সেই সেই কর্মে

প্রবৃত্ত করাইতে করাইতে, যেরূপ দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুতুলকে সূত্রধার ভ্রমণ করাইয়া থাকে। অথবা যন্ত্র অর্থাৎ শরীরে আরূঢ় ভূতসমূহ অর্থাৎ দেহাভিমানী জীবসমূহকে ভ্রমণ করাইতে করাইতে—ইহাই অর্থ। শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে আছে, "এক দেব সর্বভূতে গূঢ়, সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতের অধিবাসী, সাক্ষী, চেতা, কেবল ও নির্গুণ।" অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায় "যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়া অন্তরে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, যাহাকে আত্ম জানিতে পারে না, আত্মাই যাঁহার শরীর ইনি তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত ॥ ৬১ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—হে অর্জ্জুন! সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই পরমাত্মা রূপে অবস্থান করিয়া সমস্ত জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় নিজ শক্তির দ্বারা কর্মফলানুসারে ফলদান করিতেছি। কর্মানুসারে তোমার প্রবৃত্তি আমার প্রেরণা স্বয়ংই কার্য্য করিতে থাকিবে ॥ ৬১ ॥

অমৃতবর্ষিনী—পূর্বে দুইটি শ্লোকে সাংখ্যাদি মতে প্রকৃতির পরতন্ত্রতার কথা স্বভাব পরতন্ত্রতার কথা বলিবার পর শ্রীভগবান্ নিজের মত বলিতেছেন,—সক প্রাণীর হৃদয়ের মধ্যে পরমাত্মরূপে অবস্থান করিয়া কর্মানুসারে প্রাপ্ত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণাত্মক যন্ত্রতে আরূঢ় প্রাণিগণকে মায়াদ্বারা পরিভ্রমণ করাইতে থাকেন যেরূপ সূত্রধার যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠের পুতুলকে পরিভ্রমণ করায়। পরমাত্মাবিচা যোগিগণের আরাধ্য তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী অনিরুদ্ধবিষ্ণু ব্যষ্টিজী অন্তর্য্যামীরূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। "বির ব্যষ্টি-জীবের তিঁহো অন্তর্য্যামী। ক্ষীরোদক-শায়ী, তিঁহো পালন কর্ত্তা, স্বামী (চৈঃ চঃ ২০।২৯৫)। "পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহোর কৃষ্ণের এক অংশ। আত্ আত্মা হন কৃষ্ণ—সর্ব অবতংস ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৬১) গীতায় ১০।৪২ শ্লো বলিতেছেন—"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহ কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" হে অর্জ্জুন! অধিক কি বলিব, আমি এক দ্বারা এই সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি। অন্যত্র ৯।২০ "ময়াধ্য প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।" হে অর্জ্জু

আমাকে অধ্যক্ষ বা নিমিত্তরূপে লাভ করিয়া মায়া চরাচর সহিত বিশ্বকে প্রসব করে এবং এই হেতু পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥

(মুণ্ডক ৩।১।১-২, শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬-৭)

সর্বদা সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একটী দেহিরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ জীব দেহকে দেহিজ্ঞানে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অপরজন মায়াধীশ অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন। কর্মফলের ভোক্তা-জীব একই আত্মবৃক্ষে অবস্থিত হইয়া মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল-সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি-জন্য শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য-পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোক-নির্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন করেন।

কৃষ্ণ-বৈমুখ্যই জীবের একমাত্র ক্লেশের কারণ। জীব ও পরমাত্মা বিচার-তত্ত্বদর্শি কৃষ্ণ শ্রীসদ্গুরু কৃপায় গুহ্যতর ঐশ্বরিক-জ্ঞান উপলব্ধি হয়। স্বরূপ-উপলব্ধির পর জীব সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক নিত্য সুষ্ঠু শান্তাদিরস বিচারে পরিনিষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

তমেব শরণংগচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥

অন্বয়—ভারত! (হে ভারত!) সর্বভাবে ন (সর্বতোভাবে) তম্ এব (সেই ঈশ্বরেরই) শরণংগচ্ছ (শরণ গ্রহণ কর) তৎ প্রসাদাৎ (তাঁহার প্রসাদ হেতু) পরাং শান্তিং (পরম শান্তি) শাশ্বতম্ স্থানং [চ] (ও নিত্যধাম) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—হে ভারত! তুমি সর্বতোভাবে সেই অন্তর্য্যামী ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার প্রসাদেই পরমা শান্তি ও নিত্যধাম লাভ করিবে।। ৬২ ।।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—"ইহা জানাইবার প্রয়োজন বলিতেছেন— 'তমেব' ইত্যাদি। 'পরাম্'—অবিদ্যা ও বিদ্যার নিবৃত্তি এবং তাহার পর 'শাশ্বতং স্থানং'—বৈকুণ্ঠ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যাঁহারা অন্তর্য্যামীর উপাসক, তাঁহাদের এই অন্তর্য্যামীতে শরণ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের উপাসক তাঁহাদের ভগবচ্ছরণাপত্তির কথা পরে বলা হইবে। এবং অন্যে নিরন্তর চিন্তা করেন—যিনি আমার ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমাকে ভক্তিযোগ এবং তদনুকূল হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, আমি তাঁহারই শরণাগত, আর কৃষ্ণই আমার অন্তর্যামী, তিনিই আমাকে তত্তদ্ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করুন, আমি তাঁহারই শরণগ্রহণ করিতেছি। যেমন উদ্ধব বলিয়াছেন—ভাঃ—১১।৩৯।৬, 'হে ঈশ, কবিগণ ব্রহ্মার আয়ু লাভ করিলেও প্রবৃদ্ধ আনন্দের সহিত তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া শেষ করিতে পারেন না, যেহেতু তুমি দেহধারিগণের বাহিরে ও অন্তরে আচার্য্য-গুরু ও চৈত্য-গুরুরূপে স্বগতি অর্থাৎ তোমাকে প্রাপ্ত হইবার উপায় প্রকাশিত কর।। ৬২ ।।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—তাহা হইলে কায়াদি-ব্যাপাররূপ সর্বভাবেই সেই ঈশ্বরের তুমি শরণ গ্রহণ কর। তাহাতে কি হইবে? ইহা যদি বল, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'তদিতি' পরাশান্তি—নিখিল ক্লেশ নাশ প্রাপ্ত হইবে এবং শাশ্বত—নিত্যস্থানও প্রাপ্ত হইবে।—'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' ইত্যাদি-শ্রুতি-বর্ণিত তদ্ধাম বিষ্ণুপদ লাভ করিবে। সেই ঈশ্বর আমিই তোমার সখা। 'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' ইত্যাদি আমার পূর্বের উক্তি হেতু, এবং দেবতা, ঋষি প্রভৃতির সম্মতি গ্রহণকারী তুমি অতএব তোমাকর্তৃক 'পরংব্রহ্ম পরংধাম', ইত্যাদি দ্বারা স্বীকৃত আছে বলিয়া, শুধু ইহাই নহে। বিশ্বরূপ দর্শনে প্রত্যক্ষও করিয়াছ, এই হেতু। অতএব আমার উপদেশে অবস্থান কর (পালন কর)।। ৬২ ।।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—হে ভারত! তুমি সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের

শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদেই পরাশান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম লাভ করিবে।

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—ঈশ্বর তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, হে ভারত! তাহা হইলে তুমি সর্বভাবে অর্থাৎ কায়াদি ব্যাপারের সহিত সেই পরমেশ্বরের শরণগ্রহণ কর। তাহার পর কি হইবে? ইহা যদি বল, তবে বলিতেছেন—পরাশান্তি অর্থাৎ নিখিল ক্লেশরহিত এবং শাশ্বত অর্থাৎ নিত্যস্থান লাভ করিবে। 'সেই বিষ্ণুর পরমপদ' ইত্যাদিতে বর্ণিত সেই ধামপ্রাপ্ত হইবে। সেই পরমেশ্বর আমিই তোমার সখা 'সকলের হৃদয়ে আমি সন্নিবিষ্ট থাকিয়া' ইত্যাদি আমার পূর্বে উক্তি হইতে এবং দেবর্ষি প্রভৃতির দ্বারা সম্মত এবং তোমার দ্বারাও 'পরব্রহ্ম পরমধাম' ইত্যাদি বাক্যে স্বীকৃত এবং বিশ্বরূপ দর্শনে প্রত্যক্ষীভূত। সুতরাং আমার উপদেশ মত কার্য্য কর।

এই স্থলে পূর্বশ্লোকে বর্ণিত শ্রীভগবানের অন্তর্য্যামী-স্বরূপের প্রতি সর্বভোভাবে শরণাগতির উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত প্রকার শরণাগতির ফলে, তৎ-প্রসাদে পরাশান্তি ও অব্যয় বৈকুণ্ঠধাম লাভ হয়। অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ অর্চা, অন্তর্য্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—এই পঞ্চবিধরূপে সেবকগণের সেবাবৃত্তির ক্রম বিকাশানুসারে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামী-রূপে শিখায়ে আপনে॥ (মধ্য ২২।৪৭)

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি-উন্মুখী সুকৃতিমান্ জীবকে কৃপা করিবার জন্য মহান্ত গুরুরূপে এবং অন্তর্য্যামীরূপে নিজ শরণাগতি শিক্ষা দিয়া থাকেন॥ ৬২॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—হে ভারত! যে ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ সকলকে ভক্তিযোগ ও তদনুকূলে আমার আত্মার হিতজনক উপদেশ দিতেছেন, সকলে স্ব স্ব স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগপূর্বক গোপীর আনুগত্যে কায়মনোবাক্যে তাঁহারই একান্ত শরণাগত হইয়া নিরুপাধিক কান্তাপ্রেমে তাঁহাকে সেবা করা উচিত তাহা হইলে তাঁহারই কৃপায় নিত্যব্রজধাম প্রাপ্তি ও নিত্যবিস্মররসগত সেবা প্রাপ্তিরূপ পরাশান্তি

লাভ হইবে। সর্বভাবেন সর্বেভাবাঃ "রসাঃ যস্মিন্ তেন অর্থাৎ মধুর রসেন"। "গোপীর আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে, ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দন। রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর, দাস্যবাৎসল্যাদিভাবে নাহিক গোচর" ॥ ৬২ ॥

অমৃতবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে ভারত! পূর্ব শ্লোকে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধবিষ্ণু অন্তর্য্যামীরূপে ব্যষ্টি-জীব হৃদয়ে আমিই অবস্থান করি, আমি সকলকে পরিচালনা করি। অতএব সেই অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী-বিষ্ণু-আমারই শরণাগত হও। আমিই একমাত্র পরব্রহ্ম—

তৈঃ ভৃগু ১অনু—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" পরতত্ত্ব বিচারে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥"

(শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)

সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয় সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই। তিনি পরাৎপর বস্তু। তাঁহার সমান বা অধিক কোন বস্তু নাই। তিনি অবিচিন্ত্যা পরাশক্তির আধার। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী-শক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া-(আনন্দ বা হলাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা। অর্থাৎ পরতত্ত্ব ভগবানই সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তির শক্তিমৎ তত্ত্ব—অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত পুরুষ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরম্ পদম্।" (ঋগ্‌বেদ ১।২২।২০) আকাশে বাধাশূন্য সূর্যের আলোক লাভ করিয়া চক্ষু যেমন সর্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুরপদ সর্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রম-প্রমাদি দোষবর্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরমপদ, তাহা সর্বত্র প্রকাশ অর্থাৎ প্রচার করেন। অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ অর্চ্চা, অন্তর্য্যামী, বৈভব, ব্যূহ এবং পরতত্ত্বরূপে, এই পঞ্চপ্রকারে প্রকাশিত। সুকৃতিমান্ ভক্তি উন্মুখী

জীবকে কৃপা করিবার জন্য মহান্তগুরু ও অন্তর্যামীগুরুরূপে শ্রীভগবান্ শরণাগতি শিক্ষা দান করেন। তাঁহার কৃপায় তুমি পরাশান্তি নিত্যধাম লাভ করিবে ॥৬২॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩॥

অন্বয়—ইতি (এই প্রকারে) গুহ্যাৎ (গুহ্য হইতে) গুহ্যতরং (গুহ্যতর) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) ময়া (আমাদ্বারা অর্থাৎ আমি) আখ্যাতম্ (কথিত হইল অর্থাৎ বলিলাম); এতৎ (ইহা) অশেষেণ (সম্যক্‌রূপে) বিমৃষ্য (আলোচনা করিয়া) যথা (যেরূপ) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) তথা (সেইরূপ) কুরু (কর) ॥৬৩॥

অনুবাদ—এই প্রকারে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম; ইহা সম্যকরূপে আলোচনা করিয়া তোমার যেইরূপ হয়, সেইরূপ কর ॥৬৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—"সমগ্র গীতার তাৎপর্য্য সমাপন করিয়া বলিতেছেন—'ইতি' ইত্যাদি। কর্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ এবং জ্ঞানযোগের 'জ্ঞানং' —ইহা দ্বারা জানা যায়, অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র হইতেও গুহ্যতর অতি রহস্যযুক্ত বলিয়া বশিষ্ঠ, বেদব্যাস, নারদাদি কেহই স্ব-স্ব-প্রণীত শাস্ত্রে প্রকাশ করেন নাই। অথবা তাঁহাদের সর্বজ্ঞতা আপেক্ষিক কিন্তু আমার সর্বজ্ঞতা আত্যন্তিক। অতিগুহ্য বলিয়া এই তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জানেন না, আমিও অতি অতি গুহ্য বলিয়া এই তত্ত্বগুলি তাঁহাদিগকে সম্যক্‌রূপে উপদেশ প্রদান করি নাই, এই ভাব। জ্ঞানোপদেশ অশেষ করিয়া নিঃশেষভাবে বিচার করিয়া নিজ অভিরুচি-অনুসারে যে প্রকারে তাহার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা কর তাহাই কর। এই কথায় শেষ জ্ঞানষট্‌ক (ষড়ধ্যায়) সম্পূর্ণ হইল। সর্ববিদ্যার শিরোরত্নস্বরূপ ষট্‌ত্রয়যুক্ত অর্থাৎ অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক এই শ্রীগীতাশাস্ত্রমহামূল্য রত্নশ্রেষ্ঠ রহস্যতম ভক্তির সম্পুট অর্থাৎ পেটিকাস্বরূপ। প্রথম 'কর্ম' ষট্‌ক সেই পেটিকার কাণক আধারপিধান অর্থাৎ স্বর্ণময় তলদেশের আবরণ; শেষ 'জ্ঞান'-ষট্‌ক সেই পেটিকার ঊর্দ্ধপিধান স্বরূপ; তাহা মনিজড়িত কনকময়। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী

ষট্‌কগত 'ভক্তি' ত্রিজগতের অমূল্য সম্পত্তি, শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা। পেটিকাভ্যন্তরে প্রশস্ত মহামণির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। সেই ভক্তির 'মন্মনা ভব' (১৮।৬৫-৬৬)—ইত্যাদি চতুঃষষ্টী অক্ষরযুক্তা পদ্যদ্বয়ী পেটিকার উত্তর-পিধানার্দ্ধগতা শুদ্ধা পরিচারিকা ইহাই বুঝাইতেছে" ॥৬৩॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয় উপসংহারপূর্বক বলিতেছেন,—'ইতীতি', ইতি পূর্বোক্ত প্রকার জ্ঞানই গীতাশাস্ত্র—জ্ঞান শব্দের অর্থ 'শাস্ত্র' হইল কিরূপে, তাহা বলিতেছেন—"জানা যায় কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সকল ইহার দ্বারা" এই নিরুক্তি হেতু। তাহাই (গীতাশাস্ত্র) আমি তোমাকে বলিয়াছি। গুহ্য রহস্য-মন্ত্রাদি শাস্ত্র হইতেও উহা গুহ্যতর; ইহা গোপন রাখিবে। এই শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিও। এই শাস্ত্রের (গীতাশাস্ত্রের) পর্য্যালোচনায় তোমার মোহ-বিনাশ ও আমার বাক্যে বিশ্বাস হইবে ॥ ৬৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—ইতঃপূর্বে যে ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে বলিয়াছি, তাহা—'গুহ্য'; এখন যে পরমাত্মজ্ঞান তোমাকে বলিলাম, তাহা—'গুহ্যতর'। এইসব অশেষরূপে বিচারকরত তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহা কর। তাৎপর্য্য এই যে, যদি নিষ্কাম-কর্মযোগ-দ্বারা জ্ঞানক্রমে ব্রহ্ম এবং তৎক্রমে আমার নির্গুণ-ভক্তি পাইতে বাসনা কর, তবে নিষ্কাম-কর্মরূপ যুদ্ধ কর আর যদি পরমাত্মার শরণাগত হও, তবে ঈশ্বর-প্রেরিত নিজের ক্ষাত্রস্বভাব হইতে উত্থিত প্রবৃত্তি-সহকারে ঈশ্বরে কর্মার্পণ-পূর্বক যুদ্ধ কর; তাহা হইলে মদবতাররূপ ঈশ্বর তোমাকে ক্রমশঃ নির্গুণা মদ্ভক্তি প্রদান করিবেন। যে প্রকারেই সিদ্ধান্ত কর, তোমার পক্ষে যুদ্ধই শ্রেয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—বর্তমানে শ্রীগীতাশাস্ত্রের উপসংহারপূর্বক বলিতেছেন। পূর্বোক্ত প্রকার জ্ঞানই শ্রীগীতাশাস্ত্র! যাহা দ্বারা কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সিদ্ধান্ত জানা যায়, তাহা আমি সম্যক্ প্রকারে বলিয়াছি। রহস্যমন্ত্রাদি গুহ্যশাস্ত্র হইতেও ইহা গুহ্যতর।—অতএব এই শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিচারপূর্বক যেরূপ

ইচ্ছা সেরূপ কর। এই গীতাশাস্ত্র পর্য্যালোচিত হইলে তোমার মোহ বিনাশ হইবে ও আমার কথাতে অবস্থিতিও হইবে অর্থাৎ আমার উপদেশ মত কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে।

বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীগীতাগ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন। উপসংহারে ইহাই জানাইতেছেন যে, প্রথমে কথিত ব্রহ্মজ্ঞান' গুহ্য ও 'পরমাত্মজ্ঞান' গুহ্যতর এবং "শ্রীভগবজ্জ্ঞান" গুহ্যতম—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥" (আদি ১।৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" (১।২।১১)

এই ত্রিবিধ প্রতীতির মধ্যে ব্রাহ্ম-প্রতীতি অসম্যক্, পরমাত্ম-প্রতীতি আংশিক এবং ভগবৎ-প্রতীতি পূর্ণ। এস্থলে উহাই গুহ্য, গুহ্যতর এবং গুহ্যতমরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার ইহাও পাওয়া যায় যে. শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং বৃন্দাবনে বা গোকুলে পূর্ণতম। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলার সঙ্গী অর্জ্জুনের সহিত পূর্ণস্বরূপেরই পরিচয়।

শ্রীগীতার অষ্টাদশ অধ্যায় তিন ষট্‌কে বিভক্ত। প্রথম ষট্‌কে নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তিযোগ এবং তৃতীয় ষট্‌কে, যাহা এক্ষণে সমাপ্ত করিতেছেন, তাহা জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগ সর্বশেষে কথিত হইয়াছে বলিয়া, উহা সর্বশ্রেষ্ঠ,ইহা কাহারও মনে করা উচিত নহে। ঐরূপ সন্নিবেশের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগের আশ্রয় ব্যতীত কর্ম-জ্ঞান নিরর্থক, সেইজন্য উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থান পূর্বক উভয়কেই সার্থকতা-মণ্ডিত করিতেছেন, কিন্তু শ্রীভক্তিদেবী পরম

স্বতন্ত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণবশকারিণী মহামণি, পেটিকাভ্যন্তরে মহারত্নময়ীস্বরূপে বিরাজমানী বলিয়া মধ্যস্থলে অবস্থিতা, অথবা ইহা গ্রন্থের মলাটের ন্যায় পূর্ব ও উত্তর আবরণের দ্বারা অতি যত্নে সুরক্ষিত হইতেছে। এস্থলে 'গুহ্য' ও 'গুহ্যতর' জ্ঞানের বিষয় বিচারার্থ সুধী সমাজকে প্রদত্ত হইতেছে। সুধীগণ বিচারপূর্বক ব্রহ্ম, পরমাত্ম-বিচারের যে কোনটি বাছিয়া লইতে পারেন, এই ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তদনন্তর গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলিবেন, উহা কিন্তু শ্রীভগবান্ স্বয়ং ভাগ্যবান্ জনকে নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—তোমাকে যে "ব্রহ্মজ্ঞান" বলিয়াছি তাহা 'গুহ্য', এখন যে 'পরমাত্ম জ্ঞান' বা 'ঐশ্বরিক জ্ঞান' তাহা গুহ্যতর ; এখন তুমি আমার উপদিষ্ট গীতাশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর। তুমি যদি নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা জ্ঞানাশ্রয়ে 'ব্রহ্ম' এবং ক্রমপন্থায় আমার নির্গুণ ভক্তি পাইতে ইচ্ছা কর তবে তুমি নিষ্কাম-কর্মরূপ যুদ্ধ কর। ভাবার্থ—এই গীতাশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলেই তোমার মোহজাত যে অজ্ঞান তাহা দূরীভূত হইবে এবং প্রকৃত বস্তুর স্বরূপ অবগত হইয়া যুদ্ধে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইবেই ॥ ৬৩ ॥

অমৃতবর্ষিণী—সমগ্র গীতার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন! সর্বজ্ঞ, পরম কারুণিক, সর্বকারণের কারণ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ, অনাদিরওআদি আমি তোমাকে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ করিলাম।

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা, তাহা গুহ্য ; পরমাত্মা-জ্ঞান যাহা, তাহা গুহ্যতর।

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদে বস্তুতত্ত্ব বিচারে বলিতেছেন,—

"ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥" (১।২।১১) অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে

"তত্ত্ব" বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা, ও তৃতীয় প্রতীতি ভগবান্।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিতেছেন,—ভগবদ্ভক্তগণ ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই অদ্বয়-জ্ঞানবিগ্রহ জানেন—কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ করেন না। অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলার সহিত কৃষ্ণে পার্থক্য বুদ্ধি করিলে বিষ্ণু কলেবরে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়, উহাই অদ্বয়জ্ঞানের অভাব। কৃষ্ণেতর অবিষ্ণুবস্তুতে অদ্বয়জ্ঞানের অভাববশতঃ কৃষ্ণেতর বস্তু কৃষ্ণ হইতে অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান হইতে মায়া বা অজ্ঞান দ্বারা স্বতন্ত্র হইয়া মায়িক বশযোগ্যতা লাভ করায় মায়াবশ বা দ্বৈতজ্ঞানের অধীন। কৃষ্ণবস্তুর যাবতীয় প্রকাশ, বা বিলাসমূর্ত্তি সকলের দ্বিতীয় জ্ঞান নাই সুতরাং তাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া মায়াধীশ। **যোগিগণ** অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ **পরমাত্মার** সহিত শুদ্ধাত্মার অবিমিশ্র কেবল-যোগকেই দ্বিতীয়-জ্ঞান রহিত বলিয়া জানেন। **জ্ঞানিগণ** স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদহীন নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম জানেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

(ব্রহ্ম বিচার) "তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধকিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্মল॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥"
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্বিশেষ।
জ্ঞান মার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ॥

(পরমাত্মা বিচার) "আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়।
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥"

(ভগবদ্ বিচার) "সেইত গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই।
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ-নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্॥
বেদ ভাগবতে উপনিষদ্ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম।
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে সেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ২য় পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যস্থানেও দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

"ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস॥
'ভক্ত্যে' ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।"
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০)

এই সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ বিশেষ প্রণিধানপূর্বক বিচার করিয়া ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবে॥৬৩॥

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥৬৪॥

অন্বয়—সর্বগুহ্যতমং (সমস্ত গোপনীয়-মধ্যে গোপনীয়তম) মে (আমার)

পরমং (সর্বশ্রেষ্ঠ) বচঃ (উপদেশ বাক্য) ভূয়ঃ (পুনরায়) শৃণু (শ্রবণ কর) [ত্বং—তুমি] মে (আমার) দৃঢ়ম্ (অত্যন্ত) ইষ্টঃ অসি (প্রিয় হও), ইতি (এই বোধে) ততঃ (এইজন্য) তে (তোমাকে) হিতং (মঙ্গলের কথা) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥৬৫॥

অনুবাদ—আমার সর্বগুহ্যতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়—এইহেতু তোমাকে হিতোপদেশ করিতেছি ॥৬৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—"তাহার পর অতি গম্ভীর-অর্থ-পরিপূর্ণ গীতাশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে নিস্তব্ধ অবলোকন করিয়া কৃপায় দ্রবীভূত নবনীততুল্য চিত্তবিশিষ্ট ভগবান্ বলিলেন—হে প্রিয় বয়স্য অর্জ্জুন, আমিই আটটি শ্লোকে সর্বশাস্ত্রের সার বলিতেছি। যদি প্রশ্ন হয়, তুমি সেজন্য আর পর্য্যালোচনার কষ্ট করিবে কেন? তাই বলিতেছেন—'সর্ব' ইতি। "ভূয়ঃ" —পুনঃ, পূর্বে-রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছি। "মন্মনা ভব" ইত্যাদি। (১৮।৬৫) এই বচন তাহাই 'পরমং'—সর্বশাস্ত্রের সার যে গীতাশাস্ত্র, তাহারও সার "গুহ্যতমম্"—ইহা হইতে আর কোন গুহ্য নাই, কোথাও নাই। কোথা হইতেও নাই, কোন ভাবেই নাই, উহা অখণ্ড, এই ভাব। পুনরায় বলিবার কারণ বলিতেছেন—'ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়ম্' তুমি আমার অতি প্রিয় সখা, সেইহেতুই তোমার মঙ্গলের কথা বলিব—কেননা, নিজের সখা ব্যতীত কেহই অন্য কাহাকেও অতি রহস্য বলে না, এই ভাব"। "দৃঢ়মতিঃ" পাঠও দেখা যায়" ॥৬৪॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—অনন্তর নিরপেক্ষগণের সাধন ও সাধ্য পদ্ধতির উপদেশ দিবার জন্য প্রথমে তাহাকে (সাধন-সাধ্য পদ্ধতিকে) উপদেশ করিবার পূর্বে সেই পদ্ধতির প্রশংসা করিতেছেন—'সর্বেতি'। সমস্ত গুহ্য-বিষয়ের মধ্যে অতিশয় গুহ্য, এইজন্য ইহাই সর্ব-গুহ্যতম। ভূয় ইতি—রাজবিদ্যাধ্যায়ে 'মন্মনা ভব' ৯।৩৪ ইত্যাদির দ্বারা পূর্বেও আমার অতিপ্রিয়হেতু এবং শেষেও পুনরায় উচ্যমান, সমস্ত সার বস্তুর মধ্যে সার গীতা শাস্ত্রের পরম সারভূত, ইহাই শ্রবণ কর। পুনরায় বলিবার হেতু—'তুমি আমার ইষ্ট—প্রিয়তম, এইজন্য আমার বাক্য দৃঢ়

নিখিল প্রমাণের দ্বারা প্রমাণীকৃত—ইহাই নিশ্চয়রূপে তুমি জ্ঞাত আছ, এজন্য তোমার হিতই বলিব। তোমারও ইহা অনুষ্ঠান করা উচিত ॥৬৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—গুহ্য 'ব্রহ্মজ্ঞান' ও গুহ্যতর 'ঐশ্বরজ্ঞান' তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে গুহ্যতম "ভগবজ্ জ্ঞান" উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি এই গীতা-শাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি, সে সমুদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি—আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্যই আমি বলিতেছি ॥৬৪॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—অনন্তর শ্রীভগবান্ নিরপেক্ষ ভক্তগণের সাধন ও সাধ্য পদ্ধতি উপদেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া সর্ব প্রথমে তাহার প্রশংসা করিতেছেন। সকল গুহ্য-বিষয়ের মধ্যে অতিশয় গুহ্য বলিয়া "সর্বগুহ্যতম" বলিলেন। পুনরায় শ্রবণ কর, এই বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবান্ ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে, রাজবিদ্যাধ্যায়ে 'মন্মনা ভব' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্বেও বলিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার অতিশয় প্রিয় বলিয়া তোমাকে পুনরায় বলিতেছি যে, ইহা শাস্ত্র-সার গীতা-শাস্ত্রের সারভূত। পুনরায় বলার হেতু বলিতেছেন যে, তুমি আমার ইষ্ট অর্থাৎ তুমি আমার প্রিয়তম। আমার বাক্য দৃঢ় নিখিল প্রমাণ-সম্বলিত ইহা নিশ্চয় কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে হিতবাক্য বলিব ॥ তোমার ইহা অনুষ্ঠান করা উচিত। অতিশয় গম্ভীরার্থ পরিপূর্ণ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ণ পূর্বক শ্রীভগবদেকশরণাগতিরূপ সর্বগুহ্যতম উপদেশকে পরম সার বলিয়া বুঝিতে সকলে সক্ষম হইবে না জানিয়া, পরম কৃপাময় শ্রীভগবান্ প্রিয় সখা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া নিজ ভক্ত-কৃপালব্ধ ভাগ্যবান্ জনগণের প্রতিও ইষ্ট অর্থাৎ প্রিয়-জ্ঞানে পরম হিতার্থ এই পরম গুহ্যতম জ্ঞান পুনরায় দিতেছেন। পূর্বে নবম অধ্যায়ে 'রাজগুহ্য', 'রাজবিদ্যা' ইত্যাদি বলিয়া একবার প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেও যদি ভগবদ্ভক্তের কৃপায় আমরা পরম হিতবাক্য, শ্রীগীতা-গ্রন্থ হইতে বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই!

শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকে সাধুমুখবিগলিত শ্রীভগবদ্বার্তা শ্রবণের কথা না বলিয়া-

ছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহো হয়' বলিয়া স্বীকারোক্তি করেন নাই। এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কায়মনোবাক্যে ভগবদ্ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের উপদেশ শ্রবণ না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীভগবদুপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, এবং প্রকৃত মঙ্গলের পথও উদ্ঘাটিত হয় না। এই শ্রীগীতা গ্রন্থের মহামূল্য উপদেশরাজিও যাহারা শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শ্রবণ, পঠনাদি না করে, তাহারা শ্রীভগবদ্বাক্যের প্রকৃত সারার্থ বুঝিতে না পারিয়া, স্বকপোল-কল্পিত অহঙ্কার-বিজৃম্ভিত অসার ও বৃথা বাক্যাড়ম্বরে কালাতিপাত পূর্বক নিজের ও পরের জীবনকে ব্যর্থ করিয়া থাকে ॥৬৪॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—অতি দুর্বোধ্য গীতাশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ অর্জ্জুনকে কৃপাপূর্বক পুনরায় বলিতেছেন, ওহে প্রিয় বয়স্য অর্জ্জুন! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া তোমাকে আর ক্লেশ করিয়া গীতাশাস্ত্রকে পর্য্যালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমি সর্বশাস্ত্রোর্থসার গীতাশাস্ত্রেরও সার গুহ্যতম ও শ্রেষ্ঠ ভগবজ্ জ্ঞান ও উপদেশ অষ্টশ্লোকে তোমাকে এখন বলিব। গুহ্যব্রহ্মজ্ঞান, গুহ্যতর ঐশ্বরিকজ্ঞান পূর্বে বলা হইয়াছে ॥৬৪॥

অমৃতবর্ষিণী—শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র অর্জুনকে গুহ্য-ব্রহ্মজ্ঞান, গুহ্যতর ঐশ্বরিক জ্ঞানের কথা বলিবার পরও অর্জুনের চিত্ত প্রশান্ত-ভাব নহে দেখিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই তোমার আত্যন্তিক কল্যাণের জন্য সকল গোপনীয় অপেক্ষাও অধিকতর গোপণীয় বাক্য পূর্বে বলিলেও অতিগভীর গম্ভীর গীতাশাস্ত্রের সারভূত সর্বগুহ্যতম ভগবজ্জ্ঞান পুনরায় বলিতেছি শ্রবণ কর অর্থাৎ কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্পর্শমাত্র নহে একান্ত-ভাবে পালন কর,—এইভাব ॥৬৪॥

মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫ ॥

অন্বয়—মন্মনা (মৎমনা আমাতে মন নিবিষ্ট, আমাতে তন্ময়া) মদ্ভক্তঃ (আমাতে সেবাপরায়ণ) মদ্‌যাজী (আমাতে পূজাপরায়ণ) মাং নমস্কুরু

(আমাতে প্রণতিপরায়ণ) ভব (হও)। [ইহাদ্বারা] মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (পাইবেই) তে (তোমাকে) সত্যং (সত্যই) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করিতেছি) [যতঃ ত্বং —যেহেতু তুমি] মে (আমার) প্রিয়ঃ অসি (প্রিয় হও) ॥৬৫॥

অনুবাদ—তুমি আমাতেই মন সমর্পণ কর, আমাতেই সেবা পরায়ণ হও, আমাতেই নমস্কার পরায়ণ হও। তাহা হইলেই আমাকেই পাইবে। আমি তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি; যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥৬৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—'মন্মনা ভব'—আমার ভক্ত হইয়া আমাকে চিন্তা কর, কিন্তু জ্ঞানী বা যোগী হইয়া আমার ধ্যান করিও, তাহা নহে, এই অর্থ; অথবা "মন্মনা ভব"—শ্যামসুন্দর, সুস্নিগ্ধ আকুঞ্চিত কুন্তল, সুন্দর ভ্রূ-লতা-বিশিষ্ট মধুর কৃপাকটাক্ষ-বর্ষণকারী মুখচন্দ্রবিশিষ্ট আমাকে, আত্মসমর্পণে যাহার মন, সেইরূপ হও; অথবা কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ অর্পণ কর—তাই বলিলেন—'মদ্ভক্তেন ভব'—শ্রবণ-কীর্তন, আমার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, আমার মন্দিরমার্জ্জন, লেপন, পুষ্প আহরণ, আমার মালা, অলঙ্কার, ছত্র, চামরাদি দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ে আমার ভজন কর অথবা আমাকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি অর্পণ কর, তাই বলিলেন—'মদ্যাজী ভব'—আমার পূজা কর, অথবা আমাকে কেবলমাত্র নমস্কার কর, তাই বলিলেন—'মাং নমস্কুরু'—ভূমিতে নিপতিত হইয়া অষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কর, অথবা আমার চিন্তা, সেবা, পূজা ও প্রণাম—এই চারিটি একত্রে বা ইহার যে কোন একটির অনুষ্ঠান কর। 'মামেবৈষ্যসি'—আমাকেই পাইবে, তুমি মনের প্রদান, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের প্রদান বা গন্ধ-পুষ্পাদি প্রদান কর, তোমাকে আমি আমাকেই দান করিব, ইহা সত্য—তোমারই, এবিষয়ে তুমি সংশয় করিও না। 'সত্য, শপথ ও তথ্য'—এক তাৎপর্য্য বিশিষ্ট—অমরকোষ। যদি বল যে, মথুরার লোক প্রতি কথায় শপথ করে, উত্তর—সত্য, তাই 'প্রতিজানে'—প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—তুমি আমার প্রিয়, কেহ প্রিয় ব্যক্তিকে বঞ্চনা করে না, এই ভাব ॥৬৫॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—এই বাক্যই বলা হইতেছে—"মন্মনা ভবেতি", পূর্বেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—আমার প্রতি একাগ্রতা সহকারে মন সমর্পণ করিলে আমাকে অর্থাৎ নীলোৎপল শ্যামলত্বাদি-গুণসম্পন্ন, তোমার অতিশয় প্রিয় দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই—মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ আমাকে লাভ করিবে। কিন্তু আমার রূপান্তর সহস্রশীর্ষত্বাদিলক্ষণ, অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পরিমাণ অন্তর্য্যামী অথবা নৃসিংহ বরাহাদিলক্ষণ রূপ নহে। তোমাকে আমি নিজেকেই তোমার সখারূপে দান করিব; ইহাই তোমার নিকট সত্য বাক্যরূপ শপথ। সত্য-শব্দের—"সত্যং শপথ-তথ্যয়োঃ" ইহা অমরকোষে নানার্থবর্গে কথিত আছে। এই বিষয়ে কোন সংশয় করিও না; ইহাই ভাবার্থ। প্রশ্ন—যদি বল, তুমি মথুরাবাসী, তোমার এই শপথ বাক্য হইতেও আমার সংশয়ের বিনাশ হইতেছে না; তদুত্তরে বলা হইতেছে—প্রতিজানে—অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াই আমি বলিতেছি। যেইহেতু তুমি আমার প্রিয় হইতেছ। ইহা নিশ্চয়রূপেই জানিবে যে—মথুরাবাসি-ব্যক্তিগণ কখনও স্নেহপরায়ণ মনের দ্বারা প্রিয়জনকে প্রতারণা করে না। বিশেষতঃ পরম প্রিয়জনের কথা আর কি বলিব? ইহাই ভাবার্থ। যাহার আমার প্রতি অতিশয় প্রীতি (স্নেহ ও ভক্তিভাব) আছে, তাহার প্রতি আমারও সেইরকম প্রিয়ভাব থাকিবে। তাহার বিচ্ছেদ আমি সহ্য করিতে অক্ষম। ইহা পূর্বেই আমি বলিয়াছি—"প্রিয়ো হি" ইত্যাদি দ্বারা। অতএব আমার বাক্যে বিশ্বাস কর—তাহা হইলে আমাকেই লাভ করিবে ॥৬৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—ভগবদভক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর; কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ যেরূপ চিন্তা করেন, সেরূপ করিবে না; সমস্ত কর্মেই আমার ভগবৎস্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, তাহা হইলেই তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিত্যসেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই নির্গুণ-ভক্তির উপদেশ করিতেছি ॥৬৫॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—বর্তমানে শ্রীভগবান্ এইসকল বাক্য বলিতেছেন।

পূর্বেই ব্যাখ্যাত যে. আমাতে চিত্ত সন্নিবেশ কর ইত্যাদি বাক্যে আমাকেই নীলোৎপল-শ্যামলত্বাদি-গুণবিশিষ্ট তোমার অতিশয় প্রিয় মনুষ্যাকার দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই পাইবে। কিন্তু আমার সহস্রশীর্ষত্বাদিলক্ষণ বা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অন্তর্যামী বা নৃসিংহ-বরাহাদি লক্ষণ কোন রূপান্তরের স্বরূপকে নহে। তোমাকে আমি তোমার সখারূপ আমাকেই প্রদান করিব, ইহা তোমাকে সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি। ইহাতে তুমি কোন সংশয় করিও না। যদি বল, মথুরাবাসী তোমার শপথ-করণ হইতে আমার সংশয় বিনাশ হইবে না। তদুত্তরে বলিতেছেন,—প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তুমি আমার প্রিয় সুতরাং স্নিগ্ধমনা মথুরাবাসিগণ প্রিয়ব্যক্তিকে প্রতারণা করে না; তারপর তুমি আমার প্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়তম; তোমার কথা আর কি বলিব? যাঁহার আমার প্রতি অতিশয় প্রীতি; তাঁহার প্রতি আমারও সেইরূপ। তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারি না, ইহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে।

শ্রীভগবান বর্তমানে দুইটি শ্লোকে সেই সর্বগুহ্যতম উপদেশ বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীভগবন্মুখবিনিঃসৃত এই বাক্য সর্বশাস্ত্রসাররূপে কথিত হইয়াছে। শ্রীলভাগবতে পাওয়া যায়, শ্রীশৌণকাদি ঋষিগণ শ্রীল সূত গোস্বামী প্রভুকে "সর্ব শাস্ত্রসার কি" এবং 'আত্যন্তিক মঙ্গল কি'? জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীসূত 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে' (১।২।৬) শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভক্তিকেই একমাত্র 'সর্বশাস্ত্রসার' এবং 'আত্যন্তিক মঙ্গল' বলিয়া কীর্তন করিয়াছিলেন; এস্থলেও শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে ভগবদ্ভজনই একমাত্র "সর্বশাস্ত্রসার" ও "আত্যন্তিক কল্যাণময়" বলিয়া, জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ এস্থলে অর্জুনকে নিজ প্রিয় বলিয়া সম্বোধন করায় আমাদের বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার প্রিয়জন ব্যতীত তিনি এই জ্ঞান সাধারণকে প্রদান করেন না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনের আশ্রয়েই আমাদিগকে এই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এখানে শ্রীভগবান শপথপূর্বক বলায় আমাদের কোন

প্রকার সংশয় না থাকে, তাহাই দৃঢ় করিতেছেন। শ্রীভগবান্ সেই সর্ব গুহ্যতম উপদেশ দিতে গিয়া, প্রথম শ্লোকে বলিতেছেন যে, আমার ভক্ত হও অর্থাৎ আমার নাম, রূপ, গুণাদি শ্রবণ-কীর্তনে নিরত হও, এবং আমারই চিন্তা পরায়ণ হও অর্থাৎ মদ্গত-চিত্ত হইয়াই সকল কার্য্য কর, তোমার সকল কার্য্য আমার যজনপর হউক অর্থাৎ আমার যজন ব্যতিরেকে তুমি অন্য কাজ করিবে না এবং আমার যজনরূপকার্য্য তুমি সর্বতোভাবে নমস্কার-বিধানপূর্বকই করিবে অর্থাৎ নিজের অহঙ্কার—সম্পূর্ণ ত্যাগপূর্বক আমার দাসানুদাস হইয়া আমার সেবা করিবে, তাহা হইলে আমাকে পাইবে। শ্রীভগবান্ কতনা করুণামূলে আমাদিগকে স্বচরণে আশ্রয় দিবার জন্য, এই সকল উপদেশ নিজ প্রিয়সখা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া প্রদান করিতেছেন।

জ্ঞানী-যোগিগণও শ্রীভগবানের ধ্যানাদি করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদের সহিত শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্তগণের ধ্যান-যজনাদির পার্থক্য স্পষ্টরূপে বুঝাইতেছেন। জ্ঞানী ও যোগিগণ নিজ নিজ মুক্তিলাভের জন্য উহা করিয়া থাকেন, কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তগণ শ্রীভগবানের প্রীতিমূলেই উহা সম্পন্ন করেন বা করিবেন, এই স্পষ্ট উপদেশ। শুদ্ধভক্তের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম নাই। তাঁহারা নিষ্কাম অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেমের প্রেমিক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥" অন্যত্র পাওয়া যায়,—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" শ্রীলরূপপাদও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ বর্ণনে বলিয়াছেন,—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততে॥
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

এইরূপ শুদ্ধা-ভক্তির আশ্রয়কারিগণই নিঃসংশয়রূপে শ্রীভগবানের পার্ষদগতি লাভ পূর্বক নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। আর জ্ঞানী ও যোগিগণ কিন্তু ধ্যান-যজনাদি করিয়াও শুদ্ধভক্তের কৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে না পারিলে, ভক্তিদেবীর কিঞ্চিৎ

স্বীকারের ফলে বৈকুণ্ঠের বাহিরে ব্রহ্মলোকে সাযুজ্যাদি গতি প্রাপ্ত হন। প্রথম হইতে শুদ্ধভক্তের কৃপায় শ্রীভগবদ্বাক্যের সারার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য লাভ হইলে, তিনি আর শুদ্ধভক্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য পথে গমন করেন না ॥ ৬৫ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—শ্রীভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সর্বশাস্ত্রের সারধর্ম সর্বগুহ্যতম রহস্য শুনাইতেছেন। তুমি ভগবদ্ভক্ত হইয়া মন্মনা অর্থাৎ শ্যামসুন্দর আমাতেই চিত্ত অর্পণ কর, তুমি কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণের ন্যায় আমাকে চিন্তা করিবে না। মদ্ভক্ত অর্থাৎ আমার কথা শ্রবণকীর্তনং আমার মূর্ত্তি দর্শন, আমার মন্দির মার্জন ও লেপন, পুষ্প আহরণ, আমার মালা, অলঙ্কার, ছত্র, চামরাদি দ্বারা, তোমার চক্ষু কর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়ে আমার ভজন পরায়ণ হও; মদ্‌যাজী অর্থাৎ গন্ধ, পুষ্প, দীপ-নৈবেদ্যাদি অর্পণ দ্বারা আমার পূজাপরায়ণ হও, নমস্কুরু অর্থাৎ ভূমিতে নিপতিত অষ্টাঙ্গ অথবা পঞ্চাঙ্গ হইয়া প্রণাম কর। অথবা আমার চিন্তা, সেবা, পূজা এবং প্রণাম এই চারিটি একত্রে অথবা ইহার যে কোন একটীর অনুশীলন কর। তাহা হইলেই তুমি আমার সচ্চিদানন্দবিগ্রহের নিত্য সেবকত্বলাভ করিবে। যদিও মথুরার লোক প্রতি কথায় শপথ করে তথাপি তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই তোমার প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি। যেহেতু প্রিয়কে কেহই প্রতারিত করে না ॥ ৬৫॥

অমৃতবর্ষিণী—নবনীত তুল্য শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনকে গুহ্য, গুহ্যতর জ্ঞান উপদেশ করিবার পরও তাঁহার অন্যমনস্কভাব অর্থাৎ তূষ্ণীভাব লক্ষ্য করিয়া সখার আত্যন্তিক কল্যাণবিধানের জন্য সর্বগুহ্যতম বাণীদ্বারা মোহ বিনাশ-পূর্বক সচেতন করিবার চেষ্টায় বলিতেছেন—তুমি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি আমাতে মন সমর্পণ কর; কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ যেরূপ ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী হইয়া অর্থাৎ আপন আপন মনোবাসনা পূরণের জন্য অশান্ত হইয়া কৃচ্ছ্রসাধনাদি দ্বারা আমায় চিন্তা করে সেরূপ নহে। "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত ॥" শিখিপিঞ্ছধারী শ্যামসুন্দর, দ্বিভুজমুরলীবদন, রাসরসিক, গোকুলরঞ্জন আমাতেই "মন্মনাভব" অর্থাৎ সহস্রশীর্ষ, অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অন্তর্য্যামী অথবা রাম, নৃসিংহ, বরাহাদি অবতারলক্ষণ রূপ নহে একমাত্র "রসো বৈ সঃ" আমাতেই—

মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ১০।৯

আমাতেই সমর্পিত চিত্ত, আমাতেই অর্পিত প্রাণ, আমারই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-লাবণ্যাদি পরস্পর আলাপ-আলোচনাদিতে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণরূপ ভজনের দ্বারা পীযূষপানের ন্যায় পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হয়। মন্মনা=মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণাঃ একই তাৎপর্য্যভুক্ত। মন=মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ; চিত্ত=মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর বিচারে ভেদ আছে ; চিত্তও মনের ক্রিয়াবিশেষ অতএব "মন্মনাভব" "মচ্চিত্তা" একই ভাববিশেষ। মদ্গত প্রাণ অর্থাৎ জল বিনা মৎস্য যেমন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না তদ্রূপ ; অর্থাৎ তন্ময়তা লাভ করে। প্রাণ=প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান পঞ্চবায়ু ; মদ্গতপ্রাণা অর্থাৎ তন্ময়তা প্রাপ্ত অবস্থা, যেমন কাঁচপোকা কর্তৃক বিবর মধ্যে প্রবিষ্ট আরসুলা ভয় দ্বারা তন্ময়তা লাভ করিয়া তৎ-সারূপ্য লাভ করে। স্নেহ, দ্বেষ ও ভয় দ্বারা একাগ্রতা বা তন্ময়তা লাভ হয়।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥

ভাঃ ১০ স্কঃ ২৯।১৫

যাঁহারা নিত্য কিঞ্চিন্মাত্র সম্বন্ধমাত্রেও যদি সর্বচিত্তাকর্ষক সর্বদোষহারী শ্রীকৃষ্ণে কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য অথবা সৌহার্দ বিধান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তন্ময়তা অর্থাৎ তত্তদ্ভাবসমুচিত আবির্ভাব ও তদেকস্ফূর্তি বা তদাসক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "মদ্ভক্তোভব"—আমার নাম-রূপ-গুণ লীলাদি শ্রবণ, কীর্তন, আমার মূর্ত্তি-দর্শন, আমার মন্দির-মার্জন, লেপন, পুষ্প-আহরণ, আমার মালা-গ্রন্থন,

অলঙ্কার, ছত্র, চামরাদির দ্বারা ব্যজন, চক্ষু কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকাদি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা কর, দীপ, গন্ধ, পুষ্প-নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা কর। "মাং নমস্কুরু"—জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই সাষ্টাঙ্গ অথবা পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণাম করিবে অর্থাৎ একমাত্র আমারই প্রীতির অনুকূলে কার্য্য করিবে। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

সংশয়যুক্ত তুষ্ণীভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীঅর্জ্জুনের মোহ বিনাশের জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "সত্যং তে প্রতিজানে" বলিতেছেন অর্থাৎ তোমাকে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি। অঘটনঘটনপটীয়সীগুণময়ী দৈবীমায়া দুষ্পারা, এবং এরূপ প্রবলা যে, তাহাকে অতিক্রম করা বা জয় করা অতীব সুকঠিন। এইজন্যই শ্রীঅর্জ্জুনের মোহ বিনাশের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া অভয় প্রদান করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের জাড্য বিনাশকারী স্বরূপোদ্বোধক চেতনাময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া পরবর্তীকালে অর্জ্জুন স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

একান্ত ভক্তের জন্য শ্রীভগবান কৃষ্ণ কতখানি করুণা বিগলিত হৃদয় ইহা উপলব্ধি করা, একমাত্র তাঁহার করুণা-সাপেক্ষ॥ ৬৫॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬॥

অন্বয়—সর্বধর্মান্ (বর্ণাশ্রমাদি-ধর্মসমূহ) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) একম্ (একমাত্র) মাং (আমাকে) শরণং ব্রজ (শরণ লও) অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্বপাপেভ্যঃ (সকল প্রকার পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত অর্থাৎ উদ্ধার করিব) মা শুচঃ (তুমি শোক করিও না)॥ ৬৬॥

অনুবাদ—(সর্বগুহ্যতম কথা বলিতেছেন) বর্ণাশ্রমাদি সকল প্রাকৃত বর্ণাশ্রমাদি বিধিধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না॥ ৬৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—যদি প্রশ্ন হয় যে, তোমার ধ্যানাদি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, তাহা কি স্বীয় আশ্রম-ধর্মানুষ্ঠান-সহকারে বা কোন ধর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া কেবল ধ্যানাদি কর্ম্মের আচরণ করিব? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সর্বধর্মান্"—সকল প্রকার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। "পরিত্যাগ করিয়া" শব্দের অর্থ 'সন্ন্যাস করিয়া' ব্যাখ্যা করিতে হইবে না,—কারণ অর্জুন ক্ষত্রিয় বলিয়া তাঁহার সন্ন্যাসে অধিকার নাই, আর অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অন্য সকল লোককেই ভগবান্ এই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও বলা উচিত নহে। লক্ষ্যভূত অর্জুনের প্রতি উপদেশ যোজনা উচিত হইলে অন্যের প্রতিও উপদেশ বাক্য আরোপের সম্ভাবনা, অন্যপ্রকার অসম্ভব। 'পরিত্যজ্য' শব্দের ফলত্যাগই তাৎপর্য্য এরূপ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। এই বাক্যের —ভাঃ—১৫।৫।৪১, ১১।২৯।৩৪, ১১।২০।২৯, ১১।১১।৩২—"যিনি সমস্ত আত্মার সহিত, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া, শরণীয় মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত (জীব), আত্মীয়জন ও পিতৃগণের ঋণমুক্ত হ'ন।" "মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তিনি আমার ইচ্ছায় যোগী, জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞান সম্পন্ন হ'ন। অনন্তর অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত সমান ঐশ্বর্য্য লাভের উপযুক্ত হ'ন।" 'যতদিন পর্য্যন্ত না বিষয়ে নির্বেদ জন্মে বা আমার কথায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয় ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মআচরণ করিতে হইবে।' 'মদীয় বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ জানিয়াও সর্বধর্মপরিত্যাগ পূর্বক যিনি আমার সেবা করেন তিনি উত্তম সাধু বলিয়া গণ্য'। এই সকল ভগবদুক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করা অবশ্যই আবশ্যক। এস্থলে যে 'পরি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তদ্দ্বারাও সূচিত হইতেছে যে, কেবল ফলত্যাগ লক্ষিত নহে। অতএব একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর; ধর্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্য দেবতাদির শরণ গ্রহণ করিতে হইবে না, এই অর্থ। পূর্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে সর্বশ্রেষ্ঠা আমার অনন্যা-ভক্তিতে তোমার অধিকার নাই, তাই—'যৎকরোষি যদশ্নাসি'—(৯।২৭) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আমি তোমাকে

কর্মামিশ্রা-ভক্তিতে অধিকারী জানাইয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি অতিকৃপাপূর্বক তোমাকে অনন্যা-ভক্তিতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সেই অনন্যাভক্তি যাদৃচ্ছিক আমার ঐকান্তিক ভক্তের একমাত্র কৃপাদ্বারাই লভ্য। এই লক্ষণযুক্ত যে মৎকৃত প্রতিজ্ঞা তাহাও ভীষ্মযুদ্ধে নিজ প্রতিজ্ঞা খণ্ডনের ন্যায় (তোমাকে অধিকার দেওয়া হইল), এই ভাব। আমার আজ্ঞানুসারে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মত্যাগ করিলে তোমাকে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে না। আমিই বেদরূপে নিত্যকর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে স্বরূপেই অর্থাৎ নিজরূপেই তাহা ত্যাগ করিবার আদেশ করিতেছি। অতএব নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করিলে কিরূপে তোমার পাপ সম্ভব হইবে? প্রত্যুত অতঃপর নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করিলেই তোমাকে সাক্ষাৎ মদাজ্ঞালঙ্ঘন-জনিত পাপভাগী হইতে হইবে, ইহাতে অবহিত হও। কারণ যে ব্যক্তি যাহার শরণাগত হয়, সে মূল্যদ্বারা ক্রীত পশুর ন্যায় অধীন থাকে। সেই প্রভু তাহাকে যাহা করান, সেই তাহাই করে; যেস্থানে রাখেন, সেই স্থানেই থাকে; যাহা খাইতে দেন, তাহাই ভোজন করে—ইহাই শরণগ্রহণলক্ষণধর্মের তত্ত্ব। বায়ু পুরাণে কথিত আছে যে—'অনুকূলভাবের সঙ্কল্প, প্রতিকূলভাবের বর্জন, আমাকে রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস, পালকত্বে বরণ, আত্ম-নিবেদন ও অকার্পণ্য—এই ছয় প্রকার শরণাগতি। ভক্তিশাস্ত্র-প্রতিপাদিত স্বকীয় অভীষ্ট দেবতার প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তিই 'আনুকূল্য', তাহার বিপরীত 'প্রাতিকূল্য', তিনিই আমার রক্ষক তদ্ব্যতীত আর কেহই নাই, এইরূপ ভাবের নাম "ভর্তৃত্বে বরণ"; 'রক্ষিষ্যতি'—নিজরক্ষাকার্য্যের প্রতিকূল বস্তু উপস্থিত হইলেও তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন এইরূপ, দ্রৌপদী-গজেন্দ্রাদির ন্যায় 'বিশ্বাস'; স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সহিতই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করাই 'নিক্ষেপণ'। অন্য কোনও স্থানে আপনার দৈন্য জ্ঞাপন না করাই 'অকার্পণ্য'। যাহাতে এই ষড়্‌বিধ বস্তুর ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠান তাহাই শরণাগতি। অতএব অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যদি আমি তোমার শরণাগত হইয়াই থাকি, তাহা হইলে তোমাকে কথিত মঙ্গলই হউক আর অমঙ্গলই হউক, যাহা হয়, তাহাই আমার

কর্তব্য। তাহার মধ্যে যদি তুমি আমার কেবল ধর্মই করাও তাহা হইলে চিন্তার কোনই কারণ নাই; কিন্তু যদি তুমি ঈশ্বর বলিয়া স্বৈরাচার হইয়া অধর্মে প্রবর্তন কর, তাহা হইলে আমার কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি। তোমার প্রাচীন এবং অর্বাচীন অনুষ্ঠিত যাবতীয় পাপ সঞ্চিত আছে বা আমি তোমাকে যাহা করাইব, সেই সকল পাপ হইতে তোমাকে মুক্তি করিব। অন্য শরণ্যের (আশ্রয়ের) ন্যায় আমি পাপ মোচনের অসমর্থ নহি, এইভাব। তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই আমি লোকমাত্রকেই এই শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করিতেছি। 'মা শুচঃ'—আপনার বা পরের জন্য শোক করিওনা,—তুমি প্রভৃতি যে কোন লোক মচ্চিন্তাপরায়ণ সর্বপ্রকার নিজ ও পরধর্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হইয়া সুখেই অবস্থান করুক! তাহার পাপমোচনভার, সংসার-মোচন-ভার এবং মৎপ্রাপ্তির উপায়-বিধান-ভার আমিই প্রতিজ্ঞাপূর্বক গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব? তাহার দেহযাত্রা নির্বাহ করিবার ভারও গ্রহণ করিতে আমি অঙ্গীকৃত। আমি পূর্বে বলিয়াছি—গীঃ—৯.২২ 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তঃ' ইত্যাদি।

আহা, এত গুরুভার আমি আমার প্রভুর উপর অর্পণ করিয়াছি, এইরূপ মনে করিয়া শোক করিও না, ভক্তবৎসল ও সত্যসঙ্কল্প আমার এইরূপ ভার গ্রহণে লেশমাত্র আয়াসেরও (ক্লেশের) সম্ভাবনা নাই। ইহার পর অধিক আর কোন উপদেশ করিবার আবশ্যকতা নাই, অতএব এই শাস্ত্র সমাপ্তীকৃত হইল॥ ৬৬॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—প্রশ্ন—যজন ও প্রণামাদি তোমার শুদ্ধা-ভক্তি; প্রাক্তন কর্মের অনুরূপ অনন্তপাপের দ্বারা কলুষিতমনা পুরুষ সেই শুদ্ধা ভক্তিকে কি করিয়া লাভ করিবে? যতদিন পর্য্যন্ত তোমার প্রতি ভক্তির উদ্রেকের বিরোধী অনন্ত পাপগুলি যথাবিধি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্মের দ্বারা এবং স্ববিহিত ধর্মকর্মদ্বারা নষ্ট করিতে না পারিবে? ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—'সর্বেতি'। প্রাক্তন পাপ-নাশক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কৃচ্ছ্রাদি ব্রতগুলি এবং অন্যান্য সমস্ত বিহিত ধর্মগুলি স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নৃসিংহ-রামচন্দ্রাদি বহুরূপে

আবির্ভূত, বিশুদ্ধ ভক্তিগোচর, সৎ অর্থাৎ অবিদ্যাপর্য্যন্ত সমস্ত কাম-বিনাশক এবং সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ লও। কিন্তু আমাভিন্ন শিবাদির নহে। আমি শরণ্য—শরণাগতের বন্ধু, সর্বেশ্বর বলিয়া পূর্বজন্মের সমস্ত পাপ অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম হইতে সেই শরণাগতকে মোচন করিব, ইহাই পরম্পর (ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে) কর্তব্যতা দেখান হইয়াছে। তুমি শোক করিও না অর্থাৎ অল্পায়ুঃসম্পন্ন-আমি হৃদয়ের বিশুদ্ধি ইচ্ছা করিয়া বহুকাল-সাধ্য দুষ্কর সেই চান্দ্রায়ণাদি কিরূপে অনুষ্ঠান করিব—এই জাতীয় শোক করিও না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে,—আমার শরণাগতির দ্বারাই নিখিল পাপ নাশ হয় বলিয়া, সেই পাপাদি-নাশের জন্য কৃচ্ছ্রাদি চান্দ্রায়ণ ব্রতের আচরণ-প্রয়াস করা, আমার প্রপন্ন ভক্তদের প্রয়োজন হইবে না। শ্রুতিও এইরকম বলিয়াছেন—"কর্মের দ্বারা নহে, সন্তান উৎপাদনের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে" ইতি। শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যানযোগ হইতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, ইতি এইরূপ আরও। ভগবানের প্রতি সনিষ্ঠ ভক্তদিগের হৃদয়ের বিশুদ্ধির জন্য এবং পরিনিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তি-সম্পন্নদিগের লোকরক্ষা ও শিক্ষার জন্য যথাযথভাবে ধর্মকর্মাদি করিবার ব্যবস্থা লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য "তমেতম্" ইত্যাদি হইতে—"সত্যের দ্বারা লভ্য ও তপস্যার দ্বারাই নিশ্চিতরূপে এই আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায়।" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও। যদি বল, বিহিত কর্মের পরিত্যাগে প্রত্যবায়রূপ পাপ হইবে—এই জাতীয় শোক করিও না—এইরকম ব্যাখ্যা করা এখানে সঙ্গত নহে। কারণ বেদের নির্দেশ-অনুসারে অগ্নিহোত্রাদি-যজ্ঞ ত্যাগ-বিষয়ে যতি (সন্ন্যাসী) ব্যক্তির মত, পরমেশ্বরের নির্দেশ-হেতু সেই কর্ম-ত্যাগে তাঁহাতে প্রপত্তিমান্ ব্যক্তির সেই পাপের কোন সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু পরমেশ্বরের নির্দেশকে অতিক্রম করিলে দোষই হইবে। যদি বল, স্বভাবতঃ বা স্বরূপতঃ বিহিত কর্মের ত্যাগে প্রত্যবায় (পাপ) হইবে—অতএব সমস্ত ধর্ম ফলত্যাগ করিবে, এইরূপ ব্যাখ্যা কর্তব্য; ইহাও ঠিক নহে। ফলের ত্যাগে তাহার কোন আপত্তি (পাপ) হয় না। অতএব সিদ্ধান্ত—আমার শরণাগত

ভক্তের স্বরূপতঃ ধর্ম-ত্যাগ বিহিত। যদি বল (নহি কশ্চিৎ)।—ইত্যাদি ন্যায়ের দ্বারা স্বধর্মের অনুষ্ঠানের আপত্তি হইতেছে, তাহাও নহে। কারণ ভগবানের যজন ও ভজনাদি-নিরত ব্যক্তির পক্ষে সেই ন্যায়ের দ্বারা তাহার আপত্তি হয় না। অতএব সিদ্ধান্ত—সনিষ্ঠ ভক্তগণের আত্মার অনুভব এবং পরিনিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তগণের পরমাত্মার অনুভব পর্য্যন্ত যেমন ধর্মাচরণের (ব্যবস্থা আছে) তেমন ভগবৎ-প্রপত্তিশীল ব্যক্তির প্রপত্তি শ্রদ্ধার অন্ত পর্য্যন্তই। এই প্রকারই শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে বলা হইয়াছে—যথা "ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মগুলি করা কর্ত্তব্য, যতদিন পর্য্যন্ত নির্বেদ (বৈরাগ্য) লাভ না হয় অথবা মৎকথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে।" আরও কথিত আছে, "আমার প্রোক্ত জ্ঞানের প্রতি একনিষ্ঠ অথবা সংসারে ও ভোগবাসনায় বিরক্ত অথবা আমার ভক্ত অথবা কোন রকম অপেক্ষা যার নাই (নিষ্কাম) তিনি স্ব স্ব ধর্মের সহিত আশ্রমগুলিকে ত্যাগ করিয়া বিধিরহিতভাবে বিচরণ করিবেন। ইতি।" এইরূপ শরণাগতি শব্দের বাচ্য প্রপত্তি ছয়টী অঙ্গ-বিশিষ্ট যথা—অনুকূলের গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস, তাঁহাকে রক্ষকরূপে বরণ ও আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্য—এই ছয় প্রকার শরণাগতি; ইহা বায়ু পুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে আনুকূল্য শব্দের অর্থ—ভক্তিশাস্ত্রবিহিত, হরির অভিরুচিমূলক প্রবৃত্তি; তাহার বিপরীত প্রাতিকূল্য। আত্মনিক্ষেপ—এই শরণ্যে একান্তভাবে নির্ভরশীলতা, কার্পণ্য—অনুধর্ষ (সঙ্কোচক কার্য্য)। কোন কোন গ্রন্থে পাঠ আছে—নিক্ষেপণ অর্থাৎ অকার্পণ্য; তন্মধ্যে কার্পণ্য শব্দের অর্থ; সেখানে কৃপণতা—(শব্দের অর্থ) —নিজ অপেক্ষা— অন্যত্র নিজের দৈন্যপ্রকাশ। প্রস্ফুট (সহজ) অন্যগুলি ॥ ৬৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বরজ্ঞান-লাভের উপদেশ-স্থলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম, যতিধর্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদিধর্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যতপ্রকার ধর্ম বলিয়াছি, সে সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক ভগবৎ-স্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর; তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ তথা পূর্বোক্ত ধর্ম-পরিত্যাগের যে সকল পাপ সেসমু য়দ

হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্মা বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে। ধর্মাচরণ, কর্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি, তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস, কিছুই আবশ্যক হয় না। বদ্ধাবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম করিবে, কিন্তু সেই কর্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা ত্যাগপূর্বক ভগবৎ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অবলম্বন কর। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরি-জীব জীবন-নির্বাহের জন্য যত প্রকার কর্ম করে, সে সমুদায়ই উক্ত তিনপ্রকার নিষ্ঠা হইতে অথবা ইন্দ্রিয়সুখনিষ্ঠারূপ অধম-নিষ্ঠা হইতে অনুষ্ঠান করে। অধমনিষ্ঠা হইতেই অকর্ম ও বিকর্ম; তাহা—অনর্থজনক। তিন প্রকার উত্তম নিষ্ঠার নাম—ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা। বর্ণাশ্রম ও বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত কর্মই এক-এক-প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক-এক-প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয়। তাহারা যখন ব্রহ্মনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন কর্ম ও জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়; যখন ঈশ্বর-নিষ্ঠার অধীন হয়, তখন ঈশ্বরার্পিত কর্ম ও ধ্যানযোগাদি-রূপ ভাবের উদয় হয়; যখন ভগবন্নিষ্ঠার অধীন হয়, তখন শুদ্ধা বা কেবলা-ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব এই ভক্তিই গুহ্যতম তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন,—ইহাই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত, ইহাদিগের জীবন একই প্রকার হইলেও নিষ্ঠাভেদে ইহারা—অত্যন্ত পৃথক্ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, যজন-প্রণতি প্রভৃতি শ্রীভগবানের শুদ্ধা-ভক্তি প্রাক্তনকর্মরূপ অনন্ত পাপ-মলিন-হৃদয়বিশিষ্ট পুরুষ কি প্রকারে অনুশীলন করিতে পারিবে? যেকাল পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের ভক্তির বিরোধী সেই অনন্ত পাপ কৃচ্ছ্রাদি-প্রায়শ্চিত্ত এবং বিহিত ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত না হইবে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—প্রাক্তন পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কৃচ্ছ্রাদি এবং বিহিত ধর্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া নৃসিংহ, দাশরথী-রাম প্রভৃতিরূপে বহু প্রকারে আবির্ভূত বিশুদ্ধভক্তির দ্বারা গোচরীভূত, অবিদ্যা পর্য্যন্ত সর্বকাম-বিনাশক একমাত্র সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট

শরণ গ্রহণ কর কিন্তু আমা ব্যতীত শিতিকণ্ঠাদি অর্থাৎ শিবাদির শরণ নহে। শরণ্য সর্বেশ্বর আমি শরণাগত তোমাকে প্রাক্তন সমস্ত কর্ম ও পাপ হইতে মোক্ষপ্রদান করিব; ইহা আমাদের পরস্পরের কর্তব্যতা। তুমি শোক করিও না। অর্থাৎ হৃদ্বিশুদ্ধিকামী অল্পায়ু আমার দ্বারা দীর্ঘকালসাধ্য দুষ্কর কৃচ্ছ্রাদি ব্রত কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হইবে? এই প্রকার শোক করিও না। এস্থলে আমার প্রপত্তির দ্বারাই নিখিলদোষ বিনাশের নিমিত্ত কৃচ্ছ্রাদি-প্রয়াস আমার শরণাগতের প্রয়োজন হয় না—ইহাই বলিলেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—প্রজা, ধন, প্রভৃতির দ্বারা নহে কেবল ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ধ্যানযোগেই হইয়া থাকে ইত্যাদি সনিষ্ঠগণের হৃদয় বিশুদ্ধির নিমিত্ত ও পরিনিষ্ঠিতগণের লোকসংগ্রহের জন্য যথাযথ কর্তব্যরূপ ধর্ম এই সকল হইতে এবং সত্যের দ্বারা লভ্য, তপস্যার দ্বারা এই আত্মা লভ্য ইত্যাদি শ্রুতি হইতে। বিহিত-ত্যাগে প্রত্যবায়-লক্ষণ পাপ হইবে না; সুতরাং এই জাতীয় শোক ত্যাগ কর। যেমন বেদের নির্দেশে যতির অগ্নিহোত্রাদি ত্যাগে প্রত্যবায় হয় না; সেইরূপ পরমেশ্বরের নির্দেশে সেই সকল ত্যাগে শরণাগত ভক্তের পাপ বা প্রত্যবায় নাই। পরন্তু শ্রীভগবানের আদেশ অতিক্রম করিলে সেই দোষের আপত্তি হইবে; স্বস্বরূপতঃ বিহিত-ত্যাগে প্রত্যবায়-আপত্তি হয়, ইহা ঠিক নহে। যেহেতু তাহাতে সর্বধর্ম-ফল ত্যাগ হয়। অতএব ফল-ত্যাগে তাহার আপত্তি ঘটে না। সেইহেতু শরণাগতের স্বরূপতঃ ধর্মত্যাগই বিহিত থাকে। 'ন চ ন হি কচিৎ' ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে স্বধর্মের অনুষ্ঠানাপত্তি তাঁহার যজনাদি-নিরত ব্যক্তির সেই ন্যায়ানুসারেই তাহার অনাপত্তি। সনিষ্ঠগণের আত্মানুভব পর্য্যন্ত এবং পরিনিষ্ঠিতগণের পরমাত্মানুভব পর্য্যন্ত যে প্রকার ধর্মাচরণ, সেইপ্রকার শরণাগতের প্রপত্তি শ্রদ্ধাপর্য্যন্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধেও এইরূপ কথিত হইয়াছে—"সেইকাল পর্য্যন্তই কর্ম করিবে, যেকাল পর্য্যন্ত নির্বেদ না হয়, অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে।" "জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত অথবা নিরপেক্ষ আমার ভক্ত নিজ আশ্রমাদির চিহ্ন পরিত্যাগ পূর্বক বিধির অতীত হইয়া বিচরণ করিবেন।" এই শরণাগতি-শব্দে উল্লিখিতা প্রপত্তি ছয় প্রকার।

"অনুকূল বিষয়-স্বীকার, প্রতিকূল বিষয়-বর্জন, শ্রীভগবান্ আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস, গোপ্তারূপে বরণ এবং আত্মনিবেদন ও দৈন্য এই ষড়্‌বিধা শরণাগতির বিষয় বায়ুপুরাণে পাওয়া যায়। ভক্তিশাস্ত্রবিহিত শ্রীহরির রোচমানা প্রবৃত্তিই আনুকূল্য; আত্মনিক্ষেপ-শব্দে শরণ্য শ্রীভগবানে আত্মনির্ভর; কার্পণ্য শব্দে অনৃধর্য অর্থাৎ পরাভব-স্বীকার। নিক্ষেপ অর্থাৎ অকার্পণ্য এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। সেস্থলে কার্পণ্য অর্থে অন্যের প্রতি নিজ দৈন্যপ্রকাশ। অন্য সকল সহজ।

বর্তমানে শ্রীভগবান্ পূর্বশ্লোকে বর্ণিত তাঁহার ধ্যান-যাজনাদিরূপ শুদ্ধভক্তিযোগ-আচরণকারীকে সর্বধর্মপরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র তাঁহার শরণাগতি-আশ্রয় করিতে উপদেশ করিতেছেন। এস্থলে 'সর্বধর্ম' অর্থে বর্ণাশ্রমাদি, কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি, দেবতান্তরযজনাদি, শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতিরিক্ত যাবতীয় ধর্মাদিকে লক্ষ্য করে। শ্রীকৃষ্ণৈক শরণরূপ পরমধর্ম যাজনে কাহারও দুর্বলতা প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কার পরম কৃপালু শ্রীভগবান্ সর্বপাপ হইতে মুক্তি দিবার প্রতিশ্রুতিও দিতেছেন। এমন কি, অপরধর্ম-ত্যাগকারীকে শোক করিতে নিষেধ করিতেছেন।

শ্রীগীতা-শাস্ত্রের এই শ্লোক সর্বগুহ্যতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা হইলেও, শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট 'সাধ্য-সাধনতত্ত্ব' নির্ণয় প্রসঙ্গে এই শ্লোক উল্লেখ করিয়াছিলেন, তখন কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকেও বাহ্য বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছিলেন। কারণ নির্গুণা-সাধ্যাভক্তিতে যে বর্ণাশ্রম-ধর্মাদি পরিত্যাগের দৃষ্টান্ত আছে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সুখপরতার জন্যই স্বরূপতঃ ত্যাজ্য হইয়া পড়ে, সেখানে কাহারও প্রেরণায় বা প্রতিশ্রুতির অপেক্ষা থাকে না। যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম। অকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥" আরও পাওয়া যায়—"শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় 'প্রেমা' উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥ অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি 'জ্ঞান' 'কর্ম'। আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥" (মঃ ১৯পঃ)। কিন্তু যে স্থলে জীবের অস্মিতা ব্রহ্মাণ্ডান্তবর্তী থাকায়, দেহাভিমানবশতঃ ঐ সকল ধর্মত্যাগে পাপের ভয়

থাকে বলিয়া শ্রীভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইতেছে যে, সর্বধর্মত্যাগজনিত "সর্বপাপ হইতে আমি মুক্তি দিব', উহাতে শোকের বিষয় থাকে বলিয়া, 'তুমি শোক করিও না'—এইরূপ আশ্বাসও পুনরায় দিতেছেন. উহাই বাহ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শুদ্ধা-ভক্তির লক্ষণে জীবের শুদ্ধকৃষ্ণৈক দাস্যরূপ অস্মিতা প্রবল থাকায়, স্বতঃই বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যক্ত হয়, সেইরূপ স্বরূপতঃ ত্যাগে কোন দোষ হয় না পরন্তু তিনিই সত্তম। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ ন তু সত্তমঃ॥" (১১।১১।৩২)

অর্থাৎ মদীয় বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট স্বধর্ম-সমূহের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ জানিয়াও তাদৃশ ধর্ম মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক বলিয়া, মদ্ভক্তিবলেই সর্বসিদ্ধি হইবে, ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া সর্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক যিনি আমার সেবা করেন তিনিই সত্তম।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্মে পাই,—"কর্মমিশ্র ভক্তিমান্—সৎ, জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমান্—সত্তম এবং জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তিমান্—সত্তম। কর্মমিশ্র—ভক্তিমান্ আরূঢ়দশায় জ্ঞানমিশ্রী-ভক্তি লাভ করেন, অতঃপর পাকদশায় ভক্তির প্রাবল্যে জ্ঞানে অনাদর হয়। তখনই তিনি জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তিমান্ সত্তম।" কেবলা-ভক্তিতে কর্মজ্ঞানাদির কোন আবরণ নাই। ইহা নির্মলা এবং অন্তরায়-বিহীনা। জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তিমান্ সিদ্ধদশায়—সত্তম, আর কেবলা-ভক্তিমান্ কিন্তু সাধনদশাতেই—সত্তম।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও নারায়ণ ব্যূহস্তবে কথিত হইয়াছে,—

"যে ত্যক্ত লোক ধর্মার্থাঃ বিষ্ণুভক্তিবশংগতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যে করয়ে প্রভু, আজ্ঞা-পালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার।"

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের আবির্ভাবের পর শ্রীকর্দম ঋষি গৃহে অবতীর্ণ প্রভুকে পরিত্যাগপূর্বক ভজনীয় প্রভু ভজনাধীম সুতরাং বস্তু অপেক্ষা ভজনে আগ্রহ কর্তব্য—এইরূপ বিবেচনায় যখন শ্রীভগবানের নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তখন শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"ময়া প্রোক্তং হি লোকস্য প্রমানং সত্যলৌকিকে।"

এই শ্লোকের শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্যা। শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীশরণাগতিতে পাই,—

"দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন।
ভক্তি—অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি প্রতি-কূল ভাব-বর্জনাঙ্গীকার॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥"

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায়ও পাই,—"

পূর্বোপেক্ষাও গুহ্যতর বিষয় বলিতেছেন,—'আমার প্রতি ভক্তি দ্বারাই সকল সম্পন্ন হইবে' এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বিধির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। এইরূপ অবস্থায় বর্তমান থাকিলে তোমায় কর্মত্যাগ-নিমিত্ত পাপ হইবে, ইহা ভাবিয়া শোক করিও না। কারণ একমাত্র আমার শরণাগত তোমাকে সর্বপাপ হইতে আমিই মুক্তি দিব।" ॥৬৬॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—আমার প্রতি নির্গুণা ভক্তিদ্বারাই সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইবে এই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বর্ণাশ্রমাদিধর্ম, যতিধর্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম, ধ্যানযোগ প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম আছে সেই সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ (আশ্রয়) লও। আমার আজ্ঞানুসারে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম ত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না। আমি তোমার সংসার দশায় সমস্ত পাপ এবং ধর্মসমূহের পরিত্যাগের জন্য যে সমুদয় পাপ হইবে তাহা হইতে মুক্ত

করিব। আমিই বেদরূপে নিত্য কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত আদেশ-প্রদান করিয়াছি এক্ষণে স্বরূপদশাপ্রাপ্ত জীবকে নিজেই তাহা ত্যাগ করিবার আদেশ করিতেছি। অতএব আমার আদেশহেতু নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অকরণে পাপ হইবে না। পরন্তু অতঃপর নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করিলেই তোমাকে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন-জনিত পাপ ভাগী হইতে হইবে, ইহাতে অবহিত হও। দেহাভিমানবশতঃ ঐ-সকল ধর্মত্যাগ জীবের পাপের ভয় থাকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইতেছে। যে ব্যক্তি যাহার শরণাগত হয়, সে বিক্রীত পশুর ন্যায় তাঁহার অধীন। তিনি তাহাকে যাহা করান তাহাই করে, যেখানে রাখেন সেখানে থাকে, যাহা খাইতে দেন তাহাই খায় ইহাই শরণাপত্তির লক্ষণ ধর্মের তত্ত্ব। অতএব "মা শুচঃ" অর্থাৎ নিজের বা অপরের জন্য শোক করিও না—তুমি মচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া সর্বপ্রকার নিজ ও পরধর্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হইলে তুমি নিশ্চিন্ত মনে সুখে থাকিবে। তোমার পাপ মোচন ভার, সংসার মোচন ভার এবং আমাকে প্রাপ্তির উপায় বিধান ভার আমিই প্রতিজ্ঞাপূর্বক গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি। অধিক বলা বাহুল্য, তোমার দেহযাত্রা নির্বাহ করিবার ভারও গ্রহণ করিতে অঙ্গীকৃত। "এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম। অকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥ অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি জ্ঞানধর্ম। আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ অনুশীলন"। (চৈঃ চঃ) আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনম্—রাধানুগত্যে কৃষ্ণসেবা। শ্লোকের রসগত অর্থ :—"বৃত্তিমত্বং ধর্মত্বম্" যেটা যাহার আশ্রয়ে থাকে সেইটাই তাহার ধর্ম, অতএব "নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুৎ, পিপাসা, ক্ষমা, শ্রদ্ধাদয়াদিভিঃ। লজ্জা-ধৃতি-শান্তি-পুষ্টি-স্তুতিভিশ্চাপি বেষ্টিতঃ।" নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুৎ, পিপাসা, ক্ষমা ইত্যাদি দৈহিক ধর্মগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা থাকাকালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে সেবা করা যায় না; এবং তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে উলপব্ধি করাও যায় না। অতএব এইগুলির ত্যাগে আত্মহত্যা স্বরূপ যে পাপ হয় তিনি তাঁহার শরণাগত জীবকে এই সকল পাপ হইতে রক্ষা করিয়া প্রেমদান করেন; যে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে মধুররসাত্মক নিকটতম সম্বন্ধ (মিলন) স্থাপন করে

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদাস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং এই ত্যাগে পাপের জন্য শোক করা উচিত নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—(১) দ্রৌপদীকে সভাতে দুঃশাসন যখন বিবস্ত্র করিবার চেষ্টায় গুরুতর অপমান করিতেছিল, এবং দ্রৌপদী যথাসাধ্য নিজচেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম যে লজ্জা তাহা পরিত্যাগ করিয়া উত্তোলিত হস্তদ্বয়ে যখন একান্তভাবে শরণাপন্না হইলেন তখনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমূহবিপদ দ্রৌপদীকে রক্ষা করিলেন। (২) বস্ত্রহরণ লীলাতে দেখা যায় যে অনূঢ়া গোপীরা যখন লজ্জারূপ প্রধান ধর্মকে পরিত্যাগ করিলেন তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের কৃপা করিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ স্বরূপে পাইতে হইলে দৈহিকধর্ম বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতি সমস্তকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। গোপীদের আনুগত্য লাভ করিয়া মধুররসে ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবাই শ্রেষ্ঠভক্তগণের চরম বাসনা। ভক্তের রুচিভেদে রসভেদ হইলেও সর্বরসাত্মক মধুররসই শ্রেষ্ঠ। মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে মাধুর্য্যের চরমোৎকর্ষই প্রস্ফুটিত। মধুররসাশ্রিত ভক্তগণই প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "গোপীর আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দন। রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর, দাস্য-বাৎসল্যাদিভাবে নাহিকে গোচর" ॥৬৬॥

অমৃতবর্ষিণী—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একান্ত প্রিয়তম অর্জ্জুনকে হিতোপদেশ করিতেছেন। গুহ্য 'ব্রহ্মজ্ঞান', গুহ্যতর 'ঐশ্বর জ্ঞান' বলিবার পর সর্বগুহ্যতঃ "ভগবজ্ জ্ঞান" বলিতেছেন। "গুহ্যতম" শব্দটি শ্রবণমাত্রেই বুঝা যায়, যাহ একমাত্র বক্তা ব্যতীত অন্য সকলের নিকট অজ্ঞাত সর্বগুহ্যতম বস্তু ও বাক্য যাহ অতি নিকটজন ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকাশ যোগ্য নহে। অধিকার বিশেষে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের কথা ব্যক্ত আছে। রহঃকেলির কথ অতি গোপ্য বস্তু। পরমভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রায়োপবেশনর শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকেও অতিগোপ্য রাসলীলা স্মরণের পূর্বে "নৈতৎ সমাচরেজ্জা মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥" অর্থা "অনীশ্বর ব্যক্তি কখন মনের দ্বারাও আচরণ করিবে না। মূঢ়তাবশতঃ আচর

করিলে, রুদ্র ব্যতীত অপর-ব্যক্তি অজ্ঞাতবশতঃ সমুদ্র হইতে উত্থিত বিষভক্ষণ করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।" বলিয়া সাবধান করিয়াছেন। এই "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে সর্বগুহ্যতমভাব কি প্রকারে, কোথায় প্রকাশ করিতেছে? সাধারণতঃ "শরণাগতিকেই" পরম ও চরম বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। "বর্ণাশ্রমাদি যতিধর্ম, শমদমাদিধর্ম, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূতত্বা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্মের কথা ব্যক্ত হইয়াছে তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া নৃসিংহ, দাশরথি-রাম, বরাহ প্রভৃতিরূপে যুগে যুগে আবির্ভূত, বিশুদ্ধ ভক্তির দ্বারা গোচরীভূত, অবিদ্যাপর্য্যন্ত সর্বকাম-বিনাশক একমাত্র সর্বকারণ-কারণ, অনাদির আদি সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট শরণ গ্রহণ কর। কিন্তু আমাব্যতীত শিবাদি দেবতান্তরে শরণ গ্রহণ নহে।" শরণাগতি বলিতে "দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃতে বরণ। অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন॥ ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার। ভক্তি প্রতিকূলভাব বর্জনাঙ্গীকার॥ ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার। তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ-কুমার॥" শরণাগতির দ্বারাই কি "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ভাব পরিস্কাররূপে পরিস্ফুট হয়? "লোক-ধর্ম, বেদধর্ম, দেহকর্ম-ধর্ম। লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম॥ দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন। স্বজনে করায় যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥ সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রমসেবন॥ ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে, নাহি কোন দাগ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১৬৭-১৭০)। দ্রৌপদী-গজেন্দ্রাদির ন্যায় বিশ্বাস ষড়ঙ্গ শরণাগতির একটি অঙ্গ-স্বরূপ হইতে পারে। সর্বধর্ম পরিত্যাগের "আদর্শ-মূর্ত" হইয়া শরণাগত হইয়াছে। কিন্তু "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের পরিপূর্ণ আদর্শই বা কোথায়? এক একটি ভাবের এক একটি আদর্শ দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। সর্বধর্ম-পরিত্যাগের আদর্শ কোথায়—একমাত্র ব্রজগোপীগণের চরিত্রেই একান্তভাবে পরিস্ফুট পরিদৃষ্ট হয়।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুং উন্নত-উজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্॥
হরিঃপুরট সুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥"

(বিদগ্ধমাধব—শ্রীরূপ গোস্বামী)

স্বভক্তিশ্রী উন্নতউজ্জ্বল শৃঙ্গাররস প্রদাতা করুণাপূর্বক কলিকালে অবতীর্ণ শ্রীসুবর্ণ সুন্দরকান্তি সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরায় রামানন্দ সংলাপে শ্রীগীতাশাস্ত্রের যাহা সর্বগুহ্যতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোককে "এহো বাহ্য হয় আগে কহ আর।" বলিয়া জানাইয়াছেন; "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" ছাড়া আরও গূঢ় কিছু আছে, আরও অগ্রসর হইতে বলিতেছেন। লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বন-ভোজন লীলাকালে—ক্ষুধার্তের অভিনয় করিয়া যজ্ঞরত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট সখা সকলকে অন্ন ভিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সখাবৃন্দ ব্রাহ্মণর্গের নিকট হইতে বিমুখ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে তাহাদের ব্যর্থ মনোরথের কথা নিবেদন করিলে পর, সখাসকল পুনরায় কৃষ্ণ কর্তৃক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণের নিকট যাইয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিয়াছিল। সখাসকলের বাক্য শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ নিজ নিজ পতিগণের ক্রিয়া নিন্দা করিয়া যজ্ঞোপকরণ ফলমূলাদি যাবতীয় ভোজ্যদ্রব্য সমেত লোকধর্ম, বেদধর্ম দেহধর্ম, , লজ্জা. ধৈর্য্য, দেহ-সুখ, আত্মসুখধর্ম, দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ প্রভৃতি ধর্ম বিসর্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণ সকাশে তাঁহার প্রীতি সাধন উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়া "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের মূর্ত বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। গোপীগণের আদর্শ সেবায় পরিতুষ্ট শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ সেবাবিমুখ পতিবর্গের নিকট তাঁহারা পুনরায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। গোপীগণের শোক অপেক্ষা গোপীগণের পতিবৃন্দ নিজ নিজ পত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-সৌভাগ্য-সম্পদ লাভ সন্দর্শনে সমধিক শোকে শিথিল চিত্ত হইয়াছিল দেখা যায়।

শ্রীগীতাজ্ঞানের চরমশিক্ষা যেখানে, সেখান হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা

আরম্ভ—"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" এখানে আত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করে।

রাসলীলা অভিলাষী অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি নব-নবায়মান-রূপবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের বংশীবদন শ্রবণানন্তর নিজ নিজ পতি, পুত্র, মাতা, পিতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবর্গের-সেবারতা, নিজ নিজ অঙ্গ প্রসাধনরতা, গোদোহন কার্য্যরতা, নিজপুত্রকে স্তন্যপান-সেবারতা, বাহ্যজ্ঞানশূন্যা ব্রজাঙ্গণাগণ সর্বকার্য্য স্তব্ধ করিয়া বেণুরবাভিমুখে ধাবিতা হইতে থাকিলে—পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু স্বজনগণ ব্রজসুন্দরী সকলকে প্রবোধবাক্য এমনকি ধর্মভীতি প্রদর্শন ও হস্তধারণাদি দ্বারা নিষেধ করিতে থাকিলেও তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া উন্মাদ-গ্রস্ত রোগীর ন্যায়, লোকলজ্জা, ভয়, সম্ভ্রম ও ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রজগোপীগণ নির্মল জ্যোৎস্না-হসিত যমুনার বিমল-তটে নিকুঞ্জরাজি শোভিত রাসস্থলীতে সাগর-সঙ্গমে নির্ঝরনীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ সকাশে সমুপস্থিতা হইয়াছিলেন।

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোকের আদর্শ বিগ্রহের স্বরূপ এখানেই দেখা যায়। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" "মামেব যে প্রপাদ্যন্তে" প্রভৃতি প্রপত্তির কথা শ্রীগীতার স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে॥ কিন্তু পূর্বেকার "প্রপত্তি বা শরণাগতি" আর এখানকার সর্বগুহ্যতম "সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" কথিত প্রপত্তি বা শরণাগতি এক নহে। এখানকার "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শব্দে আরও কিছু নিগূঢ়ভাব নিহিত আছে, তাহারির দ্যোতমান্ বাক্য। ইহার পূর্ব শ্লোকে কথিত "মন্মনা ভব" দ্বারা অর্থাৎ শিখিপিঞ্জধারী শ্যামসুন্দর, মনোভিরাম-নয়ন, কুঞ্চিতকুন্তল, সুন্দর ভ্রূলতাসম্পন্ন, বংশীবদন, ব্রজবরনাগর গোকুলরঞ্জন, মধুর-করুণাকষিত কটাক্ষশোভিত মুখচন্দ্রবিশিষ্ট আমাতে আত্মসমর্পণে যাঁহার মন, সেইরূপ হও অর্থাৎ তন্ময়তা লাভ কর। "ভ্রমরগীতায়" রাধিকা প্রভৃতি গোপীগণের যে প্রকার তন্ময়তা প্রকাশ হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া শ্রীমন্ উদ্ধব মুগ্ধ হইয়া সর্বতোভাবে গান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আসামহোচরণরেণু জুষামহংস্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য পথঞ্চহিত্বা ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং

শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥" (ভাঃ ১০।৪৭.৬১) অর্থাৎ "হায়, হায়! বৃন্দাবনবাসী এই ব্রজললনাগণের চরণধূলি সংস্পর্শ যোগ্য গুল্ম লতা ওষধি হইতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব, ঈদৃশ জন্ম প্রার্থনা করি; আমার পরমভাগ্যে ইহা হইবে কি? যে দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ বা ধর্মপথ পরিত্যাগপূর্বক শ্রুতিগণেরও অন্বেষণীয় মুকুন্দ পদবী অর্থাৎ মুকুন্দ প্রাপ্তিমার্গ গোপীগণ যেরূপে ভক্তিসহকারে ভজন করিয়া থাকেন" ইহাই রসিকভাবুক ভক্তজনের নিরন্তর রসাস্বাদন। বিপ্রলম্ভ বা বিরেহই তন্ময়তা "মন্মনা ভব।"

"কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কাঁহা যাউ কাঁহা পাও মুরলী বদন॥"
"অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার।
সম্ভোগে "মাদন" বিরহে "মোহন" নাম তার॥
মাদনে চুম্বনাদি হয়, অনন্ত বিভেদ।
"উদ্‌ঘূর্ণা" "চিত্রজল্পা" মোহনে দুইভেদ॥
চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ—প্রজল্পাদি নাম।
"ভ্রমরগীতায় দশশ্লোক তাহার প্রমাণ॥
উদ্‌ঘূর্ণা, বিরহ চেষ্টা, দিব্যোন্মাদ—নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপানাকে কৃষ্ণজ্ঞান॥" (চৈঃ চ. মঃ ৫-৫৭)
"পঞ্চবিধ রস— শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য।
মধুররসে শৃঙ্গার ভাবের প্রাবল্য॥" (চৈঃ চঃ মঃ -৪৯)
"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি—তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই রস, সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর তম॥
(চৈঃ চঃ মঃ—৮২,৮৬)
"জীবের স্বরূপবৃত্তিই"—একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম॥
"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাহাইবা কিরূপ, আমার মধুরিমা হইতে শ্রীরাধারইবা কি সুখের অনুভূতি হয়—ইহা আস্বাদন করিবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি দ্বারা সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

(স্বরূপদামোদরের কড়চা চৈঃ চঃ ১ম পঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতিমতি তারে সেব,
প্রেমকল্পতরু-দাতা।
(শ্রী) ব্রজরাজ-নন্দন, রাধিকার প্রাণধন,
অপরূপ-এই সব কথা॥
নবদ্বীপে অবতরি, **রাধাভাব** অঙ্গীকরি,
তাঁরকান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি
সঙ্গে সব পারিষদগণ॥
গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি,
সাধিলা মনের নিজ কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কিবাভাবে কান্দে নিতি,
ইহা বুঝে ভকত সমাজ॥ (ঠাকুর নরোত্তম)

তদীয়ভক্ত গাহিয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম্, বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থোমহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পর॥

অর্থাৎ ব্রজেশতনয়কৃষ্ণ ভগবান আরাধ্যবস্তু। শ্রীবৃন্দাবনই তদীয় ধাম, ব্রজবধূগণ অর্থাৎ গোপীগণের দ্বারা কল্পিতা উপাসনাই রম্যা উপাসনা,

শ্রীমদ্ভাগবত অমল প্রমাণ, জীবের ইহা মহান্ প্রেম, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইহাই মত, ইহাই আমাদের পরম আদরের বস্তু।

শ্রীমহাপ্রভু—রায় রামানন্দ সংবাদ—

"পহিঁলে দেখিলুঁ তোমায় সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌর কান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা ॥
তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশী বদন ॥
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ, প্রভু কারণ ইহার ॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমময়।
প্রেমার-স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমার স্ফুরয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮ম পঃ)
রায় কহে,—প্রভু তুমি ছাড় ভারিভূরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিবে চুরি ॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার—প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন।

তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
"রসরাজ" "মহাভাব" দুই একরূপ ।। (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)

শ্রীসনাতনশিক্ষা—

সনাতন কহে—"যাতে ঈশ্বর লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্তন ।।
কলিকালে সেই "কৃষ্ণাবতার" নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ)

কৃষ্ণের যতেকলীলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরলীলা তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলা হয় তার অনুরূপ ।।
(চৈঃ চঃ মঃ ২১ পঃ শ্লোক ১০১)

কৃষ্ণের গোকুললীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোম-লীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার-লীলা, মৎস্য-কূর্মাদি-নৈমিত্তিক-অবতার-লীলা, ব্রহ্মা-শিবাদি গুণাবতার-লীলা, পৃথু-ব্যাসাবতার, আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি-লীলা, নির্বিশেষ-ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্ত ক্রীড়াময় ভগবানের লীলাসমূহের মধ্যে তারতম্য-বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণের নরলীলা অর্থাৎ ভৌম-গোকুল-বৃন্দাবন লীলা সর্বোত্তম সর্বগুহ্যতম মাধুর্য্য-ময়ী লীলা।

একান্তভাবে নিজস্ব সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত সর্বাদ্ভুত চমৎকার "**লীলা**" লহরী মাধুর্য্য, ; অপরূপ "**রূপ**" লাবণ্য-মাধুর্য্য বিশ্ববিমুগ্ধ চরাচর ; শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি "**প্রেম**" মাধুর্য্য এবং নিত্যনবনবায়মান চিত্তবিমোহনকারী "বেণু" মাধুর্য্য ; তদনুরূপ লীলা উপকরণ পরিকর বৈশিষ্ট্যই **সর্বগুহ্যতম** জ্ঞান।

সনাতন! কৃষ্ণ-মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দৈব-বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥
কৃষ্ণাঙ্গ-লাবণ্যপুর, মধুর হইতে সুমধুর,
তাতে সেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর,
তার সেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর,
তাহা হইতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিক্ ব্যাপে যার পূর॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পায় পরিণামে॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কাণে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥
ধ্বনি—বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতিকোল হইতে কাড়ি আনে॥
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, সেই করে আকর্ষণে।
তার আগে কেবা গোপীগণে।
নীবি খসায় পতি আগে, গৃহকর্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।

লোকধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥
কাণের ভিতরে বাসা করে, আপনি তাহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দে না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বুঝিতে বোলায় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥
"এই বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার।"

অতএব "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইতেছে—রসরাজ-মহাভাব **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলসেবা**।

ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

কৃষ্ণঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ) পরমঃ ঈশ্বরঃ (বলদেব নারায়ণ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্না-নিরুদ্ধ-কারণ-গর্ভ-ক্ষীরার্ণকত্রয়শায়ি পরমাত্মা-পুরুষাবতার-মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-রাম-নৃসিংহাদি নৈমিত্তিকাবতার-ব্রহ্মাশিবাদিগুণাবতার-নিবিশেষ-মহেন্দ্রাদি বিভূত্যা-বতারাণাং সর্বেষাং পতিঃ) সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ (সন্ধিনী-সম্বিৎ-হলাদিনী শক্তিত্রয়-সমন্বিতঃ) অনাদিঃ (আদিরহিতঃ—অহমেবাসমেবাগ্র ইতি পদবাচ্যঃ) আদিঃ (সর্বেষাং মূলরূপঃ) সর্বকারণকারণং (সর্বকারণানাং কারণঃ মূলং) গোবিন্দ।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ-স্বয়ং ভগবান্।
সর্বঅবতারী, সর্বকারণ-প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা, সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দ-তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্বৈশ্বর্য্য-সর্বশক্তি-সর্বরস-পূর্ণ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮ম পঃ) ॥৬৬ ॥

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়—ইদং (গীতায় এই সারতত্ত্ব) তে (তুমি) কদাচন (কখনও) অতপস্কায় (ধর্মানুষ্ঠানহীনকে) ন, অভক্তায় (অভক্তকে) ন, অশুশ্রূষবে (অশুশ্রূষুকে) ন চ, মাং চ (এবং আমাকে) যঃ (যে) অভ্যসূয়তি (অসূয়া করে), [তাদৃশ ব্যক্তিকে] ন বাচ্যম্ (বলিবে না) ॥৬৭॥

অনুবাদ—গীতাশাস্ত্রের এই সারতত্ত্ব তুমি কখনও কোন ধর্মানুষ্ঠানহীন, অভক্ত, অশুশ্রূষু ও আমার অসূয়াকারী ব্যক্তিকে উপদেশ করিবে না ॥ ৬৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—এইভাবে গীতাশাস্ত্রে উপদেশ করিয়া সম্প্রদায়-প্রবর্তন বিষয়ে নিয়ম বলিতেছেন—"ইদম্" ইত্যাদি। "অতপস্কায়"—যাহার ইন্দ্রিয় অসংযত তাহাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়—'মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের একাগ্রতাই পরম তপ'। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও যদি অভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকেও বলিবে না ; সংযত এবং ভক্তও যদি অশুশ্রূষু (শ্রবণে আগ্রহ শূন্য) হয়, তবে তাহাকে বলিবে না ; সংযতেন্দ্রিয়, ভক্ত এবং শুশ্রূষু এই ধর্মযুক্ত হইয়াও "যো মামভ্যসূয়তি'—নিরুপাধি পূর্ণব্রহ্ম আমাতে মায়ার সহিত একজাতীয়তা দোষ আরোপ করে, তাহাকেত' কিছুতেই বলিবে না।" ॥ ৬৭ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—আমা কর্তৃক উপদিষ্ট গীতাশাস্ত্র সৎপাত্রেই দিবে, অপাত্রে দিবে না (উপদেশ করিবে না) সম্প্রতি ইহাই উপদেশ করিতেছেন—"ইদমিতি"। এই গীতাশাস্ত্র তুমি তপস্যাহীন অর্থাৎ সংযমহীন ব্যক্তিকে বলিবে না। আবার তপস্বী হইলেও যদি ভক্তিহীন হয় অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেষ্টা তোমার উপর ও শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য আমার উপর পরমেশ্বর-ভক্তিশূন্য, তাহাকেও বলিবে না। তপস্বী ও ভক্ত হইয়াও যদি শ্রবণেচ্ছাশূণ্য হয়, তবে তাহাকেও বলিবে না। এইরূপ অসূয়াপরায়ণ ব্যক্তি অর্থাৎ তিনি সর্বেশ্বরস্বরূপ ও নিত্যগুণবিগ্রহধারী আমাকে অশ্রদ্ধা করে অর্থাৎ আমার প্রতি মায়িক গুণবিগ্রহ আরোপ করে, তাহাকেও এই গীতাশাস্ত্রের উপদেশ দেওয়া সর্বথা অনুচিত। অতএব ইহা ভিন্ন বিভক্তির দ্বারা

নির্দেশ করা হইয়াছে, সূত্রকারও এইরকম বলিয়াছেন—"অনাবিষ্কুর্বন্নন্বয়াৎ" বেঃ সূঃ ৩।৪।৫০ ইতি।

ইহার অর্থ—যোগ্যব্যক্তিতেই সদুপদেশ দেয়, অযোগ্যে নহে, যেহেতু বিদ্যা রহস্য আবিষ্কার না করিয়াই উপদেশ দিবে। যেহেতু শ্রুতিতে ইহাই বলা আছে॥ ৬৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—অতপস্ক, অভক্ত, পরিচর্য্যাহীন ও ভগবৎ-সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির অসূয়াযুক্ত ব্যক্তিগণকে গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করাইবে না;—ইহা-দ্বারা গীতার অধিকারী নির্ণয় হইতেছে॥ ৬৭॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—শ্রীভগবানের শ্রীমুখে উপদিষ্ট গীতাশাস্ত্র যোগ্য পাত্রের নিকটেই ব্যক্ত অর্থাৎ কীর্তন করিতে হইবে। অপাত্রে কিন্তু দিতে হইবে না, এই বিষয়ে উপদেশ করিতেছেন। এই শাস্ত্র তুমি অজিতেন্দ্রিয়কে বলিবে না। তপস্বী হইলেও যদি অভক্ত হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেষ্টা তোমার প্রতি এবং শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য আমার প্রতি সর্বেশ-ভক্তিশূন্য হইলে বলিবে না। তপস্বী ও ভক্ত হইলেও যদি শ্রবণেচ্ছু না হয়, তাহাহইলেও বলিবে না, যে ব্যক্তি সর্বেশ্বর নিত্য গুণ ও বিগ্রহবিশিষ্ট আমাকে অসূয়া করে অর্থাৎ আমাতে মায়িক গুণ ও বিগ্রহতার আরোপ করে, তাহাকে কিন্তু কদাচ বলিবে না। অতএব ভিন্ন বিভক্তির দ্বারা তাহার নির্দেশ। সূত্রকারও এইরূপ বলিয়াছেন—"অনাবিষ্কুর্বন্নন্বয়াদ্" (বেঃ সূঃ ৩।৪।৫০)।

বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান শ্রীগীতা-শ্রবণের অধিকারী নির্ণয় পূর্বক উপদেশ-পরম্পরার নিয়ম বলিতেছেন। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের অসূয়াকারী অর্থাৎ তাঁহাতে মায়িকগুণবিগ্রহতা আরোপ করে, এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ভক্তিশূন্য, অজিতেন্দ্রিয় ও অশুশ্রূষু, তাঁহাদিগকে কখনও গীতাতত্ত্ব উপদেশ করিবে না বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। অনেকে হয়ত, এইরূপ বাক্যের সারার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, যদৃচ্ছভাবে পূর্বোক্ত নিষিদ্ধ পাত্রকেও এইশাস্ত্র শ্রবণ করাইয়া, অধিক দয়া ও উদারতা প্রকাশ করিতে যাইবেন, তিনি সেই ধৃষ্টতার দ্বারা শ্রীভগবানের অপরাধীই হইবেন। অনেকে এইরূপ পূর্বপক্ষ করিতে পারেন যে, ধর্মশিক্ষায় পাত্রের

যোগ্যাযোগ্য বিচার করিতে গেলে কারুণ্যাদির বিরোধ ঘটে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে ইহার মর্ম এই যে, যোগ্যপাত্রস্থলেই উপদেশ ফলপ্রদান করে, কিন্তু অযোগ্যস্থলে ফলপ্রসূ নহে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যায় যে, ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে একই গুরুর নিকট এক আত্মতত্ত্ব উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু একের তত্ত্বজ্ঞান হইল, অপরের কিন্তু হইল না। এই জন্যই শাস্ত্রে যোগ্য ব্যক্তিকে উপদেশ-দানের বিধি দিয়াছেন। শাস্ত্র-শ্রদ্ধাবানজনই প্রতিপাদ্য তৎপর যোগ্যপাত্র। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাই,—

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥
যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথাগুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্রীব্রহ্মসূত্রেও পাই,—অনাবিষ্কুর্বন্নন্বয়াৎ।" (৩।৪।৫০)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্।" (১১।২৯।৩০)

অর্থাৎ এই জ্ঞানোপদেশ তুমি দাম্ভিক অর্থাৎ ধর্মধ্বজী, নাস্তিক অথবা বেদরহিত, শঠ ও যাহার শ্রবণেচ্ছা নাই, সেই প্রকার অভক্ত ও দুর্বিনীত ব্যক্তিকে কদাচ প্রদান করিবে না।

শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

নৈতৎ খলায়োপদিশেন্নবিনীতায় কর্হিচিৎ।
ন স্তব্ধায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্মধ্বজায় চ॥
ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূঢ়চেতসে।
নাভক্তায় চ মে জাতু ন মদ্ভক্তদ্বিষামপি॥ (৩।৩২।৩৯-৪০)

অর্থাৎ হে মাতঃ! আমি আপনাকে আত্মতত্ত্ববিষয়ক যে জ্ঞান-উপদেশ করিলাম, ইহা খল, অবিনীত, স্তব্ধ, দুরাচার, ধর্মধ্বজী, বিষয়লোলুপ, গৃহ-স্ত্রী-পুত্র-

ধনাদিতে অত্যাসক্তচিত্ত, অভক্ত এবং আমার ভক্তদ্বেষী ব্যক্তিকে কখনই উপদেশ করিবেন না।

পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ" ॥৬৭॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—গীতাশাস্ত্রের অনধিকারী কাহারা তাহা এই শ্লোকে বলা হইতেছে—এই গীতার অর্থের গূঢ়রহস্য তুমি "অতপস্ক" অর্থাৎ স্বধর্মের অনুষ্ঠান-রহিত অথবা অসংযত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিকে; "অভক্ত" জিতেন্দ্রিয় ধর্মানুষ্ঠাননিষ্ঠা হইলেও গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তিহীন ব্যক্তিকে; সংযত এবং ভক্তও যদি অশুশ্রূষু অর্থাৎ শ্রীগুরুসেবা, ভগবৎ কথা শ্রবণে পরাঙ্মুখ অর্থাৎ আগ্রহশূন্য হয় এরূপ ব্যক্তিকে; সংযতেন্দ্রিয়, ভক্ত এবং শুশ্রূষু এই তিন ধর্ম বিশিষ্ট হইয়াও "মাং-যোঽভ্যসূয়তি" অর্থাৎ অসূয়াপরবশ হইয়া নিরুপাধি সচ্চিদানন্দ অপ্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট পূর্ণব্রহ্ম আমাতে মনুষ্য দৃষ্টিতে মায়ার সহিত এক জাতীয় মাংসিক কলেবর জ্ঞানে দোষারোপ করিয়া যে ব্যক্তি নিন্দা করে তাহাকেও কিছুতেই বলিবে না, ইহাদের কাহাকেও শ্রবণ করাইবে না ॥৬৭॥

শ্রীঅমৃতবর্ষিণী—সর্বগুহ্যতম-জ্ঞান বলিবার পর গীতাশাস্ত্র শ্রবণের অনধিকারী সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—অতপস্ক অর্থাৎ তপস্যাহীন, অভক্ত, পরিচর্য্যা-হীন ও ভগবৎ সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তির প্রতি অসূয়াযুক্ত ব্যক্তিগণকে গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করাইবে না। অতপস্ক অর্থাৎ যিনি অসংযতেন্দ্রিয়, তপস্যাহীন অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্মের আচরণহীন ব্যক্তি; "মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের একাগ্রতাই পরম তপ" স্মৃতি এই কথা বলে। কৃচ্ছ্রসাধনার নামই তপ;—

আরাধিতো যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্বহিঃ যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহিঃ যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্॥ (নারদপঞ্চরাত্র)

শমদমাদি গুণসম্পন্ন তপস্বী হইলেও যদি কেহ অভক্ত অর্থাৎ ভক্তিহীন হন

তাহাকে গীতাশাস্ত্র বলিবে না ; তপস্বী এবং ভক্ত যদি হরি-গুরু-বৈষ্ণবে অশুশ্রূষু হন এবং সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের মহিমা শ্রবণে আগ্রহশূন্য হন, তাঁহাদেরও বলিবে না ; সংযতেন্দ্রিয়, ভক্ত এবং শুশ্রূষু প্রভৃতি ধর্মযুক্ত হইয়াও যদি কেহ অসূয়াযুক্ত হন অর্থাৎ **অপ্রাকৃত অনন্ত গুণগণের আশ্রয় শ্রীসচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে** প্রাকৃত কলেবর মনে করে তাহাকেও বলিবে না।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭পঃ)

"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে॥
পড়ায় বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২০শ পঃ)

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী-গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্য-বুদ্ধিঃ শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি বিষ্ণৌসর্বেশ্বরেশে তাদতর-সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অর্চ্যবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি, কলিমলবিনাশকারী বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, বিষ্ণুনামমন্ত্রে শব্দসামান্য বুদ্ধি এবং সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে ব্যক্তি নারকী॥

এতৎ প্রসঙ্গে দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে আলোচ্য॥৬৭॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥৬৮॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) পরমং (সর্বোৎকৃষ্ট) গুহ্যম্ (গোপনীয়) ইমং (এই গীতা তত্ত্ব) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণের মধ্যে) অভিধাস্যতি (উপদেশ করিবেন)

[তিনি] ময়ি (আমাতে) পরাং ভক্তিং (পরাভক্তি) কৃত্বা (করিয়া) অসংশয়ঃ [সন্] (নিঃসংশয় হইয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যতি (প্রাপ্ত হইবেন) ॥৬৮॥

অনুষাদ—যিনি এই পরম গুহ্য-তত্ত্ব আমার ভক্তগণ মধ্যে কীর্তন করিবেন, তিনি পরা-ভক্তি লাভ করিয়া নিঃসংশয় হইয়া আমাকেই পাইবেন ॥৬৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—"গীতাশাস্ত্রের উপদেশকের ফল বলিতেছেন—"যঃ" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে "পরাং ভক্তিং কৃত্বা"—উপদেশকের প্রথমে পরাভক্তির প্রাপ্তি, তাহার পর মৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥৬৮॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—গীতাশাস্ত্র-উপদেষ্টায় ফল বলিতেছেন—"য ইতি" এই গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টার সর্বাগ্রে আমার প্রতি পরাভক্তির উদয় হয়, তাহার পর আমার পদ (স্থান) লাভ হইয়া থাকে ॥৬৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—যিনি আমার ভক্তদিগকে এই পরম গুহ্য গীতা-বাক্য উপদেশ করিবেন, তিনি আমার নির্গুণভক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ॥৬৮॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—শ্রীভগবান্ বর্তমানে গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টার ফল বলিতেছেন। যিনি গীতাশাস্ত্র উপদেশ করেন, তিনি প্রথমে ভগবৎ-পরাভক্তি লাভ করেন এবং পরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করেন।

পূর্বোক্ত দোষ রহিত ব্যক্তিগণকে এই শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিলে, কিরূপ ফললাভ ঘটে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন।

শাস্ত্র-শ্রবণের অধিকারী নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে, বলিতেছেন,—

"এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ।
সাধবে শুচয়ে ব্রহ্মন্ভক্তিঃ স্যাৎ শূদ্রযোষিতাম্॥" ভাঃ—১১।২৯।৩১

এস্থলে কিন্তু শূদ্র ও স্ত্রীলোক যদি ভক্তিযুক্ত হয়; তাহা হইলে তাহাদিগকেও বলিবে, এই স্পষ্ট আদেশের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজনে জাতি, বর্ণ, গুণ, বয়স ও ধর্ম প্রভৃতি নিরপেক্ষ অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল ভক্তির দ্বারাই তুষ্ট, তাহার প্রমাণও শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

"ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা।
কুব্জায়াঃ কিমু নামরূপমধিকং কিন্তুৎ সুদাম্নোধনম্।
বংশ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ"।

ভক্তবর শ্রীপ্রহ্লাদ ও বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযুথপায়"॥ (ভাঃ ৭।৯।৯)

তত্ত্বকথা শ্রবণে অধিকারী নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসূয়বে।
ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুশ্রূষাভিরতায় চ॥
বহির্জাতবিরাগায় শান্তচিত্তায় দীয়তে।
নির্ম্মাৎসরায় শুচয়ে যস্যাহং প্রেয়সাং প্রিয়ঃ॥" (ভাঃ ৩।৩২।৪১-৪২

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৮ঃ

অন্যত্রও পাওয়া যায়—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী"
(চৈঃ চঃ মঃ ২২পঃ) ॥ ৬৮

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—যিনি জাতি, বর্ণ, গুণ, বয়স ও কর্ম নিরপেক্ষ স্ত্রী-শূ নির্ব্বিশেষে আমার ভক্তগণকে পরমগুহ্য গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন, তি পরাভক্তিলাভপূর্বক সংশয়রহিত হইয়া আমাকেও পাইবেন॥ ৬৮॥

অমৃতবর্ষিণী—পরমগুহ্য শ্রীগীতাশাস্ত্রের বক্তার ফললাভের বর্ণনায় বলিতেছে —যিনি গীতা শাস্ত্র বলিবেন তাঁহার নিশ্চিতভাবে সাধু-গুরু-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আ

অনুমান করা যাইতে পারে কিন্তু শ্রীভগবানে দৃঢ় শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না থাকিতেও পারে, তথাপি এ ক্ষেত্রে বলা হইতেছে, পূর্বোক্ত দোষসমূহ নির্মুক্ত ব্যক্তিকেই পরমগুহ্য গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন বক্তা সর্বপ্রথমে আমাতে পরাভক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণনিধি, কল্যাণগুণৈকাধার, লাবণ্যামৃতসাগর, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি নাম-নামী অভিন্ন আমার শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য মধুরাদি রসময় প্রিয়ানুভবরূপ আমার সেবায় রত থাকিবে। ॥৬৮॥

"ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥

অন্বয়—মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) তস্মাৎ (সেই আমার মহিমাময় গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ (অধিক প্রিয়কারী) ন চ (নাই) ভুবি চ (এবং পৃথিবীতে) তস্মাৎ (তাঁহা অপেক্ষা) ম (আমার) অন্যঃ (অপর কেহ) প্রিয়তরঃ (প্রিয়তর) ন ভবিতা (হইবে না) ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—এই নরলোকে সেই পরমগুহ্য গীতাব্যাখ্যাকারী অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় কেহ নাই। এবং এই পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর কেহ হইবে না ॥ ৬৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—অতএব গীতাশাস্ত্রের উপদেশকের অপেক্ষা অন্য কেহ আমার অতি প্রিয়কর এবং অতিপ্রিয় নাই ॥ ৬৯ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—'ন চেতি',—অতএব গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টা হইতে মনুষ্যগণের মধ্যে আমার প্রিয় শ্রেষ্ঠভক্ত অর্থাৎ আমার পরিতোষক পূর্বে ছিল না এবং পরেও হইবে না। অতএব তাহা হইতে অন্য কেহ আমার প্রিয়তর পৃথিবীতে ছিল না এবং থাকিবেও না ॥ ৬৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—এই নরলোকে তাহা-অপেক্ষা আমার অত্যন্ত প্রিয়কার্য্যসাধক ও আমার প্রিয় কেহই নাই এবং কখনও হইবে না ॥ ৬৯ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—অতএব শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—শ্রীগীতার উপদেষ্টা হইতে মানবের মধ্যে অন্য কেহ আমার প্রিয়কারী-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরিতোষ-

কর্ত্তা পূর্বে ছিল না ; ভবিষ্যতেও থাকিবে না। সুতরাং পৃথিবীতে তাহা অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল না ; ভবিষ্যতেও থাকিবে না। অবশ্য যিনি শ্রীভগবানের উপদিষ্টমতে শ্রীগীতাশাস্ত্র-প্রচার করিবেন, তিনি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়তম পাত্র। কিন্তু যাহারা শ্রীগীতা প্রচারের নামে লোকের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া, সর্বমতের সহিত গোজামিল দেওয়ারূপ সমন্বয় করিতে গিয়া, শুদ্ধা-ভক্তিরূপ শ্রীভগবানের গুহ্যতম উপদেশকে সর্বসার না জানিয়া এবং কর্ম, জ্ঞান, যোগাদিকে তদনুকূলে ব্যাখ্যা না করিয়া, আধ্যক্ষিকতা-বলে নিজ নিজ কাল্পনিক মতের সৃষ্টি করেন, তাঁহারা কিন্তু শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া, নিজের এবং অপরের অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—এই নরলোকে আমার ভক্তগণের মধ্যে গীতা-বাক্য প্রচারকারী অপেক্ষা আমার অন্য কেহ প্রিয়কারী নাই এবং পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা অপর কেহ প্রিয়তরও হইবে না ॥ ৬৯ ॥

শ্রীঅমৃতবর্ষিণী—এই গীতাশাস্ত্রের বক্তা বা উপদেষ্টা বা প্রচারকারী অপেক্ষা আমার প্রিয়কারী কেহ নাই এবং পৃথিবীতে অপর কেহ প্রিয়তর হইবে না। কারণ—"আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে। আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায় ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পঃ)

এই গীতাশাস্ত্র বক্তা বা উপদেষ্টা বা প্রচারকারীর অর্থই স্বয়ং আচরণকারী। অন্যত্র রহিয়াছে—"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনাঃ।" (গীঃ ৩।২১) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন সাধারণ ব্যক্তি তাহাই আচরণ করেন। পরমগুহ্য-গীতাশাস্ত্র একান্ত অনুশীলনকারীই "মন্মনা ভব, মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" এর দ্বারা লক্ষিত হইতেছেন। তিনি আমাব্যতীত অন্য চিন্তা করেন না এবং ধর্ম-অর্থ-কামাদি আচরণকারীর ন্যায় ধর্মের বাহ্য-প্রলেপ কার্য্যও করেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে আসি, করে গীতা আবর্তন ॥

অষ্টাদশঅধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেগে।
অশুদ্ধ পড়েন, লোক করে উপহাসে॥
কেহ হঞা, কেহ নিন্দে, নাহি মানে।
আবিষ্ট হেঞা গীতা পড়ে আনন্দিত মনে॥
পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে শুন, মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমায় এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে,—মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছেন তাতে,—যেমন শ্যামল-সুন্দর॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন হিত-উপদেশ।
তাঁরে দেখি, হয় মোর আনন্দ আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠ নাছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে,—গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থসার॥
এত বলি' সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।

(চৈঃ চঃ মঃ ৯ম পঃ) ॥ ৬৯॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০॥।

অন্বয়—যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের) ইমং (এই) ধর্ম্যং (ধর্মসমন্বিত) সম্বাদম্ (সংলাপ) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন) তেন (তাঁহা দ্বারা) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞান-যজ্ঞদ্বারা) অহম্ (আমি) ইষ্টঃ (পূজিত) স্যাম্ (হইব) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (অভিপ্রায়) ॥ ৭০॥

অনুবাদ—গীতা-অধ্যয়নের ফল বলিতেছেন, আর যিনি আমাদের উভয়ের এই ধর্মসংলাপ অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজিত হইব, ইহা আমি আমার অভিমত ॥৭০॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীগীতাশাস্ত্রের অধ্যয়ন বা ফল বলিতেছেন—'অধ্যেষ্যতে' ইত্যাদি ॥ ৭০ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—অনন্তর গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নকারীর ফল বলিতেছেন—'অধ্যেষ্যতে চেতি'। এই গীতাগ্রন্থে আমি যে জ্ঞানযজ্ঞের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি। তাহার দ্বারা অর্থাৎ এই গীতাশাস্ত্রের পাঠমাত্রের দ্বারাই আমার তুষ্টি হয় ও আমার অর্চনা হইবে। ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত; এবং তাহার পক্ষে আমি পরমসুলভ ॥ ৭০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—যিনি আমাদের এই পরমধর্মসম্বন্ধি কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারা আমার উপাসনা করিবেন ॥ ৭০ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—বর্তমানে শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্র-অধ্যয়নকারীর ফল বলিতেছেন। শ্রীগীতায় যে জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই গীতা-পাঠমাত্রই—ইহার দ্বারা আমি বিশেষ পূজিত হইব। ইহাই আমার মত, গীতা-পাঠকের নিকটই আমি সুলভ ॥ ৭০ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—আমাদের পরস্পরের এই ধর্মসম্মত কথোপকথন যিনি সুষ্ঠুভাবে অধ্যয়ন করিবেন, তিনি সর্বযজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন ইহাই আমার মত। যদি গীতার অর্থ না বুঝিয়াও কেহ ইহা প্রত্যহ জপ করেন তাহা হইলে তাহা শুনিতে শুনিতে আমার 'তিনি আমাকেই প্রকাশ করিতেছেন।' এইরূপ বুদ্ধি হওয়ায় তাহার সমীপবর্ত্তী হইব ॥৭০॥

অমৃতবর্ষিণী—গীতাশাস্ত্রের অধ্যয়নের ফল সম্বন্ধে বলিতেছেন—আমাদের পরস্পরের এই সংলাপ যিনি অধ্যয়ন অর্থাৎ অনুশীলন করিবেন—তিনি জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করিবেন—ইহার দ্বারাই আমি পূজিত হইব, ইহাই আমার অর্চন, ইহাই আমার মত, ইহার দ্বারা গীতাপাঠকারীর নিকট আমি সুলভপ্রাপ্ত

অর্থাৎ অনায়াস লভ্য। ইহাই গীতাপাঠের ফল অর্থাৎ গীতাকীর্তনের ফল।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ এবং তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অভিন্ন কলেবর। শ্রীবাণী বা শ্রীনাম অভিন্ন বস্তু।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্ন ত্বান্নামনামিনোঃ॥

"কৃষ্ণ নাম" চিন্তামণি স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত।

শ্রীবৈষ্ণব তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবগীতা মাহাত্ম্যে এইরূপ বর্ণিত আছে যে,—হে পার্থগীতাই আমার হৃদয়, আমার সার-পদার্থ, আমার অত্যুগ্রজ্ঞান, আমার নিত্যজ্ঞান, আমার শ্রেষ্ঠস্থান, আমার পরমপদ, আমার পরম গুহ্য, আমার পরম গুরু, আমার পরম গৃহ, গীতার আশ্রয়েই আমি থাকি এবং গীতাজ্ঞানের বলেই ত্রিভুবন পালন করি॥৭০॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্॥ ৭১।

অন্বয়—শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অনসূয়ঃ চ (ও অসূয়াশূন্য) যঃ (যে) নরঃ (ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ অপি (শ্রবণও করেন) সঃ অপি (তিনিও) মুক্তঃ [সন্] (মুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্ম্মণাম্ (পুণ্যকার্য্যকারীগণের) [প্রাপ্য] শুভান্ (পুণ্য) লোকান্ (ধামসকল) প্রাপ্নুয়াৎ (লাভ করিতে পারেন)॥ ৭১॥

অনুবাদ—গীতাপাঠ-শ্রবণকারীর ফল বলিতেছেন—শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য যে ব্যক্তি শ্রীগীতা কেবল শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মীদিগের প্রাপ্য পুণ্যলোক সকল লাভ করিবেন॥ ৭১॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীগীতাশাস্ত্রের শ্রবণফল বলিতেছেন—'শ্রদ্ধাবান্' ইত্যাদি॥ ৭১॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—গীতাশাস্ত্র শ্রোতার ফল বলিতেছেন—'শ্রদ্ধাতি'। যিনি একমাত্র শ্রদ্ধার সহিত গীতা শ্রবণ করেন এবং যিনি অনসূয়—অসূয়াহীন অর্থাৎ কিজন্য এত উচ্চৈঃস্বরে অথবা অশুদ্ধভাবে গীতা পাঠ করিতেছেন এই প্রকার দোষদৃষ্টিরূপ অসূয়া ত্যাগ করিয়া গীতা শ্রবণ করেন, তিনি নিখিল পাপ

হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধযজ্ঞকারী পুণ্যাত্মাদের উত্তমলোক স্বর্গাদি অথবা ভক্তিমান্‌দিগের প্রাপ্য ধ্রুবলোকাদি বৈকুণ্ঠবিশেষ লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—যিনি ভক্ত ন'ন, অথচ আমাতে শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়ারহিত, তিনি গীতা শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্মাদিগের লোক লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—এক্ষণে শ্রীগীতাশ্রবণকারীর ফল বলিতেছেন। যিনি কেবল শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন এবং অসূয়ারহিত অর্থাৎ কিজন্য উচ্চৈঃস্বরে অথবা অশুদ্ধ পাঠ করেন এইরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া, তিনিও নিখিল পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম অশ্বমেধাদিযাজিগণের লোক প্রাপ্ত হন, অথবা পুণ্যকর্মা অর্থাৎ ভক্তিমান্‌দিগের লোকসমূহ—ধ্রুবলোকাদি বৈকুণ্ঠবিশেষ লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—গীতাপাঠ শ্রবণকারীর ফল বর্ণিত হইতেছে—যিনি কেবল শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন এবং অসূয়ারহিত হইয়া অশুদ্ধপাঠ দোষদৃষ্টি-রহিত হইয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ শ্রবণ করেন তিনিও নিখিল পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্মা অশ্বমেধাদিযাজিগণের প্রাপ্য পুণ্যলোকসকল প্রাপ্ত হন অথবা পুণ্যকর্মা অর্থাৎ ভক্তিমানদিগের প্রাপ্য ধ্রুবলোকাদি বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

অমৃতবর্ষিণী—শ্রীগীতাপাঠকারীর ফল বর্ণনা করিবার পরই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্র শ্রবণকারীর ফল বলিতেছেন—অসূয়াশূন্য অর্থাৎ পরগুণে দোষারোপ, নিন্দা, ক্রোধ, স্পর্দ্ধা, দ্বেষ, দম্ভ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দোষ হইতে শূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখবাণী জানিয়া যিনি নির্মল চিত্তে শ্রবণ করেন তিনি ভক্তিমান্ পুণ্যকর্ম্মি এবং ভক্তিমান্‌ব্যক্তিগণের প্রাপ্য দিব্যলোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭১ ॥

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) ত্বয়া (তোমা কর্তৃক) একাগ্রেণ (একাগ্র) চেতসা (চিত্তদ্বারা) এতৎ (ইহা) শ্রুতম্ কচ্চিৎ (শ্রবণ করিয়াছ কি) ধনঞ্জয়!

(হে ধনঞ্জয়!) তে (তোমার) অজ্ঞানসম্মোহঃ (অজ্ঞান-জনিত মোহ) প্রণষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইয়াছে কি?)॥ ৭২॥

অনুবাদ—হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে কি? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হইয়াছে কি? ॥ ৭২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—যদি উত্তমরূপে বোধ না জন্মায়, তবে আবার উপদেশ করিব, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন॥ ৭২॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—এইভাবে শাস্ত্র ও শাস্ত্রের পাঠাদির মাহাত্ম্য বলা হইল। অনন্তর এই গীতা শাস্ত্রার্থের অবধান ও তাহার অনুভবের ফল জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কচ্চিৎ' ইহা প্রশ্নবোধক অব্যয়। সম্যক্‌রূপে অনুভব না হইলে পুনরায় আমি ইহার উপদেশ দিব। ৭২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—হে ধনঞ্জয়! তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে? আর তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে?॥ ৭২॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—এই প্রকারে গীতাশাস্ত্র ও তাহার পাঠাদির মাহাত্ম্য কথিত হইল। অনন্তর শাস্ত্রের অর্থের অবধান এবং তাহার অনুভব-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কচ্চিৎ-শব্দ প্রশ্নার্থে অব্যয়। যদি সম্যক্ অনুভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় তাহা আমি উপদেশ করিব। শ্রীগীতা শাস্ত্র সমাপ্ত এবং তৎশ্রবণ-কীর্তনাদির ফল-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া, শ্রীমদর্জুনের আর কোন জিজ্ঞাস্য আছে কিনা?—তাহাই প্রশ্ন করিতেছেন এবং যদি থাকে, তাহা হইলে পুনরায় উপদেশ করিবেন এইরূপ ভাব। এতদ্দ্বারা ইহাও শিক্ষনীয় যে, একাগ্রচিত্তে শাস্ত্র শ্রবণ না করিলে ফল লাভ হয় না; দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞানজনিত মোহ সম্যক্ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত শ্রীগুরুদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া তত্ত্বানুভবকরতঃ নিত্য সেবায় নিযুক্ত হওয়া দরকার॥ ৭২॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—হে পার্থ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিয়া সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছ? হে ধনঞ্জয়! তোমার স্ব-স্বরূপের অজ্ঞানজন্য বিপরীত বুদ্ধি (মোহ) বিনষ্ট হইয়াছে কি? নচেৎ তোমাকে পুনরায় উপদেশ দিব?॥ ৭২॥

অমৃতবর্ষিণী—গীতাশাস্ত্র পাঠ এবং শ্রবণের মাহাত্ম্য কীর্তনের পর অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ দুইটি প্রশ্ন করিতেছেন, ১ম প্রশ্ন—হে পার্থ! তুমি একাগ্র চিত্তে আমার বাক্যাবলী এই গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করিলে কি? ২য় প্রশ্ন, হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হইয়াছে কি? উদ্দেশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অর্জুন স্বজনক্ষয় ভয়ে বিষাদগ্রস্ত হইয়া বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়াছিল। তাঁহার কথায় এখন বিষাদভাব বিদূরিত হইয়াছে কিনা এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছে কিনা? এবং স্বরূপের অজ্ঞানতাজনিত পার্থিব বস্তুতে আসক্তিহেতু যে মোহ অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মাভিমান হইয়াছিল তাহা বিদূরিত হইয়া স্ব-স্বরূপ স্মৃতি প্রকটিত হইল কি না? যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে পুনরায় স্বরূপোদ্বোধক-জ্ঞান বিকাশের জন্য উপদেশ করিবেন ॥ ৭২ ॥

অর্জুন উবাচ—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়—অর্জুন উবাচ—(অর্জুন কহিলেন) অচ্যুত !(হে অচ্যুত!) ত্বৎ-প্রসাদাৎ (তোমার প্রসাদে) [আমার] মোহঃ নষ্টঃ (মোহ নষ্ট হইয়াছে) ময়া (আমা কর্তৃক অর্থাৎ আমি) স্মৃতিঃ (আত্ম-স্মৃতি) লব্ধা (লাভ করিয়াছি) গত সন্দেহঃ (নিঃসংশয় হইয়াছি) স্থিতঃ অস্মি (যথার্থ জ্ঞানে অবস্থিত হইয়াছি) তব (তোমার) বচনং (আদেশ) করিষ্যে (পালন করিব) ।। ৭৩ ।।

অনুবাদ—অর্জুন কহিলেন—হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ দূর হইয়াছে এবং আমি স্ব-স্বরূপ স্মৃতি লাভ করিয়াছি। আমার সংশয় দূর হইয়াছে, বুদ্ধি স্থির হইয়াছে ; এখন তোমার আদেশ পালন করিব।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—ইহার পর আর কি জিজ্ঞাসা করিব? আমি সকল প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণাগত হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াই তোমাতে বিশ্বাসযুক্ত হইয়াছি; তাই বলিতেছেন—'নষ্ট' ইত্যাদি।

"করিষ্যে",—এখন হইতে শরণ্য তুমি, তোমার আজ্ঞাতে অবস্থান করাই শরণাগত আমার ধর্ম, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম নহে বা জ্ঞানযোগাদি নহে, আজ হইতে সে সকল পরিত্যক্তই হইল। তাহার পর, 'হে প্রিয়সখে অর্জুন। পৃথিবীর ভার হরণ ব্যাপারে এখনও আমার কিছু অবশিষ্ট কৃত্য আছে, তাহা তোমাদ্বারাই সমাপন করিব।'—ভগবানের এইরূপ উক্তিতে গাণ্ডীবধারী অর্জুন যুদ্ধের জন্য উত্থিত হইলেন ॥ ৭৩ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—শ্রীভগবান্ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া অর্জ্জুন শাস্ত্রানুভবকে ফলদ্বারাই প্রকাশ করিতেছেন,—'নষ্ট ইতি', মোহ অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানরূপ (এতক্ষণ পরে) আমার নষ্ট হইল। এবং তোমার অনুগ্রহেই স্মৃতিও অর্থাৎ যথাবস্থিত বস্তুনিষ্ঠা আমার দ্বারা লব্ধ হইল; আমি এখন সন্দেহ শূন্য অর্থাৎ ছিন্নসংশয় হইয়া অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে তোমার বাক্য পালন করিব। ইহার দ্বারা এই বলা হইল যে—দেবতা ও মানুষাদি নিখিল-প্রাণী নিজ নিজ কর্মেতে স্বতন্ত্রভাবে দেহাভিমানী; দেবগণ মনুষ্যগণের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া তাহাদিগকে (মনুষ্যগণকে) অভীষ্টফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি কোন একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি নির্গুণ, আকৃতিবিহীন, উদাসীন; তাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি জগৎ উৎপত্তির প্রতি কারণ হয়। এইরূপ বিপরীতজ্ঞানাত্মক যে মোহ পূর্বে আমার হইয়াছিল, সেই মোহ তোমার উপদেশ লাভ করায় নষ্ট হইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি—তুমি পরাখ্য নামক স্বরূপশক্তিমান্, বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তি, সর্বজ্ঞতা, সর্বৈশ্বর্য্য ও সত্যসংকল্পাদিগুণসমূহের রত্নাকর, আবার তুমি ভক্তের পরম বন্ধু ও সর্বেশ্বর। প্রকৃতি, জীব ও কালাখ্য-শক্তিসমূহের দ্বারা সংকল্পমাত্রেই জীবের কর্মের অনুরূপ বিচিত্র সৃষ্টি করিয়া থাক এবং তুমি স্বীয় ভক্তগণকে আত্মদান পর্য্যন্ত সর্ব-বিষয় দান করিয়া থাক, অতএব অকিঞ্চন ভক্তের বিত্তস্বরূপ। সেইরূপ গুণযুক্ত তুমিই বর্তমানে আমার সখা এবং বসুদেবের পুত্র, বর্তমানে এইরূপ তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ-জ্ঞান আমার হইয়াছে। অতএব এখন আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়া রহিলাম। তুমি আমাকে কখনও ত্যাগ করিবে না, এই সন্দেহও আমার

নষ্ট হইয়াছে। অনন্তর পৃথিবীর ভার হরণই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়; এবং তাহা শরণাগত আমার দ্বারা করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার বাক্য পালন করিব। এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনু লইয়া (রণক্ষেত্রে) উত্থিত হইলেন ॥ ৭৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—অর্জুন কহিলেন—হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে, এবং জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা পুনরায় স্মরণ করিতেছি;—আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। তোমার শরণাপত্তিই সর্বপ্রধান বৈধধর্ম, তাহাতে আমি অবস্থিত হইয়া তোমার অনুমতি প্রতিপালন করিব ॥৭৩॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—শ্রীভগবান্ কর্তৃক অর্জ্জুন এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শাস্ত্রানুভবের ফল বলিতেছেন। তোমার অনুগ্রহে মোহ অর্থাৎ বিপরীত লক্ষণ-জ্ঞান আমার নষ্ট হইয়াছে, এবং যথাবিহিত বস্তু নিষ্ঠার দ্বারা স্মৃতিও লাভ হইয়াছে। অধুনা আমার সন্দেহ গত হইয়াছে এবং আমি এখন সংশয়রহিত। সুতরাং তোমার বাক্য পালন করিব।

দেব-মানবাদি নিখিল প্রাণী সকল নিজ নিজ কর্ম-বিষয়ে স্বতন্ত্র দেহাভিমানী। মানবগণের দ্বারা পূজিত হইয়া দেবগণ তাহাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

যদি ঈশ্বর কেহ আছেন, তিনি নিশ্চিত নির্গুণ, নিরাকার উদাসীন, তাঁহার সন্নিধানহেতু প্রকৃতি জগতের হেতু; এই প্রকার বিপরীত লক্ষণ যে মোহ আমার পূর্বে ছিল, তাহা তোমার উপদেশ উপলব্ধি করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে। পরাখ্যা-স্বরূপ শক্তিমান্, বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তি, সর্বজ্ঞতা, সর্বেশ্বরতা, সত্যসংকল্পাদি, গুণরত্নের আকর, ভক্তের সুহৃদ্, সর্বেশ্বর, প্রকৃতি, জীব ও কালাখ্যশক্তির দ্বারা জীবের কর্মানুরূপ বিচিত্রসৃষ্টিকারী নিজ ভক্তদিগকে আত্ম পর্যান্ত সর্বস্ব প্রদাতা, অকিঞ্চন ভক্তের বিত্তস্বরূপ; সেই তুমিই আমার সখা, বসুদেব-নন্দন—এই তাত্ত্বিকজ্ঞান হইয়াছে। অতঃপর আমি তোমার নিকট প্রপন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছি। তুমি যে আমাকে কখনও ত্যাগ করিবে না। আমার সেরূপ সন্দেহও দূর হইয়াছে। অনন্তর যদি বল, ভূভার-হরণ তোমার প্রয়োজন তাহা হইলে আমারও তাহাই

অভিপ্রেত অতএব তোমার বাক্য পালন করিব, এই বলিয়া অর্জুন ধনুর্হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন।

শ্রীমদর্জ্জুন বলিতেছেন যে, আমি পূর্বে মোহবশতঃ যেসকল প্রশ্ন করিয়াছি, তোমায় প্রদত্ত উত্তর শ্রবণে এবং তোমার অনুগ্রহে আমার সে সকল অজ্ঞান বা মোহ দূরীভূত হইয়াছে। আমি এক্ষণে তোমার কৃপায় নিজ ভৃত্যস্বরূপ অবগত হইয়া তোমার চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত হইলাম; এক্ষণে তুমি যেরূপ আদেশ করিবে, তাহাই করিব। অনন্তর অর্জুন শ্রীভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। এতদ্বারা আমাদের শিক্ষণীয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদরূপ এই গীতাশাস্ত্র অধ্যায়ন এবং শ্রবণ করিবার ফলে যদি সর্বসংশয়রহিত হইয়া, অজ্ঞান-পুষ্ট নানামতবাদ বা বিচার পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণদাস্যময় স্বরূপজ্ঞান লাভ করতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে সর্বতোভাবে শরণাগত হইয়া, তাঁহার অভিপ্রায়-অনুরূপ সেবা করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই যথার্থবুদ্ধিমান্ ও কৃতকৃত্য হওয়া যায়।

শ্রীউদ্ধবও শ্রীকৃষ্ণের নিকট তত্ত্ব-শ্রবণান্তর বলিয়াছিলেন,—

"প্রত্যাপিতো মে ভবতানুকম্পিনা ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং কোঽন্যং সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্॥" ভাঃ ১১।২৯।৩৮

অর্থাৎ পরমদয়াল আপনি কৃপাপূর্বক ভৃত্যকে বিজ্ঞানময় প্রদীপ পুনর্বার অর্পণ করিয়াছেন, অতএব আপনার কৃত এই উপকার অবগত হইয়া কোন্ ব্যক্তি ত্বদীয় পাদমূল পরিত্যাগপূর্বক অন্যের শরণ গ্রহণ করিবে?

ভক্তের দেহ যে, শ্রীভগবানের নিজধন ইহা শ্রীগৌরসুন্দরও নিজভৃত্য শ্রীল-সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন,—

"প্রভু কহে—তোমার দেহ মোর-নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্মাধর্ম-বিচার কিবা না পার করিতে?
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন॥" (চৈঃ চ: অ: ৪প:)॥ ৭৩॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—অর্জুন বলিলেন,—হে অচ্যুত! ইহার পর আর কি জিজ্ঞাসা করিব? তোমার উপদেশ অনুযায়ী আমি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণাগত হইয়া নিশ্চিত মনে তোমাতে বিশ্রম্ভবান্ হইয়াছি। আমার স্ব-স্বরূপ বিষয়ে যে অজ্ঞান অবস্থা ছিল তাহাও তোমার কৃপায় এখন চলিয়া গিয়াছে। জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস তাহা আমার স্মৃতি পথে উদিত হইয়াছে।

আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার সকল ভার এখন তোমার॥
বহু দুঃখ পেয়েছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ওপদ বরণে॥

এখন আমার নিষ্কাম যুদ্ধ বিষয়ে যে সন্দেহ ছিল তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছি। শরণ্য তোমার আজ্ঞাতে অবস্থানই শরণাগত আমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এখন বর্ণাশ্রমধর্ম কিংবা জ্ঞান-যোগাদি সকলই পরিত্যক্ত হইল। যেহেতু শরণাপত্তি যে সর্বপ্রধান জৈবধর্ম ইহা এখন আমার সম্যক্ উপলব্ধি হইয়াছে। শ্রীভগবানের ভূভার হরণের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট করণীয় কার্য্য আমাকে দিয়াই করাইবেন এইরূপ ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণবাক্যে প্রকাশ পাইলে কৃষ্ণৈকশরণ গাণ্ডীবপাণি অর্জুন যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হইলেন॥ ৭৩॥

অমৃতবর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপোদ্বোধক বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া অর্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে অর্থাৎ তুমি বসুদেব-নন্দন বাসুদেব আমার সখা কিন্তু অবিদ্যাজাত দেহে আত্মাভিমানরূপ মোহ দূর করিবার জন্য কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সদ্গুরুর ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারা স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের আত্মস্বরূপ-জ্ঞান সম্পাদন করিয়াছ। তোমার প্রসাদে আমি বুঝিয়াছি, জীব চেতন পদার্থ নিত্যকৃষ্ণদাস। জীব, প্রকৃতি ও ভগবান এই তিনের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক জ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছি। আমার মোহাবস্থা দূর হওয়ায় তোমার দুরতিক্রমা বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাব বুঝিলাম। তুমি কৃষ্ণ এবং আমি তোমার প্রিয়তম সখা এবং তোমার সন্নিধানে থাকিয়াও তোমার দুরতিক্রমা মায়ার প্রভাবে মোহগ্রস্ত হইয়াছি। এখন তুমি কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সদ্গুরুরূপে আমাকে

মায়াজাল হইতে উদ্ধার করিলে। অতএব ইহজগতের সাম্বন্ধিক যত প্রকার ধর্ম হইতে পারে তৎসমস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। তুমি তোমার কার্য্য সাধনের জন্য আমার দ্বারা তোমার অভিলাষ পূরণের অনুকূলে যাহা করাইতে চাও তাহা পালন করিব; স্বতন্ত্র বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইব না। পূর্বে বলিয়াছিলাম—"কার্পণ্য দোষোপহত··· ····· শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ অর্থাৎ মনোধর্মের ও হৃদয়দৌর্বল্যের প্রভাব বশতঃ এবং কুলক্ষয় জনিত দোষে অভিভূত ধর্মাধর্ম বিমূঢ়চিত্ত আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; আমার পক্ষে যাহা মঙ্গল তাহা উপদেশ দাও; আমি তোমার শরণাগত শিষ্য, আমার পক্ষে যাহা হিতকর তাহা উপদেশ কর, সখারূপে নহে। এখন বুঝিতেছি তুমি কত দয়াল, কত কৃপাময়—সখা স্বরূপে যুদ্ধ করা কর্তব্য কি অকর্তব্য এক কথায় বলিয়া শেষ করিতে পারিতে কিন্তু তাহা না করিয়া সদ্গুরুরূপে আদৌ "গুরুপদাশ্রয়" করা কর্তব্য শিক্ষা প্রদান পূর্বক ক্রমপন্থায় "কর্মযোগ" "জ্ঞানযোগ," "কর্মসন্ন্যাসযোগ," "ধ্যানযোগ", "বিজ্ঞানযোগ", "তারকব্রহ্মযোগ," "রাজগুহ্য যোগ," "বিভূতিযোগ," "বিশ্বরূপদর্শন যোগ," "ভক্তিযোগ," "প্রকৃতি-পুরুষযোগ," "গুণত্রয় বিভাগযোগ," "পুরুষোত্তম-যোগ," দৈবাসুর সম্পদ বিভাগযোগ," "শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ" "পরমার্থ নির্ণয়যোগ বা মোক্ষযোগ নির্ণয়যোগ" প্রভৃতি উপদেশ প্রদানপূর্বক আমায় তত্ত্বজ্ঞানালোকে সমধিক উদ্ভাসিত করিয়া আমার হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করিয়াছ। আমি এখন সর্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক তোমার শরণাগত, অনুগত এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে ধনুর্হস্তে যুদ্ধায়মান হইয়া কুরুক্ষেত্র রণে দণ্ডায়মান হইলেন। মধ্যমাকার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষাদানছলে জগত জীবে শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন যে, আদৌ শ্রীগুরুপদাশ্রয় প্রয়োজন সেই। শ্রীগুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ শ্রুতি-সম্মত"।

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ মুণ্ডক (১।২।১২)

অর্থাৎ ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্যই মানব সমিধ্-হস্তে বেদতাৎপর্যজ্ঞ এবং কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সদ্গুরু-সকাশে সুনিশ্চিত-

ভাবে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। কারণ শ্রীগুরু-প্রণামে পাই যে, "অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" অর্থাৎ যিনি দিব্যজ্ঞানাঞ্জন শলাকারদ্বারা জীবের (১) স্বরূপের দুর্জ্ঞেয়তা, (২) জড়দেহে আমি বুদ্ধি, (৩) বিপর্য্যাস বা ভোক্তাভিমান' (৪) ভেদ, দ্বিতীয়াভিনিবেশ (৫) ভয় ও বিরূপ গ্রহণ—এই পঞ্চবিধ অজ্ঞান ও তদুত্থিত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারূপ অজ্ঞানান্ধকাররাশিকে বিদূরিত করিয়া দিব্য-হরিসেবোন্মুখ নেত্র উন্মীলিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার।

"কে আমি, কেনে মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কৈছে মোর হিত হয়॥"

ইহাই জীবের প্রশ্ন।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"

ইহাই জীবের স্বরূপ।

গুরু-বাক্য শ্রুতি-মূলে অর্থাৎ স্বরূপ-তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের দ্বারা মোহ নষ্ট হয় অথবা স্ব-স্বরূপ দিব্য জ্ঞানালোকে মোহ অন্ধকার বিদূরিত হইবে॥ ৭৩॥

সঞ্জয় উবাচ,—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্॥ ৭৪॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ—(সঞ্জয় কহিলেন) অহং (আমি) ইতি (এইরূপ) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) পার্থস্য চ (ও অর্জুনের) ইমম্ (এই) অদ্ভুতং (অদ্ভুত) লোমহর্ষণম্ (রোমাঞ্চকর) সংবাদং (সংবাদ) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছি)॥ ৭৪॥

অনুবাদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—আমি এইরূপ মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি॥ ৭৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—তাহার পর পঞ্চশ্লোকের ব্যাখ্যা। সর্বগীতার্থের

তাৎপর্য্যসার শেষ শ্লোকগুলি যে পত্রে অবস্থিত, সেই পত্র দুইখণ্ড গণেশ নিজবাহন মূষিকদ্বারা অপহরণ করিয়াছিলেন, ইহার পর পুনরায় তন্মাত্রবাদপূর্ণ তাহা আর লিখি নাই।

তিনি প্রসন্ন হউন, তাঁহাকে নমস্কার। **ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা 'সারার্থবর্ষিণী' সমাপ্তীকৃত হইল**, ইহা সাধুগণের প্রীতির নিমিত্ত হউক॥

সর্বলোকহিতকারিণী সারার্থবর্ষিণীর মাধুরী ভক্তচাতকগণকে অধিনুত (সম্যক্ তৃপ্ত) করুক। ইহার মাধুরী আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউক। ইতি॥ ৭৪॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—এই গীতাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয় সমাপ্ত হইল। তারপর কথা প্রসঙ্গের অনুসারে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন,—'ইত্যহমিতি'। অদ্ভুত—চিত্তের বিস্ময়জনক, কারণ—লোক সমাজে ইহা অসংভাব্যমান। রোমহর্ষণ—দেহে পুলকজনক॥ ৭৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—কৃষ্ণার্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিলাম। ॥ ৭৪ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—বর্তমানে শাস্ত্রার্থ সমাপ্ত করিতেছেন। কথাসম্বন্ধ-অনুসন্ধানকারী সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন। 'অদ্ভুত'-অর্থে লোকে অসংভাব্য-মানত্বহেতু চিত্তের বিস্ময়কর। রোমহর্ষণ অর্থে দেহে পুলকজনক॥ ৭৪ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন—এইরূপে আমি মহাত্মা বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ ও পার্থের এই রোমাঞ্চকর সংবাদ শ্রবণ করিলাম॥ ৭৪ ॥

অমৃতবর্ষিণী—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের পরস্পর অদ্ভুত, বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর সংলাপ শ্রবণ করিয়াছি।

রসবিচারে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভেদে চারিপ্রকার সামগ্রী আছে। সাত্ত্বিক ভাব তিনপ্রকার—স্নিগ্ধ, দিগ্ধ, রুক্ষ। সাত্ত্বিক বিকার অষ্টপ্রকার আছে যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু এবং পুলক।

অদ্ভুত অর্থাৎ বিস্ময়কর, কাব্যের রসবিশেষ, ইহার স্থায়ীভাব বিস্ময়। ইহা চিত্তকে বিস্ময়াপ্লুত করে যথা—

"থির বিজুরী সঞে, চঞ্চল জলধর,
রস বরিষয়ে অনিবার" ॥ (গোবিন্দদাস)

রোমহর্ষণ অর্থাৎ রোমাঞ্চকর—অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের মধ্যে "রোমাঞ্চ" অন্যতম বিকার। কোন রতিশূন্য ভক্ত সদৃশ ব্যক্তিতে কৃষ্ণের মধুর আশ্চর্য্য বার্তা শ্রবণের পর বিস্ময় হইতে কখন কখন যে আনন্দ উৎপন্ন হয় তাহা রুক্ষ; রোমাঞ্চ—রুক্ষ-সাত্ত্বিক ভাব।

সঞ্জয় সৌভাগ্যাতিশয্যে অহৈতুকীভাবে শ্রীব্যাসদেবের কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়—ব্যাসপ্রসাদাৎ (ব্যাসদেবের কৃপায়) অহং (আমি) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (বক্তা) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ (স্বয়ং যোগেশ্বর) কৃষ্ণাৎ (কৃষ্ণ হইতে) ইমং (এই) পরমং (সর্বশ্রেষ্ঠ) গুহ্যং (গোপনীয়) যোগং (যোগ) শ্রুতবান্ (শ্রবণ করিয়াছি) ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—আমি ব্যাসদেবের কৃপায় সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণের নিকট হইতে এই পরম গুহ্যযোগ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—আমি ব্যাস-প্রসাদে সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এই পরম গুহ্যযোগ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—বহু ব্যবধান থাকিতেও সঞ্জয়ের সেই সংবাদ-শ্রবণে নিজের যোগ্যতার বিষয় বলিতেছেন,—'ব্যাসেতি'। ব্যাসের অনুগ্রহে অর্থাৎ তাঁহার প্রদত্ত দিব্যচক্ষু ও শ্রোত্রাদি লাভ করায় এই অতিশয় গুহ্যবস্তু শ্রবণ করিলাম। ইহা কি? তাহা বলিতেছেন—'পরং যোগমিতি'। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এইগুলি। কেন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব? তাহা প্রতিপাদন করা হইতেছে—'যোগেশ্বরাদিতি'। দেবতা-মানুষ প্রভৃতি নিখিল প্রাণীর স্বভাব-

সম্বন্ধই যোগ। তাহাদের নিয়ন্তা ঈশ্বর স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে, স্বমুখের দ্বারাই যেহেতু প্রকাশিত; কিন্তু পরম্পরায় কথিত নহে। শ্রুতবান্ হইলাম—ইহার দ্বারা নিজের ভাগ্যকে প্রশংসা করিতেছে ॥ ৭৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই গুহ্যতম পরমযোগ আমি ব্যাস প্রসাদে শুনিয়াছি ॥৭৫॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—শ্রীসঞ্জয় কিরূপে শ্রীব্যাস-কৃপায় ব্যবহিত হইলেও তৎসংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে নিজযোগ্যতার বিষয় বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কৃপায় তদ্দত্ত দিব্যচক্ষু ও শ্রোত্রাদি লাভ করিয়াই এই গুহ্য বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ হস্তিনাপুরে থাকিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সন্দর্শন, তত্রত্য বাক্যাদি-শ্রবণ এবং তাহার মর্ম অবগত হইয়া যথাযথভাবে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই সঞ্জয়-কথিত বাক্যই শ্রীমহাভারতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গীতার উপদিষ্ট বিষয় কি? তাহাই বলিতেছেন। 'পরং যোগং' অর্থাৎ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। ইহার সর্বশ্রেষ্ঠত্বের কারণ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কথিত। দেব-মানবাদি নিখিল প্রাণিগণের স্বভাব-সম্বন্ধই যোগ, তাহা নিয়ন্তা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজমুখেই বর্ণিত পরম্পরাক্রমে কিন্তু কথিত নহে—ইহাই সাক্ষাদ্ শব্দের তাৎপর্য্য। তাহাই সঞ্জয় শ্রীব্যাসকৃপায় শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া নিজ ভাগ্যেরও প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৭৫ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—মহাত্মা ব্যাসদেব আমাকে দিব্যচক্ষুকর্ণাদি প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে সাক্ষৎ বক্তা যোগেশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ শ্রবণ করিয়াছি ॥৭৫॥

অমৃতবর্ষিণী—আমি ব্যাস প্রসাদে অর্থাৎ শ্রীগুরুর কৃপায় দিব্যচক্ষু-কর্ণাদি লাভ করিয়া সাক্ষাৎ বক্তা যোগেশ্বর স্বয়ং কৃষ্ণের নিকট হইতে উপনিষদেরও অগোচর সর্বগুহ্যতম পরম রহস্যযোগ শ্রবণ করিয়াছি ॥৭৫॥

রাজন সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্ববাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥৭৬॥

অন্বয়! রাজন্ (হে রাজন্!) কেশবার্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জুনের) ইমম্ (এই) পুণ্যং (পুণ্যময়) অদ্ভুতং (অদ্ভুত) সংবাদম্ (সংবাদ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারবার স্মরণ করিয়া) মুহুর্মুহুঃ (বারম্বার) হৃষ্যামি চ (হৃষ্ট হইতেছি) ॥৭৬॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! কেশবার্জুনের এই পুণ্যজনক অদ্ভুত সংবাদ বারম্বার স্মরণ করিয়া রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্র! পুণ্য অর্থাৎ শ্রোতার অবিদ্যা পর্যন্ত সমস্ত দোষনাশক। মুহুর্মুহুঃ প্রতিক্ষণেই আনন্দিত হইতেছি অর্থাৎ রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—হে রাজন্! কেশবার্জুনের এই অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করিতে করিতে আমি বারংবার রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—হে রাজন্! সম্বোধনে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইতেছে। আর পুণ্য শব্দের অর্থে ইহার শ্রবণে শ্রোতার অবিদ্যা পর্য্যন্ত সর্বদোষ হরণ করে। শ্রবণে প্রতিক্ষণ সঞ্জয় হৃষ্ট হইতেছেন অর্থাৎ রোমাঞ্চিত হইতেছেন, তাহাও জ্ঞাপন করিতেছেন ॥ ৭৬ ॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—হে রাজন্! কেশব ও অর্জুনের সর্বার্থপ্রদ মঙ্গল নিলয় সর্বপাপহর দিব্যজ্ঞান প্রদাতা অদ্ভুত বিস্ময়কর সংলাপ স্মরণ করিতে করিতে আমি মুহুর্মুহু পুলকিত হইতেছে ॥৭৬॥

অমৃতবর্ষিণী—হে রাজন্? শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণকারীর অবিদ্যাপর্যন্ত সর্বদোষ হরণকারী সর্বার্থপ্রদানকারী মঙ্গল-নিলয় দিব্যজ্ঞান প্রদাতা অতিশয় বিস্ময়কর এই কেশব ও অর্জুনের পরস্পর বার্তালাপ স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্! হৃষ্যামি চঃ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥

অন্বয়—রাজন্! (হে রাজন্!) হরেঃ (হরির) তৎ (সেই) অত্যদ্ভুতং (অত্যদ্ভুত) রূপম্ (রূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ (পরম) বিস্ময়ঃ (বিস্ময় হইতেছে) পুনঃ পুনঃ চ (এবং বারম্বার) হৃষ্যামি (হৃষ্ট—রোমাঞ্চিত হইতেছি)॥ ৭৭॥

অনুবাদ—হে রাজন্! হরির অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিতে করিতে আমি অতিশয় বিস্ময় লাভ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ পুলকিত হইতেছি॥ ৭৭॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—সেই বিশ্বরূপ—যাহা অর্জ্জুনকে প্রদর্শিত হইয়াছে॥ ৭৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—হে রাজন্! হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ আমি বিস্ময় লাভ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি॥ ৭৭॥

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী—সেই বিশ্বরূপ যাহা অর্জ্জুনকে দর্শন করাইয়াছিলেন॥ ৭৭॥

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—হে রাজন্! শ্রীহরির সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইতেছি এবং বারংবার রোমাঞ্চিত কলেবর হইতেছি॥ ৭৭॥

অমৃতবর্ষিণী—হে রাজন্! শ্রীহরির সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ আমি অতি সুকৃতিবান্ ব্যক্তি ব্যতীত যাহা সাধারণ-ভাগ্যে দর্শন লাভ সম্ভব হয় না তাহা, পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত এবং পুনঃ পুনঃ আনন্দে পুলকিত হইতেছি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা দর্শন ও স্মরণে পুনঃ পুনঃ অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের দ্বারা সঞ্জয় অভিভূত হইতেছেন॥৭৭॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ৭৮॥

অন্বয়—যত্র (যেখানে) যোগেশ্বর কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ) যত্র (যেখানে) ধনুর্দ্ধরঃ (ধনুর্দ্ধারী) পার্থঃ (অর্জুন) তত্র (সেখানেই) শ্রী (রাজ্যলক্ষ্মী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ (ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি) ধ্রুবা (স্থির) নীতিঃ (ন্যায়পরায়ণতা)

[বর্ততে—বিদ্যমান থাকে] [ইহা] মম (আমার) মতিঃ (নিশ্চিত-বাক্য) ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও যে পক্ষে গাণ্ডীবধারী অর্জুন সেইপক্ষেই রাজ্যলক্ষ্মী, বিজয়, সম্পদ্‌বৃদ্ধি, ধ্রুবা ও নীতি বিরাজমান আছে—ইহাই আমার অভিমত বা নিশ্চিত বাক্য ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ সমাপ্ত

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—এইরূপ হইলে, হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! স্বীয়-পুত্রগণের বিজয়াদির আশা পরিত্যাগ করুন, তাহা বলা হইতেছে—'যত্রেতি' যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার মহিমা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি স্বীয় সংকল্পের অধীন ও নিজভিন্ন সমস্তপ্রাণীর স্বরূপে অবস্থান ও প্রবৃত্তিমান্ বসুদেবপুত্র বাসুদেব কৃষ্ণই সারথ্য পর্য্যন্ত সাহায্যকারিতার সহিত বর্তমান। যেখানে নরাবতার তোমার পিতৃস্বসার পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠ ও ধনুর্দ্ধারী অর্থাৎ যাহার গাণ্ডীব কখনও কেহ ছেদন করিতে পারিবে না; সেই অর্জুনই আছে। সেখানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের অধিষ্ঠিত, যুধিষ্ঠির পক্ষে শ্রী রাজ্যলক্ষ্মী, উত্তম উৎকর্ষ যাহা শত্রু পরাভবকারী, ভূতি—উত্তরোত্তর রাজশ্রীবৃদ্ধি; ধ্রুবা—স্থির; নীতি—ন্যায়, ইহাই আমার অভিমত। "ধ্রুবা" এই পদটি সর্বত্র যোজনীয়।

কিন্তু যাহারা এই গীতাশাস্ত্রকে যুদ্ধপর বলিয়া সন্দেহ করিয়া থাকেন, তৎসম্পর্কে বলা হইতেছে—উহা ঠিক নহে—কারণ—'মন্মনা মদ্ভক্ত হও' ইত্যাদি হইতে 'সর্বধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া' ইত্যাদি উপদেশ এবং সেই চারিটি বর্ণ ও আশ্রমের ধর্মগুলি হৃদয়ের বিশুদ্ধি কারক বলিয়া ও লোকরক্ষার জন্যই এখানে নিরূপিত হইয়াছে অতএব ইহা তত্ত্ববোধক ইহাই সাধু ব্যাখ্যা ॥ ৭৮ ॥

(১) উপায় বহু থাকিলেও তাহাদের মধ্যে ভগবানের দাস্য-পূর্ব্বিকা প্রপত্তি (ভক্তিই) বিষ্ণুর শীঘ্র প্রসন্নতাকারিণী—ইহাই অষ্টাদশাধ্যায়ের প্রতিপাদ্য। যিনি যশোদার স্তন্য পান করিয়াছেন, যিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সদ্‌গুণরত্নাবলীর দ্বারা পরিপূর্ণ তিনি এই গীতাশাস্ত্রে পরতত্ত্বরূপে গীত অর্থাৎ বিবৃত হইয়াছেন ॥ ১ ॥

(২) যাঁহার ইচ্ছারূপ তরণী (নৌকা) অবলম্বন করিয়া গীতা-সমুদ্রে আমি অবতরণ করিয়াছি কিন্তু অতিপয় বিচিত্র রত্নস্বরূপ অর্থসমূহ গৃহীত হওয়ায় অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হওয়ায় উঠিতে সমর্থ হইতেছি না। সেই কৌতুকী অর্থাৎ লীলাময় আমার প্রিয় থাকুন ॥ ২ ॥

(৩) শ্রীমদ্ গীতাভূষণ নামক ভাষ্য অতিশয় যত্নপূর্বক এই বিদ্যাভূষণ কর্তৃক বিরচিত হইল। যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের প্রেমমাধুর্য্যলুব্ধ করুণার্দ্রচিত্ত সেই সাধুগণ ইহার শোধন বিধান করুন ॥ ৩ ॥

শ্রীমদ্ "গীতাভূষণ" ভাষ্য সমাপ্ত।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ সেখানেই শ্রী, বিজয় ও ন্যায়; ইহাই আমার নিশ্চিত বাক্য ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মাবলোকন-ফলজনক ধ্যানযোগশিরস্ক কর্মযোগ একটি পর্ব এবং হরিবিষয়ি-শ্রদ্ধোদিত শুদ্ধভক্তিযোগ আর একটি পর্ব,—ইহাই গীতা-শাস্ত্রের সার-সংগ্রহ। তন্মধ্যে মানবদিগের স্বভাবসিদ্ধ-বর্ণ-ক্রমে ধর্ম-জীবন অবলম্বন-পূর্বক নিষ্কামভাবে কর্মানুষ্ঠান-দ্বারা ক্রমশঃ যে জ্ঞানপথ-লাভ হয়, তাহাই 'গুহ্য' উপদেশ; ঐ জীবনে ধ্যানযোগকে সংযোগপূর্বক ক্রমশঃ আত্মাবলোকন-রূপ জ্ঞানানুষ্ঠানই 'গুহ্যতর,' এবং শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তি-দ্বারা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই 'সর্বগুহ্যতম' উপদেশ,—ইহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বয়-বস্তুই একমাত্র তত্ত্ব; ভগবত্তাই সেই তত্ত্বের সম্যক্ পরিচয়। অন্য সমস্ত তত্ত্বই সেই ভগবদ্বস্তুর শক্তিনিঃসৃত; —চিচ্ছক্তি-দ্বারা ভগবৎস্বরূপ ও চিদ্বৈভব, জীবশক্তি-দ্বারা মুক্ত ও বদ্ধভেদে দ্বিবিধ অনন্ত জীব, মায়াশক্তি-দ্বারা প্রধান হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি জড়তত্ত্ব, কালশক্তি-দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ও সর্ববস্থার কলন এবং ক্রিয়াশক্তি-দ্বারা সর্ববিধ-কর্মাবিষ্কার। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, কাল ও কর্ম, এই পাঁচটি তত্ত্ব একমাত্র ভগবত্তত্ত্ব হইতেই নিঃসৃত। ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভাব সকল—ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত।

উক্ত পঞ্চবিধতত্ত্ব—পৃথক্ হইয়াও যুগপৎ ভগবত্তত্ত্বের আয়ত্তাধীন একতত্ত্ব হইয়াও বিশেষ ধর্মবশতঃ নিত্য পৃথক; এই গীতাশাস্ত্রোক্ত ভেদাভেদতত্ত্ব—মানবযুক্তির অতীত। এতন্নিবন্ধন পূর্ব মহাজনগণ গীতাশাস্ত্রে শিক্ষিত (উপদিষ্ট) তত্ত্বের নাম "অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং এতৎসম্বন্ধি-জ্ঞানের নামই "তত্ত্বজ্ঞান"।

জীব—স্বরূপতঃ শুদ্ধচেতন, চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণ-পরমাণু-গত তত্ত্ব-বিশেষ; তিনি স্বভাবতঃ চিৎ ও অচিৎ, উভয় জগতের যোগ্য। চিৎ ও অচিৎ জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার প্রথমাবস্থান। তিনি 'চেতন' বলিয়া স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র; চিৎজগতে রত হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া চিদ্গতা হলাদিনী শক্তির সাহায্যে শুদ্ধানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ আর তদেক-পার্শ্বস্থিত মায়িক-জগতে রত হইলে মায়াশক্তির আকর্ষণে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া জড় সুখ-দুঃখে নিপতিত হন। যাঁহারা—চিদ্রতিবিশিষ্ট, তাঁহারা—নিত্য-মুক্ত; এবং যাঁহারা জড়রতি-বিশিষ্ট, তাঁহারা—নিত্যবদ্ধ; উভয়বিধ জীবের সংখ্যাই অনন্ত।

বদ্ধজীব লুপ্তপ্রায়স্বভাব হইয়া, জড়-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কোন সময়ে নির্বেদ লাভ করতঃ তদুপযুক্ত গুরুপাদাশ্রয়ে কর্মযোগ-দ্বারা ধ্যান-পরিপাকে স্ব-স্বভাবরূপ ভগবদ্রতি লাভ করেন। কখনওবা ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদুপযুক্ত গুরু-পাদাশ্রয়ে সাধন, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করেন। উক্ত দ্বিবিধ উপায় ব্যতীত আত্মযাথাত্ম্য-লাভের অন্য উপায় নাই। উক্ত দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে ধ্যানশিরস্ক আত্মযাথাত্ম্যপ্রদ কর্মযোগেই সাধারণের অবলম্বনীয়; যেহতু তাহা—স্বচেষ্টাধীন। শ্রদ্ধোদিত ভক্তিযোগ কর্মযোগাপেক্ষা প্রশস্ততর ও সহজ হইলেও ভগবৎকৃপা বা সাধুকৃপারূপভাগ্যোদয় না হইলে তাহা ঘটে না। সুতরাং জগতের অধিকাংশলোকই জ্ঞানগর্ভ—কর্মযোগপ্রিয়। তন্মধ্যে যাঁহাদের ভাগ্যোদয় হইয়া পড়ে, তাঁহাদেরই ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা হয় এবং গীতার চরমশ্লোকোক্ত প্রপত্তিরূপা শরণাপত্তি উদিত হয়,—ইহাই সর্ববেদের অভিধেয়।

কাম্যকর্মমার্গে যে চতুর্দ্দশ-শ্লোকে জড়সুখ-ভোগ বা ভুক্তিলাভ হয়, তাহা—চেতনস্বরূপ জীবের পক্ষে অত্যন্ত হেয়। গীতার প্রারম্ভেই সেই কাম্যকর্ম ত্ত

তদুত্থিত ভুক্তি নিতান্ত তুচ্ছীকৃত হইয়াছে॥ জরামরণ-মোক্ষানন্তর কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধিরূপ সাযুজ্য নির্বাণাদিবাচ্যা মুক্তিও যে জীবের চরম প্রয়োজন নয়, তাহাও অনেক স্থানে উক্ত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি ও সালোক্যাদি চতুর্বিধ ঐশ্বর-ধাম-প্রাপ্তিরূপ মুক্তিস্থান ভেদ করতঃ ভগবল্লীলারূপ আত্মচরম-যাথাম্ম্যে প্রবেশপূর্বক ভাব অর্থাৎ নির্মল-প্রেম লাভ করাই যে জীবের চরম প্রয়োজন, তাহাই অনেক-স্থলে সিদ্ধান্ত সমাপ্তি-কালে কথিত হইয়াছে।

অতএব গীতাশাস্ত্রে সমস্ত বেদ ও বেদান্ত সংগ্রহপূর্বক জীবের চরমোপাস্যরূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর ভগবান্ এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্বন্ধ-জ্ঞানপূর্বক ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করতঃ পরম প্রয়োজনরূপ প্রেম লাভ কর; স্ব-স্ব-অধিকারানুসারে ধর্ম-জীবনের সহিত সর্বদা শ্রবণাদি-ভক্তিযোগ অবলম্বন কর; ভক্তিযোগের অনুকূল আচরণরূপ স্বধর্ম অবলম্বনপূর্বক জীবন নির্বাহ কর এবং শ্রদ্ধা সহকারে ক্রমশঃ স্বনিষ্ঠা ত্যাগপূর্বক শরণাগতি দ্বারা ভক্তিযোগে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও স্বধর্মদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে। তাহাহইলে স্বল্পকাল মধ্যেই আমি তোমাদিগকে নিরপেক্ষজুষ্ট বিশুদ্ধপ্রেম দান করিব। এরূপ শুদ্ধ সত্ত্ব-ব্যাপারে প্রবেশ করিবামাত্র অশোক, অভয় ও অমৃতস্বরূপ মৎপ্রসাদ লাভ করতঃ আমার নিত্য-প্রেমে আবিষ্ট হইবে॥ ৭৮॥

অষ্টাদশ অধ্যায়ের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "ভাষা-ভাষ্য" সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপসিদ্ধান্তী—রাজামাত্য ভক্তবর শ্রীসঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদের বিস্ময়করত্ব ও শ্রীহরির রূপের অত্যদ্ভুতত্ব পুনঃ পুনঃ স্মরণপূর্বক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ফলাফল জ্ঞাপনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত হইয়া পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করতঃ এবং নিজ পুত্রগণের মঙ্গল লাভ-বিষয়ে সাবহিত করিবেন এবং নিজপুত্র-গণের বিজয়াশা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন—যেস্থলে স্বসঙ্কল্পত্বে সর্বপ্রাণী স্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তিক যোগেশ্বর বসুদেব-সুত কৃষ্ণ সারথ্য-পর্য্যন্ত সাহায্যকারীরূপে বর্তমান, যে-স্থলে তাঁহার পিতৃস্বসাপুত্র নরাবতার কৃষ্ণৈকান্তী, ধনুর্দ্ধারী অচ্ছেদ্য গাণ্ডীব পাণি অর্জুন বর্তমান, সেইস্থলেই শ্রীকৃষ্ণার্জুনাধিষ্ঠিত যুধিষ্ঠির পক্ষে শ্রী—রাজ্যলক্ষ্মী, 'বিজয়'—শত্রুপরিভব-হেতু পরমোৎকর্ষ, 'ভূতি—উত্তরোত্তর রাজ্যলক্ষ্মী

বিবুদ্ধি, 'নীতি'—ন্যায়-প্রবৃত্তি, 'ধ্রুবা'—স্থিরা, ইহা সর্বত্র সংবন্ধ। যিনি কিন্তু এই গীতাশাস্ত্রকে যুদ্ধপর বলিয়া মনে করেন, তাঁহার বিচার ঠিক নহে। 'মন্মনা ভব' মদ্ভক্ত ভব, এবং 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি হইতে যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা হইতে চতুর্বর্ণাশ্রমিগণের ধর্মসমূহ হৃদ্বিশুদ্ধিহেতু এবং লোকসংগ্রহ নিমিত্তই এস্থলে নিরূপিত, এই বিচারই সুষ্ঠু।

বহু প্রকার উপায় থাকিলেও দাস্য-পূর্বিকা প্রপত্তি বিষ্ণুর ক্ষিপ্র-প্রসন্নতা-বিধানে সমর্থ, ইহাই অষ্টাদশ-অধ্যায়ের তাৎপর্য্য। যিনি যশোদার স্তন্যপান করিয়াছেন, যিনি পার্থ-সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সদ্‌গুণবৃন্দের দ্বারা স্ফীত, তিনিই পরমতত্ত্বরূপে গীত বা যাঁহার ইচ্ছারূপ তরণী প্রাপ্ত হইয়া গীতা পয়োধিতে নিমজ্জিত হইয়া, অতিবিচিত্র রত্নার্থ গ্রহণপূর্বক নিরতিশয় আনন্দবশতঃ উত্থিত হইতে সমর্থ হইতেছি না, সেই আমার কৌতুকী নন্দসূনু চিরপ্রিয় হউন। বিদ্যাভূষণ নামা আমাকর্তৃক বহুযত্নে শ্রীমদ্‌গীতাভূষণ নামক ভাষ্য বিরচিত। শ্রীগোবিন্দের প্রেমমাধুর্য্য লুব্ধ সাধুগণ করুণায় আর্দ্র হইয়া ইহার শোধন করুন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

"নন্বেষ বজ্রস্তব শক্র তেজসা হরের্দধীচস্তপসা চ তেজিতঃ।
তেনৈব শত্রুং জহিবিষ্ণুযন্ত্রিতো যতো হরির্বিজয়ঃ শ্রীগুণাস্ততঃ॥ (৬।১১।২০)

অর্থাৎ হে ইন্দ্র! তোমার এই বজ্র ভগবান্ শ্রীহরির তেজে এবং দধীচি মুনির তপস্যায় অতিশয় তেজযুক্ত হইয়াছে, তুমিও বিষ্ণুকর্তৃক প্রেরিত অতএব এই বজ্রদ্বারা তুমি আমাকে বধ করিতে পারিবে। যেহেতু ভগবান্ শ্রীহরি যেপক্ষ অবলম্বন করেন, সেই পক্ষেই জয়, সম্পদ এবং দয়া, সন্তোষ, সৌশীল্যাদিগুণসমূহ অবশ্যম্ভাবী।

আরও পাওয়া যায়,—"জয়স্তু পাণ্ডু পুত্রাণাং যেষাম্ পক্ষে জনার্দ্দনঃ"। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অনন্যশরণ-গ্রহণকারী ব্যক্তিই তাঁহার কৃপায় সর্বত্র সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন॥ ৭৮॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুভূষণ নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

শ্রীলশ্রীধরস্বামিপাদ—অতএব আপনি পুত্রগণের রাজ্যাদির আশা ত্যাগ

করুন, এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—'যত্র' ইত্যাদি। যত্র—যে পাণ্ডবগণের পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আছেন, যে পক্ষে অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু ধারণ করিয়া আছেন, সেই পক্ষেই রাজলক্ষ্মী, সেই পক্ষেই বিজয়, সেই পক্ষেই ভূতি—উত্তরোত্তর অভ্যুদয় ও নীতি নিশ্চিতা, ইহাই আমার নিশ্চয়। (ধ্রুবা—সর্বত্র নিশ্চিতা, 'ধ্রুবা'পদটীর অন্যান্য শব্দের সহিত অন্বয় আছে।) অতএব এখনও আপনি পুত্রগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণকে সন্তোষ প্রদানপূর্বক এবং সর্বস্ব তাঁহাদিগকে নিবেদন করিয়া পুত্রগণের প্রাণরক্ষা করুন।

ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ পুরুষের তদীয় কৃপায় আত্মজ্ঞান জন্মিলে সহজেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি ঘটে, ইহাই গীতার অর্থসংক্ষেপ। "হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ আমি অনন্যা ভক্তিদ্বারা লভ্য" (৮।২২), "হে অর্জ্জুন! লোকে আমাকে একনিষ্ঠা ভক্তিদ্বারা বিশ্বরূপ আমাকে জ্ঞাত হইতে এবং দর্শন করিতে পারে" (১১।৫৪)—সকল শ্লোকে ভগবানের প্রতি ভক্তিকে মোক্ষ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়া শ্রবণ করায়, তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিই তাঁহার অনুগ্রহজনিত জ্ঞানরূপ প্রাসঙ্গিক ব্যাপারযুক্ত মোক্ষের কারণ ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। জ্ঞান যে ভক্তির একটি অবান্তর (অন্তর্ভুক্ত) ব্যাপার মাত্র, তাহা যোগ্যই বটে;—"সর্বদা আমাতে আসক্তচিত্ত ও প্রীতিপূর্বক ভজনশীল মানবদিগকে আমি বুদ্ধিরূপ উপায় প্রদান করি, তাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন" (১০।১০), "আমার ভক্তগণ এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রহ্মত্ব পাইতে যোগ্য হন" (১৩।১৮)—এই সকল বাক্য জ্ঞানই ভক্তি, ইহা সঙ্গত নহে; কারণ, "সকল ভূতে সমদৃষ্টিযুক্ত হইয়া সকলপ্রাণীতে আমারচিন্তারূপ শ্রেষ্ঠাভক্তি লাভ করে" (১৮।৫৪), "সেই পরাভক্তি দ্বারা আমি যে সর্বব্যাপী ও সচ্চিদানন্দ-মূর্তি, তাহা অনুভূতির সহিত জানিতে পারে" (১৮।৫৫)—এই সকল বাক্যে উভয়ের পার্থক্য দৃষ্ট হয়; এইরূপ হইলেও "তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুধর্ম অতিক্রম করে, মোক্ষ প্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই"—এই শ্রুতি-বাক্যের সহিত বিরোধেরও আশঙ্কা নাই; কারণ, জ্ঞান—ভক্তির অবান্তর (অন্তর্ভুক্ত) ব্যাপার মাত্র; যথা 'কাষ্ঠদ্বারা পাক করিতেছে,' এই বাক্যে অগ্নিশিখাকে পাককার্যে উপায় নহে বলিয়া বলা হয় নাই; আরও

"যাঁহার ভগবানে অনন্যা-ভক্তি এবং যেরূপ ভগবানে সেইরূপ গুরুতেও ভক্তি বর্তমান, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল শ্রুতির গূঢ়ার্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে," "দেহাবসানে ভক্ত দেবদেহ ধারণ করিয়া তারণকর্তা পরব্রহ্মের ব্যাখ্যা করেন" "এই পরমাত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনি তাঁহারই লভ্য হন" ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি, ও পুরাণের বচনগুলি এইরূপ থাকায় সমস্তই সমঞ্জস হইতেছে। অতএব ভগবানের প্রতি ভক্তিই পরম মোক্ষের কারণ—ইহা প্রমাণিত হইল ॥৭৮॥

তাঁহারই (শ্রীমাধবেরই) প্রদত্ত বুদ্ধিদ্বারা তাঁহার কথিত গীতার ব্যাখ্যা করিলাম; অতএব এই ব্যাখ্যা দ্বারা সেই পরমানন্দ মাধব প্রীত হউন।

যিনি পরমানন্দের পাদপদ্মরেণুর শোভা মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীধরস্বামি-নামক যতি এই গীতা "সুবোধিনী" নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন।

নিজের প্রতিভাবলে ভগবদ্গীতা আলোড়ন পূর্বক তদ্-অন্তর্গত তত্ত্বজ্ঞান পাইতে ইচ্ছুক হইয়া কেহ কি **গুরু কৃপারূপা** অমৃত দৃষ্টি ব্যতীত তাহা লাভ করিতে পারে? আপন অঞ্জলিদ্বারা জল নিরাস করিয়া সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে মণি গ্রহণের অভিলাষী মানব উৎকৃষ্ট কর্ণধার না থাকিলে কি ঘূর্ণিজলে নিমগ্ন হয় না? ॥৭৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা
'সুবোধিনী'তে 'মোক্ষযোগ' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীহরিপদ গোস্বামী—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে পূর্ব হইতে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, আপনি পুত্রগণের রাজ্য প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করতঃ নিজ পুত্রগণের মঙ্গল বিধান করুন। কারণ—যেস্থলে ধনুর্দ্ধারী গাণ্ডীবপাণি অর্জুন বর্তমান, সেইস্থলেই যুধিষ্ঠির পক্ষে "শ্রী" অর্থাৎ রাজ্যলক্ষ্মী, "বিজয়" অর্থাৎ শত্রু পরিভবহেতু পরমোৎকর্ষ, "ভূতি" উত্তরোত্তর রাজ্যলক্ষ্মী বিবৃদ্ধি, "নীতি" অর্থাৎ ন্যায় প্রবৃত্তি, "ধ্রুবা" স্থিরা, ইহারা সর্বত্র সংবদ্ধ। ইহাই আমার অভিমত। শ্রীমদ্ভাগবতে বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বলিয়াছিল—"যতো হরি বিজয়ঃ শ্রীগুণাস্ততঃ" (৬।১৪।২০)॥ যে পক্ষে ভগবান্, সেই পক্ষে জয়, সম্পদ এবং সন্তোষাদি গুণ সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী ॥৭৮॥

এই অধ্যায়ের চরম উপদেশ মানবদিগের স্বভাবসিদ্ধ বর্ণাদিক্রমে ধর্মজীবন

অবলম্বনপূর্বক নিষ্কামভাবে কর্মানুষ্ঠানদ্বারা ক্রমে ক্রমে যে জ্ঞান পথ লাভ হয় তাহাই "গুহ্য" উপদেশ, এই জীবনে ধ্যানযোগকে অবলম্বনপূর্বক ক্রমশঃ আত্মাবলোকনরূপ জ্ঞানানুষ্ঠানই "গুহ্যতর" এবং শ্রীকৃষ্ণে শরণাপত্তি-দ্বারা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই "সর্বগুহ্যতম"।

গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য—অদ্বয়বস্তুই একমাত্র তত্ত্ব, ভগবত্তাই সেই তত্ত্বের সম্যক্ পরিচয়। অন্য সমস্ত তত্ত্বই সেই ভগবদ্বস্তুর শক্তি নিঃসৃত। চিৎশক্তি দ্বারা ভগবৎ স্বরূপও চিদ্-বৈভব, জীবশক্তিদ্বারা মুক্ত ও বদ্ধভেদে দ্বিবিধ; অনন্ত জীব, মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি জড়তত্ত্ব, কালশক্তিদ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার এবং ক্রিয়াশক্তি দ্বারা সর্ববিধ-কর্মাবিকার। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, কাল ও কর্ম এই পাঁচটি তত্ত্ব ভগবদ্-তত্ত্ব হইতেই নিঃসৃত। ভগবত্তত্ত্বের অধীন একতত্ত্ব হইয়াও বিশেষ ধর্মবশতঃ নিত্য পৃথক্।

জীব—স্বরূপতঃ শুদ্ধচেতনা শ্রীকৃষ্ণের কিরণ-পরমাণুগত তত্ত্ব বিশেষ। চিৎ ও অচিৎ উভয় জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার প্রথমাবস্থান। "চেতন" বলিয়া স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র, চিজ্জগতের দিকে আসক্ত হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া চিদ্গতা হলাদিনী শক্তির সাহায্যে শুদ্ধানন্দ ভোগে সমর্থ আর মায়িক জগতের দিকে আসক্ত হইলে মায়াশক্তির আকর্ষণে কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া জড়সুখ-দুঃখে পতিত। যাহারা চিদ্রতি বিশিষ্ট তাঁহারা নিত্যমুক্ত এবং যাহারা জড়রতি বিশিষ্ট তাহারা নিত্যবদ্ধ, উভয়বিধ জীবের সংখ্যা অনন্ত।

লুপ্তপ্রায়স্বভাব বদ্ধজীব জড় সমুদ্রে নিমজ্জমান হইয়া জন্মমৃত্যু-রূপ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে কোন নির্বেদ লাভ করতঃ তদুপযুক্ত গুরুপদাশ্রয়ে কর্মযোগ দ্বারা ধ্যান পরিপাকে স্ব স্ব ভাবরূপ ভগবদ্রতি লাভ করেন। কখনও বা ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদুপযুক্ত গুরুপাদাশ্রয়ে সাধন, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করেন।

কাম্যকর্মমার্গে যে চতুর্দশ-লোকে জড়সুখ ভোগ লাভ হয়, তাহা চেতন স্বরূপ জীবের পক্ষে অত্যন্ত হেয়। এমনি কি কেবলাদ্বৈত সিদ্ধিরূপ সাযুজ্য নির্বাণাদিও জীবের চরম প্রয়োজন নয়। জীবের চরমোপাস্যরূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন পর্য্যন্ত ভক্তিযোগে প্রেম লাভ করাই পরম প্রয়োজন তজ্জন্য

স্ব স্ব অধিকারানুসারে ধর্ম জীবনের সহিত সর্বদা শ্রবণাদি ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্বক শ্রদ্ধা সহকারে ক্রমশঃ স্বনিষ্ঠা ত্যাগপূর্বক শরণাগতি দ্বারা ভক্তিযোগে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও স্বধর্ম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করাই উচিত। তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করতঃ নিত্যলীলা প্রবেশ করিতে পারা যায় ॥৭৮॥

কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে "মোক্ষযোগ" নামক অষ্টাদশ অধ্যায়।

অমৃতবর্ষিণী—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—আমি ব্যাসদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের রোমাঞ্চকর এই পরম গুহ্যযোগ শ্রবণ করিলাম। এই পুণ্যপ্রদ অদ্ভুত সংবাদ ও বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চিত, আশ্চর্য্যান্বিত পুলকিত হইতেছি। অতএব আমি নিশ্চিত বলিতেছি, যে পক্ষে যোগেশ্বর সর্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন বর্তমান আছেন, সেই পক্ষেই রাজ্যলক্ষ্মী, বিজয়, ভূতি, নীতি ও ধ্রুবা নিশ্চিতভাবে আছে ॥৭৮॥

অষ্টাদশ অধ্যায়যুক্ত শ্রীগীতার তাৎপর্য্য—ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার জন্য কুরুপক্ষ এবং পাণ্ডবপক্ষ সমবেত হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আসিয়া যুদ্ধ ব্যতীত অন্য আলাপ হইতে পারে না; ইহাই সাধারণতঃ ধারণার অন্তর্ভুক্ত বস্তু। গীতাশাস্ত্রকে যুদ্ধপর ব্যাপার বলিয়া মনে করা উচিত নহে; "ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ। সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থ-সংগ্রহ ॥" "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া" ভক্ত্যাস্ত্বনন্যয়া শক্যত্বহমেবং "বিধোঽর্জুন", "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" "মন্মনা ভব" "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া স্বরূপ উদ্বোধক সাধনা করিতেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যুদ্ধজয়ের দ্বারা কেবল রাজ্যভোগ করিতে করিতে মৃত্যুকেই বরণ করিতে বলেন নাই, বরং জীব নিত্যবস্তু, জন্মমরণের অতীত বস্তু, চেতন পদার্থ, ইহা জড় নহে ইত্যাদি বলিয়াছেন। ইহা তত্ত্ব-বোধক শাস্ত্র। স্বরূপোদ্বোধন অনুশীলনের সোপান।

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যের নিম্নোক্ত দুইটি শ্লোক যদি বিশেষভাবে অনুশীলন করা যায় তাহা হইলে গীতার তাৎপর্য্যের কিঞ্চিৎ আভাস শ্রীগুরু-কৃপায় লাভ হইতে পারে যথা,—(১) "গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য

মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥" (২) "সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধগীতামৃতং মহৎ ॥"

প্রতীতি দুই প্রকার—বিদ্বৎ ও অবিদ্বৎ প্রতীতি। বিদ্বৎ প্রতীতি দ্বারা গীতাশাস্ত্র অনুশীলন করিতে যাইয়া বহু টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি বহু সাম্প্রদায়িক আচার্য্য এবং ভজনবিজ্ঞ মহাত্মাগণের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। প্রত্যেক ভাষ্যকার এবং টীকাকারগণ আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী দর্শন ও উপলব্ধি অনুসারে গীতামৃত পরিবেশণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহবা সাত্ত্বিক, কেহবা রাজসিক, কেহবা তামসিক ভূমিকা হইতে গীতাশাস্ত্রের আলোক প্রদানের প্রচেষ্টা করিয়াছেন, কেহবা পাণ্ডিত্য প্রতিভায়, কেহবা ভক্ত ভগবানের অহৈতুকী কৃপাবলে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভগবদগীতার নিগূঢ় তত্ত্ব বা ভাব প্রকাশের দ্বারা নিজ নিজ সম্প্রদায় পুষ্টি ও ভাব পুষ্টি করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত "অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে"র অনুকূলে শ্রীরূপানুগ শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ যে সমস্ত টীকা ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একমাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনই সকল শাস্ত্রের সার অভিমত।

সেই স্বয়ংকৃষ্ণ ভগবান্ নররূপধারী পরব্রহ্ম নন্দনন্দন শ্রীগোপাল পুরীতে অবতীর্ণ হইয়া প্রাপঞ্চিক লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া এই "গীতামৃত" দ্বারা ভবসমুদ্রে নিমজ্জমান জনগণকে উদ্ধার করতঃ স্বমৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদন দ্বারা স্বীয় প্রেমাম্বুধি লহরীতে নিমজ্জিত করিয়াছেন। ইহাঁরা শ্রীরূপানুগ ধারায় শ্রীগীতার মধ্যে প্রেমসম্পুট উদ্ঘাটন করিয়া রসাস্বাদনের জন্য সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত অবগত হইতে পারিলে রসিক ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীগীতার নিগূঢ়রসতত্ত্ব স্বয়ংই প্রকাশিত হইবে।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমাপুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

অর্থাৎ ব্রজেশ তনয় কৃষ্ণ ভগবান্ আরাধ্য বস্তু, বৃন্দাবনই তদীয় ধাম, ব্রজবধূগণ অর্থাৎ গোপীগণের দ্বারা কল্পিতা উপাসনাই রম্যা উপাসনা, শ্রীমদ্ভাগবত অমল প্রমাণ, জীবের ইহা মহান্ প্রেম, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ইহাই মত, ইহাই আমাদের পরম আদরের বস্তু, অন্যমতে আদর নাই। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিগূঢ়তত্ত্ব বা মর্মবাণী—**শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের** প্রেমলীলাস্বাদন।

(১) "গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ" "গীতা মাহাত্ম্যের এই শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই গীতা শাস্ত্রের মধ্যেই সর্বশাস্ত্রের সারমর্ম পাওয়া যাইবে। অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে অষ্টাদশ পুরাণ আছে তন্মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলার যে নিগূঢ় রস তাৎপর্য্য পাওয়া যায়, ইহাতে তাহাও পাওয়া যাইবে সন্দেহের কোন কারণ নাই। শ্রীবৈষ্ণবীয়—তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্যে উল্লিখিত আছে—হে পার্থ! গীতাই আমার হৃদয়, আমার সার পদার্থ, অত্যুগ্র জ্ঞান, আমার নিত্যজ্ঞান, আমার শ্রেষ্ঠস্থান, আমার পরমপদ, আমার পরম গুহ্য, আমার পরম গুরু, আমার পরম গৃহ, গীতার আশ্রয়ে থাকি এবং গীতাজ্ঞানের বলেই ত্রিভুবন পালন করি। অতএব গীতা অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ কলেবর।

(২) "পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ "সুধী" শব্দের অর্থ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অনুসারে জানা যায় "সুষ্ঠুধ্যানকারী"। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও জানিতে পারা যায় যে, "শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥ অর্থাৎ নন্দনন্দন শ্যামসুন্দরের মেঘবর্ণ শ্যামল রূপই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠপুরী, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর বয়সের মধ্যে প্রাক্-যৌবন কৈশোর বয়সই ধ্যেয় অর্থাৎ নিরন্তরারাধ্য। চিন্ময় রসভেদ মধ্যে আদ্য অর্থাৎ মধুর শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১০৬ শ্লোক)

শ্রীরামানন্দ রায়ের সংলাপ হইতেও জানিতে পারা যায়—

"ধ্যেয় মধ্য জীবের কর্তব্য কোন ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ পদাম্ভুজ ধ্যানই—প্রধান॥"

অতএব শ্রীগীতামাহাত্ম্যে উল্লিখিত সুধীগণই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ যুগলের সুষ্ঠুধ্যানকারী।

"গীতামৃতম্"—হরিভক্তিবিলাস মতে "অমৃত" শব্দের অর্থ "ভগবদ্ভক্তিরস" কৃষ্ণ অভিন্ন কলেবর এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চরম উন্নত-উজ্জ্বল রস নিপুণতার সহিত নিগূঢ়ভাবে সংরক্ষিত আছে। এই শ্রীগীতাই প্রেম বা শুদ্ধভক্তির সংযোগে শ্রীসদ্গুরুর কৃপাসিক্ত সৌভাগ্যবন্ত জীবগণকে উল্লসিত রসাস্বাদনের দিব্য সৌভাগ্য দান করিবে।

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধগীতামৃতং মহৎ॥"

উপমা দ্বারা শ্রীগীতা মাহাত্ম্য বলিতেছেন, সর্বোপনিষদ—গাভীর স্বরূপ, গোপালনন্দন অর্থাৎ যশোদানন্দন—দোহনকারীর স্বরূপ, পার্থ—গভীর বৎস স্বরূপ, সুধীব্যক্তি—দুগ্ধ ভোক্তা বা পানকারী এবং গীতা—দুগ্ধস্বরূপ। অতএব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, যুদ্ধ-ব্যাপার নহে, যুদ্ধক্ষেত্র নিমিত্ত মাত্র—অভিনয় মাত্র, জীবকল্যাণের জন্য "গীতামৃত" দানই চরম উদ্দেশ্য। যাহা পান করাইয়া ভবসমুদ্রে নিমজ্জমান জীববৃন্দকে উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যময় প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর—"সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" এই শ্লোকের "পরাভক্তি" সম্বন্ধে বলিতেছেন, ইন্ধন রহিত অগ্নির ন্যায়, জ্ঞানের শান্তি হইলেও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ "অনশ্বরা ভক্তি" লাভ করেন। "ভক্তি" আমার স্বরূপ-শক্তি বৃত্তি। "পরাং"—জ্ঞান হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নিষ্কামকর্ম ও জ্ঞানশূন্য—কেবলা।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—"নিষ্ঠাজ্ঞানস্য যা পরা," যাহা জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা, এইরূপ আমার অনুভূতি স্বরূপ ও আমার দর্শনের সমানাকার "সাধ্যাভক্তি"।

শ্রীধরস্বামিপাদ—"সর্বভূতে মদ্ভাবনা লক্ষণযুক্ত পরাভক্তি"কে উদ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যও বলেন—"সর্বেশ্বর, নিখিল জগদুদ্ভব স্থিতি প্রলয়

লীলাশীল, সমস্ত হেয়গন্ধশূন্য, অসমোর্দ্ধ, কল্যাণগুণৈকাধার, লাবণ্যামৃত সাগর, শ্রীমৎ পদ্মপলাশলোচন, নিজপ্রভু আমাতে, অত্যন্ত প্রিয়ানুভবরূপা পরাভক্তি লাভ করেন।"

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—"আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি"।

"মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু" ১৮।৬৫, এই শ্লোকে,

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তি ঠাকুর বলিতেছেন—"মন্মনা ভব"—শ্যামসুন্দর, সুস্নিগ্ধ কুঞ্চিত কুণ্ডল, মনোরম ভ্রূলতা শোভিত মধুরকৃপাকটাক্ষামৃতবর্ষণকারী মুখচন্দ্রবিশিষ্ট আমাতে আত্মসমর্পণে যাহার মন, সেইরূপ হও।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলিতেছেন—আমার প্রতি একাগ্রতা সহকারে মন সমর্পণ করিলে আমাকে অর্থাৎ নীলোৎপল শ্যামলত্বাদিগুণসম্পন্ন, তোমার অতিশয় প্রিয় দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই—মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ আমাকে লাভ করিবে।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্যে বলিতেছেন—"অদ্বৈতসিদ্ধি ও সালোক্যাদি চতুর্বিধ ঐশ্বরধাম-প্রাপ্তিরূপ মুক্তিস্থান ভেদকরতঃ ভগবল্লীলারূপ আত্মচরম-যাথাত্ম্যে প্রবেশপূর্বক "ভাব" অর্থাৎ "নির্মল প্রেম" লাভ করাই যে, জীবের চরম প্রয়োজন, তাহাই অনেকস্থলে সিদ্ধিসমাপ্তিকালে কথিত হইয়াছে। অতএব গীতাশাস্ত্রে সমস্ত বেদ ও বেদান্ত সংগ্রহপূর্বক জীবের চরমোপাস্যরূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর ভগবান্ এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্বন্ধজ্ঞানপূর্বক ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করতঃ পরম প্রয়োজন রূপ "প্রেম" লাভ কর।"

সমস্যা সমাধানকল্পে স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া সুস্থিরচিত্তে বলা যায়—স্থান যুদ্ধক্ষেত্র, শ্রোতা অর্জ্জুন মোহগ্রস্ত, বীররসের প্রভাব বিস্তার, রণক্ষেত্রে রণোন্মাদনের তূর্য্য-নিনাদ, পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসা-প্রতিহিংসা গ্রহণে বদ্ধ-পরিকর এইরূপ পরিবেশে আত্মার নিত্য পরম আস্বাদনীয় মাধুর্য্যলীলাময় বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্য বিলাস বর্ণনের উপযুক্ত অবসর নয়, রসাভাস দোষ আসিয়া যায়। অতএব অবসর অনুসারে মোহভঙ্গ ছলে অধিকার অনুযায়ী তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সর্বগুহ্যতম বস্তুর ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। ধীমান্ ব্যক্তিই ধ্যানযোগে ধ্যেয় বস্তুর সন্নিধান সম্যক্ প্রকারে লাভ করিবেন।

"রসো বৈ সঃ" "অখিল-রসামৃত সিন্ধু"—শ্রীকৃষ্ণই।

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবেতি বিদিতো রঙ্গংগতঃ সাগ্রজঃ॥ (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

শ্রীল শুকদেব কহিলেন,—হে পরীক্ষিত মহারাজ! অখিল রসকদম্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি রসের পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। যখন বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন যাঁহার যেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। বীর-রস প্রিয় মল্ল অর্থাৎ যোদ্ধাগণ দেখিল, যেন কৃষ্ণ তাহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্ররূপে উদিত হইলেন, এবং মধুর-রস প্রিয় স্ত্রীগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্মথরূপে দর্শন করিলেন। নরগণ তাঁহাকে একমাত্র নরপতিরূপে ও সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল নিজজন রূপে দেখিতে লাগিলেন। ভয়ার্ত অসৎ রাজাগণ শাসনকর্তৃরূপে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিল। পিতামাতা তাঁহাকে সুন্দর শিশুরূপে দর্শন করিলেন। ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাটরূপে, শান্তিরসের পরম যোগিসকল পরতত্ত্বরূপে, এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ, পরদেবতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

[এখানে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যোগিগণের "শান্ত", বৃষ্ণিগণের "দাস্য", হাস্যপ্রিয় গোপ বালকগণের "সখ্য ও দাস্য", নন্দাদি গোপগণের "বাৎসল্য' ও করুণ," স্ত্রীগণের "মধুর", মল্লগণের "বীর," নরগণের "অদ্ভুত", ভয়ার্ত রাজগণের "রৌদ্র", ভোজপতির "ভয়ানক", জড়বুদ্ধিজনগণের "বীভৎস" রসের উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে যুগপৎ এই পঞ্চমুখ্য ও সপ্ত গৌণরস বিদ্যমান। এইজন্য তিনি অখিল রসামৃত-মূর্তি]।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা শাস্ত্র তাৎপর্য্যে বলিতে পারা যায় যে, **"শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ'ই** একমাত্র উপাস্য।

যদি প্রশ্ন হয় "গীতাশাস্ত্রে" শ্রীমতী রাধারাণীর নাম উল্লেখ নাই; সেখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার কথা কি প্রকারে আসিতে পারে? মহাজনের আনুগত্যে বলিতে পারা যায়,—

"রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণ ভজন তব অকারণে গেলা॥
আতপরহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা বিরহিত কৃষ্ণ নাহি মানি॥
কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী॥
কবহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস রঙ্গ।
রাধিকা দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল কান॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়নী।
রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি॥
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিনী।
রাধা-অবতার সবে—আম্নায়-বাণী॥
হেন রাধা পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ॥" (ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ)

এতৎ প্রসঙ্গে গীতার ১০।৯ শ্লোক আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যাইবে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের চরম উদ্দেশ্য কি?

"মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি॥"

অর্থাৎ সহজ অর্থে বুঝা যায়, মদ্গতচিত্ত, মদ্গত প্রাণ হইয়া দুর্বোধ্যতত্ত্ব বস্তুর উৎকর্ষ-উপলব্ধির জন্য পরস্পর বিচার বিশ্লেষণ নিদিধ্যাসন এবং আমার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি মাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণের দ্বারা সুধাপানের ন্যায় আনন্দ এবং ব্রজরস সম্ভোগ রমণ সুখভোগ করিতে থাকে।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎ-কর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

অর্থাৎ সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গক্রমে আমার বীর্য্যবতী যে সকল শুদ্ধহৃদয়কর্ণের

প্রীতি উৎপাদনকারী বাক্য আলোচিত হয়, প্রীতির সহিত তাহার সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই মুক্তির পথ স্বরূপ আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি উদিত হইবে। "মচ্চিত্তামদ্গতপ্রাণা" শ্লোকের অনুভূতি, মহাজনগণ কিভাবে প্রকাশ করিতেছেন ?

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বলিতেছেন—"মচ্চিত্তাঃ" আমার নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মাধুর্য্যেরই আস্বাদে লুব্ধমনা ; "মদ্গতপ্রাণাঃ"—আমা বিনা প্রাণ ধারণ করিতে অসমর্থ—অন্নগত প্রাণ যেরূপ ; "বোধয়ন্তঃ—ভক্তির স্বরূপ প্রকারাদি সৌহার্দ অর্থাৎ সুহৃদ্ভাবে জানান ; "মাং"—মহামধুর-রূপ-গুণ-লীলার মহা-বারিধি, "কথয়ন্তঃ"—আমার রূপাদি ব্যাখ্যান ও উচ্চ কীর্তনাদি করিতে করিতে—এই প্রকারে সকল প্রকার ভক্তির মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠ স্মরণ, শ্রবণ ও কীর্তনাদি কথিত। "তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ"—ভক্তির দ্বারাই সন্তোষ এবং রমণ এই রহস্য, অথবা সাধন দশায়ও ভাগ্যবশে ভজন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তুষ্ট, সেইকালেই ভবিষ্যতে নিজের সাধ্যদশা স্মরণ করিয়া রমণ করে—মনে মনে নিজপ্রভু সহ রমণ করে—ইহাতে "রাগানুগা-ভক্তি" প্রকাশিত হইল।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলিতেছেন—ভক্তির প্রকারের কথা বলা হইতেছে—"মচ্চিত্তা ইতি।" "মচ্চিত্তা" আমার কথা যাঁহারা সকল সময়েই স্মরণ করেন, "মদ্গত প্রাণা"—আমা ব্যতীত প্রাণ ধারণে অক্ষম। দৃষ্টান্ত—মৎস্য যেমন জল বিনা প্রাণ ধারণে অক্ষম। পরস্পর আমার রূপ, গুণ ও লাবণ্যাদি আলোচনা-পরায়ণ হইয়া ; আমি স্বীয় ভক্তের প্রতি বাৎসল্য-বারিধি অতিবিচিত্র আমার চরিত্র—ইহা কীর্তন করিয়া শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণরূপ ভজনের দ্বারা অমৃতপানের ন্যায় সন্তুষ্ট হন এবং তাহাতেই রমণসুখ অনুভব করেন ; যুবকগণ যেরূপ যুবতী নারীর হাস্য কটাক্ষেতে মোহিত হয়, সেইরূপ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেছেন—তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সম্যক্ অর্পণ করতঃ পরস্পর ভাব বিনিময় ও হরি কথায় কথোপকথন করিয়া থাকেন ; সেইরূপ শ্রবণ-কীর্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম অবস্থায় আমার সহিত "রাগমার্গে" ব্রজরসান্তর্গত মধুর রসপর্য্যন্ত সম্ভোগপূর্বক রমণ সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

অতএব **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলই** একমাত্র উপাস্য শ্রীগীতার মর্মবাণী॥

শ্রীবল্লভাচার্য্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রী **প্রথমেশজী** মহারাজও বলেন শ্রীগীতা "রাগানুগা" ভক্তিকেই উদ্দেশ করে। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" অর্থে দৈহিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ধর্মকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আত্মিক শরণাগতিই প্রকৃত শরণাগতি।

শ্রীগীতায় ১৮টী অধ্যায় আছে। বিশেষ বৈজ্ঞানিক ক্রমধারায় সন্নিবেশিত আছে। প্রথমেই বিষাদযোগ, পরে সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মসন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, তারকব্রহ্মযোগ, রাজগুহ্যযোগ, বিভূতিযোগ, বিশ্বরূপদর্শন-যোগ, ভক্তিযোগ, প্রকৃতি-পুরুষবিবেকযোগ, গুণত্রয়বিভাগযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, দৈব-আসুরসম্পদযোগ, শ্রদ্ধাত্রয়যোগ, মোক্ষ বা পরমার্থ নির্ণয়যোগ। অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট মনোধর্মিগণের বিষাদগ্রস্তের অবস্থার পর সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় ইত্যাদি বর্ণনাক্রমে শ্রীভগবান্ চরমে মোক্ষযোগ বা পরমার্থতত্ত্ব নির্ণয়পূর্বক শ্রীকৃষ্ণে শরণাপত্তিরূপ ভক্তিকেই অর্থাৎ রাগানুগা ভক্তিকেই সর্বগুহ্যতম পরম মোক্ষযোগ ব্যক্ত করিয়াছেন।

মোক্ষ বলিতে মুক্তিকেই বুঝায়। সাধারণতঃ অত্যন্ত দুঃখহানিকেই মুক্তি বলা হয়। কিন্তু "মুক্তির্হিত্বান্যথা-রূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ"—এই বাক্যে অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপাবস্থিতিকেই বুঝায়; "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। স্বরূপে অবস্থিত জীবের অনন্ত সেবা কার্য্য আরম্ভ হইল। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে পঞ্চরসে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলসেবাই জীবের মুখ্য ক্রিয়া।

আমা-কৃত "অমৃতবর্ষিণী" ভক্তি-বিবৃতি সজ্জন সমীপে সন্তোষ সম্পাদনার্থ সমুপস্থিত করিলাম। পাঠকবর্গ তৃপ্ত হইয়া ভূরি-আশীর্বাদ প্রদানে প্রকৃষ্ট প্রকারে সংসার-মায়া-মরু প্রাঙ্গণে তাপিত-প্রাণ আমার সুশীতল সুমঙ্গল করুন। সজ্জন সমীপে প্রার্থনা করি॥ ৫৮॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ের "অমৃতবর্ষিণী" নাম্নী ভক্তিবিবৃতি সমাপ্ত হইল।

———

তথ্যাবলী

সন্ন্যাস ও ত্যাগ—কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ—'সন্ন্যাস" সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ—"ত্যাগ" (গী ১৮।২) কিন্তু এই ভগবদ্‌বাক্যে যাহা নিগূঢ় তাৎপর্য আছে—তাহা শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা'-গ্রন্থে সপ্রমাণ বিচারপূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই নিগূঢ় তাৎপর্য এই—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মে কোন ফল সঙ্কল্প নাই, কাম্যকর্মে তাহা আছে। কিন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—ত্রিবিধ কর্মই ফলসঙ্কল্প ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হইলেও তত্তৎকর্মের ফল প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। অতএব নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য—সর্ববিধ কর্মের পরিত্যাগে—"সন্ন্যাস"। আর, নিত্যাদি সর্বকর্মের অপরিত্যাগে সর্বকর্মের ফল পরিত্যক্ত হইলেই—"ত্যাগ"। এতৎপ্রসঙ্গে গীঃ ১৮শ। ৬, ৯, ১১, ১২, শ্লোক আলোচ্য।

কৃতান্ত সাংখ্য—কৃত তথাৎ কর্মের অন্ত অর্থাৎ অবসান পরিসমাপ্তি বা সুনির্ণয় যাহাতে তাহা "কৃতান্ত"। "সাংখ্য—সংখ্যা অর্থাৎ সম্যক্ বা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক—"বেদান্ত" শাস্ত্র। অতএব, কৃতান্ত সাংখ্য—বেদান্ত সিদ্ধান্ত।

গুহ্যজ্ঞান—গোপনীয় মন্ত্র বা যোগাদিজ্ঞান (শাস্ত্র) (শ্রীধর); ও রহস্য-মন্ত্রাদি শাস্ত্র (বলদেব)

গুহ্যতর জ্ঞান—জ্ঞান অর্থাৎ এই গীতাশাস্ত্র যাহা পূর্বোক্ত শাস্ত্রাদি অপেক্ষা গুহ্যতর (শ্রীধর, বলদেব), এই শাস্ত্র বশিষ্ঠ, বাদরায়ণ, নারদ প্রভৃতি কেহই নিজ নিজ শাস্ত্রে প্রকাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া গুহ্য হইতেও গুহ্যতর; অথবা তাঁহাদের সর্বজ্ঞতা আপেক্ষিক, আর ভগবানের সর্বজ্ঞতা আত্যন্তিক, এই কারণে তাঁহারাও ইহা জানেন না বলিয়া ইহা গুহ্যতর বা অতিগুহ্য (চক্রবর্ত্তি)।

গুহ্যতমজ্ঞান—সমগ্র গীতার সারশিক্ষা—ইহা সকল গুহ্য হইতেও গুহ্যতম (শ্রীধর, চক্রবর্ত্তী, বলদেব); ভক্তিযোগ—কারণ, ইহা সকল গুহ্য তত্ত্বমধ্যে শ্রেষ্ঠ (রামানুজ)

গীতার **গুহ্যতম** জ্ঞান বা উপদেশ—"স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা, সেবা, পূজা ও প্রণতি; সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই শরণাগতি (গীঃ ১৮।৬৫-৬৬, ১৪।১৯, ৯।৩৪)।

গুহ্যতর জ্ঞান বা উপদেশ—"প্রতি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান অন্তর্যামী ভগবানের অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র বিশ্বব্যাপী অন্তর্যামী পরমাত্মার সর্বতোভাবে শরণাগতি।" (গীঃ ১৮।৬১-৬২)

গীতার **গুহ্য** জ্ঞান বা উপদেশ—"ব্রহ্মভাবের বা স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি।"
(গীঃ ১৮।৪৯-৫৩)